চলতি পথের বাঁশী

চল্‌তি পথের বাঁশী

শ্রীনবগোপাল দাস

ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীগোপাল দাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাম দেড় টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—সুরভরা একটি ছবিকে—

এব প্রথম অংশটুকু গল্পাকারে কিছুদিন আগে "বিচিত্রা"য় বেবিয়েছিল—সেটল্‌মেণ্ট্‌ ক্যাম্প্‌এ যমুনার ধারে বসে তাব পবিণতি দিয়েছি।

প্রচ্ছদপটেব ছবিটি এক খেয়ালভরা অবসর মুহূর্ত্তে এঁকেছিলাম।

চৈত্র, ১৩৪০ }
বাজসাহী }

শ্রীনবগোপাল দাস

পরজ

পরজ



পলাশপুর ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌তেই অসিত ছোট্ট একটি স্যুটকেশ হাতে ক'রে নেমে পড়্‌ল। ছোট্ট ষ্টেশন—না আছে তার ওয়েটিং-রুম, না আছে সেখানে পথ চিন্‌বার মতো আলো!

গাড়ী থেকে জন দশবারো যাত্রী পলাশপুরে নাম্‌ল—তারা সবাই এ ষ্টেশন ভালো ভাবে চেনে, কোন রকম ইতস্ততঃ না ক'রে তারা সোজা একটা ভাঙ্গা গেটের দিকে হাঁটা সুরু কর্‌লে।

সন্ধ্যার আঁধার তখন হয়ে এসেছে, কিন্তু ষ্টেশনবাবু ভয়ানক মিতব্যয়ী ব'লে তখনও প্ল্যাট্‌ফর্‌ম-এর বাতিগুলো জাল্‌বার হুকুম দেননি'। অসিত মনে মনে একটুখানি বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তার মনে পড়্‌ল যে এরকম মিতব্যয়িতা পলাশপুরের ষ্টেশনবাবুরই পেটেণ্ট নয়, বাংলাদেশের অখ্যাত-অবজ্ঞাত অনেক যাত্রী-সঙ্গমেই এরকম ঘটে থাকে।

অন্যান্য যাত্রীদের পেছনে পেছনে সেও গেটের দিকে চল্‌ল—সবার শেষে সে। টিকিটবাবু হাঁক্‌লেন, টিকিট মশায়...

অসিত একটা টিকিট বার ক'রে দিলে—পলাশপুরের চারটি ষ্টেশন পর কেতুনগঞ্জ পর্য্যন্ত ভাড়ার দাম সে দিয়েছিল।

টিকিটবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, এখানে ব্রেক-জার্নি ত হবে না মশায়···

অসিত বললে, আমি ব্রেক্-জার্নি করছি না, আমি নেমে যাচ্ছি ···

টিকিটবাবু একটুখানি সন্দেহের চোখে অসিতের দিকে তাকালেন। যা' দিনকাল তাতে এমন ধারা চার ষ্টেশন আগে নেমে গেলে অনেক-কিছু মনে হয় বৈ কি! প্রশ্ন করলেন, হঠাৎ আপনি এখানে নেমে যাচ্ছেন যে?

তিক্তস্বরে অসিত জবাব দিলে, তার জবাবদিহিও আপনার কাছে করতে হবে নাকি?

টিকিটবাবু প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন, তারপর সমান-ওজনে বললেন, মেজাজ দেখাবেন না, মশায়। আমাদের ডিউটি প্রশ্ন করা, তাই করতেই হবে!

অসিত তেলে-বেগুনে জলে উঠ্‌ল। বললে, আমি জবাব দেবো না···তার জন্যে আপনি যা' করতে হয় করুন···

দু'জনের কথা কাটাকাটি শুনে দু'একজন যাত্রী যারা ছিল তারাও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পাশের ঘর থেকে চশমাপরা ষ্টেশনবাবুও ছুটে এলেন···ব্যাপার কী?

টিকিটবাবু রাগে গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে তাঁর যা' বক্তব্য বললেন। অসিত কিছু বললে না, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

ষ্টেশনবাবু একটু নরম স্বরে বললেন, আপনাকে ত বেশ ছোক্‌রামানুষ ব'লে মনে হচ্ছে, হঠাৎ এখানে এমন ধারা নেমে

পড়্লেন কেন বলেই ফেলুন না, তাহ'লেই ত সব হ্যাঙ্গাম চুকে যায়।

অসিতের বল্‌তে আপত্তি বা অনিচ্ছা কিছুই ছিল না, কিন্তু সে স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌ছিল সত্য উত্তরটি যদি দেয় তাহ'লে প্রবীণ ষ্টেশনবাবু এবং প্রবীণতার পথের পথিক টিকিট-বাবু কেউই তার কথা বিশ্বাস কর্‌বেন না।

আসলে সে যে নিজেই জানে না কেন সে হঠাৎ পলাশপুর ষ্টেশনে নেমে পড়েছে! স্কুল থেকে কলেজে এসেছে সে মাত্র বছর দু'য়েক হ'লো। কল্‌কাতায় এসেই তার দৃষ্টি গিয়েছে খুলে, বাংলা দেশকে সমগ্র এবং বিশালভাবে ভালোবাস্‌তে শিখেছে সে। দেশনেতাদের বাণী গিয়েছে তার মর্ম্মে মর্ম্মে, তাই পূজোর বিশাল অবকাশের মধ্যে বাংলাদেশের অনাদৃত উপেক্ষিত পল্লীর সেবা কর্‌তে বেরিয়েছে সে। জ্ঞান তার কম, অভিজ্ঞতা নেই বল্‌লেই চলে, কিন্তু মনে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা আছে প্রচুর। বাংলার পল্লীর মধ্যেই দেশসেবার অমূল্য উপাদান পাওয়া যায় এটা সে আগেও শুনেছে অনেকবার, কিন্তু কী-জানি-কেন এর আগে তার মনের মধ্যে সে সব কথা কোন সাড়াই দেয়নি'।...কেতুনগঞ্জে তারই এক পরিচিত সতীর্থ আছে, তাকে নিয়ে দু'জনে মিলে বেরিয়ে পড়্‌বে এই ছিল মতলব। এমনি সময় তার হঠাৎ খেয়াল হ'লো যে পলাশপুরে থাকেন তার পরিচিত এক পিতৃবন্ধু। তাই গাড়ী যখন ধীরে ধীরে পলাশপুর ষ্টেশনে এসে থাম্‌ল তখন তার ইচ্ছা হ'লো একবারটি এই

ভদ্রলোকের সাথে আলাপ ক'রে যায়—তার তরুণ কৈশোরের স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁর কাছে বলে।

এসব কথা কি চশমাপরা ষ্টেশনবাবু বা ভ্রূকুটি-কুটিল টিকিটবাবুকে বুঝিয়ে বলা যায়?···অথচ তাদের হাত হ'তে অব্যাহতি পাবার কোন উপায়ও যে নেই! কী এক বয়সের ছাপ মুখের উপর পড়েছে! যেখানে যায় কারণে অকারণে সন্দেহ! বিরক্তির মধ্যেও তার মনে মনে ভয়ানক হাসি পাচ্ছিল।

অবশেষে বল্‌লে, দেখুন, আমার ভয়ানক কোন মতলব নেই এখানে নেমে পড়্‌বার। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক এখানে থাকেন, তাঁরই সাথে একবার দেখা কর্‌তে ইচ্ছা হ'লো, তাই নেমে পড়্‌লুম।

ষ্টেশনবাবু অবিশ্বাসের স্বরে প্রশ্ন কর্‌লেন, তাঁর নামটা জান্‌তে পারি কি?

—নিশ্চয়ই, ভবানী মুখুজ্যে···আপনি তাঁর বাড়ী চেনেন কি?

ছোট্ট ষ্টেশন—আশেপাশে গ্রামের সবাইকেই প্রায় ষ্টেশনবাবু চেনেন···বছর বারো ধরে তিনিই ত' এখানকার হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা! তাঁর চোখের সাম্‌নে দিয়ে কতো কী হ'লো!··· বছর পাঁচেক আগে ঐ কেতুনগঞ্জের আগের মাইল-পোষ্ট্‌টার

কাছে একটা গরুর গাড়ীর সাথে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেণের যখন কলিসন্ হয় তখন সব ঘটনার তদন্তের ভার ত পড়েছিল তাঁরই ওপর! গেল বছর এখান দিয়ে যখন লাটসাহেবের স্পেশাল গাড়ী যায় তখন তাঁর কী গর্ব্ব! পলাশপুরে স্পেশাল থামেনি, কিন্তু নীলকুর্ত্তি পরা চৌকিদার-দফাদারের সারি নিয়ে তিনি কী আধমিলিটারী কায়দায় সেলাম করেছিলেন এবং লাটসাহেব তাঁর কামরা থেকে রুমাল উড়িয়ে তাঁর সেলামের প্রতি-অভিবাদন জানিয়েছিলেন সে ছবি ত এখনো তাঁর চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে!···আর তিনি নগণ্য ভবানী মুখুজ্যের বাড়ী চেনেন না!

গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, চিনি বৈ কি, মশায়, আমি চিনিনে?··· ওই রাস্তা ধরে সো—জা চলে যান্, খানিকটা দূর গেলেই দেখ্‌বেন একটা এঁদো পুকুর, তার বাঁ-পাশে বাঁশবনের ঝোপের মধ্য দিয়ে খুব সরু একটা রাস্তা চলে গেছে, এগিয়ে সেখানে জিজ্ঞেস কর্‌লেই পাবেন।

অসিত ধন্যবাদ দেবে কিনা ভাব্‌ছিল। অবশেষে নিতান্ত এলোমেলো একটা নমস্কার ঠুকে সে ষ্টেশন-গেট দিয়ে বার হয়ে গেল।

ষ্টেশনবাবু একটু গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন, আজকালকার ছোক্‌রা, কী মতলবে যে এখানে এসেছে বলা শক্ত···কি বলো হে, হরিপদ?

হরিপদ টিকিটবাবুর নাম। একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বল্‌লেন, তাইত আমি বল্‌ছিলুম ছোকরাকে অমনভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত

হচ্ছে না।···স্থটকেশটা দেখ্‌ছিলেন ত?···ওর মধ্যে কী যে আছে এবং কী যে নেই তা' আপনি বল্‌তে পারেন?

ষ্টেশনমাষ্টার ব্যাপারটা এখন ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম ক'রে বল্‌লেন, তাইত···বড্ড ভুল হয়ে গেছে!

*

*   *

অন্ধকার গ্রাম্যপথ—তারই মধ্যে দিয়ে অসিত চল্‌ছিল। জোনাকী পোকাগুলো সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোছায়ার মধ্য দিয়ে উল্কার শিখার মত এদিক্ ওদিক্ ছুটে বেড়াচ্ছিল।

অসিত মনে মনে ভাব্‌ছিল, এন্‌নি আচম্‌কা আগমনে তাঁর পিতৃবন্ধু খুসী হবেন কি?…বছর পাঁচছয় আগেকার কৈশোর বয়সের স্মৃতি তার মনের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ছিল। তখন সে স্কুলে পড়ে। এই ভবানীবাবু একবার তাদের বাড়ীতে এসেছিলেন, অসিতের সুর ক'রে ভূগোল পড়া লক্ষ্য ক'রে খুব হেসেছিলেন, বলেছিলেন, আপনার ছেলেটি দেখ্‌ছি ভূগোলের নীরস নাম আর সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যেও কবিত্ব ফুটিয়ে তুল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে!

এঁদোপুকুরের বাঁ-পাশ দিয়ে অনতিপ্রসর একটা পথ; তাকে ঠিক পথ বলা চলে না, শুধু লোকের পায়ে-চলায় যেন একটা সরুরেখা বেরিয়ে গেছে সবুজঘাস আর লতাগুল্ম ভরা ঝোপের মাঝ দিয়ে।

ভবানী মুখুজ্যের বাড়ী খুঁজে বার কর্‌তে তার বেশী বেগ পেতে হ'ল না। দুয়ারের সাম্‌নে গিয়ে হাঁকলে, বাড়ীতে কেউ আছেন কি?

একটু পরেই দুয়ার খুলে গেল। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বার হয়ে এসে কৌতূহল ও বিস্ময়মাখাস্বরে প্রশ্ন কর্‌লেন, আপনি কাকে খুঁজ্‌ছেন?

অসিত অন্ধকারের অস্পষ্ট আলোতেও ভদ্রলোকের চেহারাব ছাপটি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছিল। স্যুটকেশটা মাটিতে রেখে একটা নমস্কার ক'রে বল্‌লে, আমি অসিত…

ভবানীবাবু প্রথমে ঠিক্ বুঝ্‌তে পাবেননি', একটুখানি আম্‌তা-আম্‌তা ভাবে বল্‌লেন, অসিত?…ঠিক্ ত চিন্‌তে পার্‌লুম না…

—নীরদবাবুর ছেলে আমি…

মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ধোঁয়া পবিষ্কার হয়ে গেল। ভবানীবাবু তাকে সাদর অভ্যর্থনা ক'রে বল্‌লেন, ওঃ—নীরদের ছেলে তুমি? …এসো, বাবা, এসো।…ভয়ানক বড় হয়ে উঠেছ যে, তোমাকে চিন্‌তে পারাও মুস্কিল ‥কতদিন আগে তোমায় দেখেছি! বছর পাঁচেক হবে, না?

স্যুটকেশটি হাতে ক'রে নিয়ে ঘরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে অসিত বল্‌লে, হ্যাঁ, প্রায় বছর পাঁচেক ত হবেই!…তখন আমি স্কুলে পড়্‌তুম!

একনিঃশ্বাসে অসিত তার গত পাঁচ বছরের ইতিহাস বলে গেল। ম্যাট্রিকুলেশন পাশকবা অবধি সে কল্‌কাতায় পড়্‌ছে।…পূজোর ছুটিতে সে বেরিয়েছে বাংলাদেশের পল্লীর সাথে ভালোভাবে পরিচিত হ'তে, হঠাৎ খেয়াল হওয়াতে সে

এখানে নেমে পড়েছে। ভবানীবাবু যে এখানে থাকেন তা' সে জান্‌ত, কিন্তু ষ্টেশনে নামা অবধি অসিতের কেবলই ভয় হচ্ছিল বুঝি বা তাঁকে পাওয়া যাবে না!···বলাও ত যায় না, পূজোর ছুটিতে যদি দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও বেড়াতে চলে যেতেন!

ভবানীবাবু বল্‌লেন, না, বেরুনো আর হ'লো কোথায়? ···মীরাকে নিয়ে একবারটি কোথাও যাবার ইচ্ছা ত ছিল, কিন্তু সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটে সব আশা ত আর পূর্ণ হয় না!...তা' ভালোই হলো, তোমার সাথে ত দেখা হত না নইলে!···ভগবান্ যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন!

ভগবান্ যা করেন তা' ভালো কি মন্দের জন্যে করেন সে সম্বন্ধে অসিতের কিছু মতদ্বৈধ ছিল হয়ত, কিন্তু সে কোন প্রশ্ন বা সংশয়প্রকাশ করলে না।

হাত-মুখ ধুয়ে অসিত যখন একটু সুস্থ হয়ে বস্‌ল তখন একটুখানি শোকসন্তপ্তস্বরে ভবানীবাবু বল্‌লেন, সব চেয়ে দুঃখ এই বাবা যে, মীরার মার সাথে তোমার আর দেখা হ'লো না···তিনি যে কি খুসী হ'তেন তোমাকে দেখ্‌লে!

বল্‌তে বল্‌তে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠ্‌ল। অসিত শীঘ্রই জান্‌লে যে ভবানীবাবুর স্ত্রী গতবছর পূজোর ঠিক হপ্তা তিনেক আগে টাইফয়েড্-এ মারা গেছেন।

অসিতের কোমল মন সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠ্‌ল। ভবানীবাবুকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না সে।…কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে সে, আর ভবানীবাবু পৌঁচেছেন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায়—সহানুভূতির ভাষা ত' তার মুখ দিয়ে বার হওয়া সম্ভব নয়!

ভবানীবাবু বল্‌লেন, তোমার একটু কষ্ট হবে, বাবা… আমার একটা ঝি আর ঠাকুর আছে, তাদের হাতেই সব… মেয়ের বয়স ত আর বেশী নয়, বছর চোদ্দ-পনরো হবে, সে ত নিজে সব গুছিয়ে নিতে পারে না।

ভবানীবাবু মীরার গল্পই কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। অসিত মাঝে মাঝে ভাব্‌ছিল, যাকে নিয়ে এত কথার উৎস সে কোথায়?

মীরার সাথে পরিচয় হ'তে কিন্তু বেশী দেরী হ'লো না। কিছুক্ষণ পরেই কোঁক্‌ড়ানো কোঁক্‌ড়ানো চুলে ঢাকা মুখ একটি হাস্যমুখী মেয়ে ভবানীবাবুর কাছে ছুটে এসে বল্‌লে, আজ ভারী একটা মজা হয়েছে কিন্তু বাবা…

ভবানীবাবু সস্নেহদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তার মাথায় হাতটি রেখে প্রশ্ন কর্‌লেন, কী হয়েছে মা?

ঘাড়টি দুলিয়ে ভারি সুন্দর একটি ভঙ্গীতে হেসে মীরা জবাব দিলে, জনার্দ্দন ঠাকুর কোত্থেকে একঝুড়ি পেঁপে নিয়ে এসেছে, বলছে তা দিয়ে নাকি সে নতুন রকমের ঘণ্ট তৈরী কর্‌বে… ড়ুমোড়ুমো ক'রে ঘা' কাট্‌ছে!

অসিত মুগ্ধনেত্রে মীরাকে লক্ষ্য কর্‌ছিল।

ভবানীবাবু এতক্ষণ মীরার সাথে অসিতের পরিচয় করিয়ে দেন্‌নি'। গায়ে এলিয়ে পড়া মীরাকে একটু তুলে বল্‌লেন, তোমার নতুন দাদার সাথে আলাপ ক'রে দি'···এ হচ্ছে অসিত, আমাদের গাঁয়ে বেড়াতে এসেছে, আমার বহুদিনের পরিচিত এক বন্ধুর ছেলে।

মীরা তার চঞ্চল চোখ দুটি দিয়ে একবার অসিতের দিকে তাকালে। অসিত কী বল্‌বে ভেবে পাচ্ছিল না। এই নতুন বোনটির সাথে ঠিক কেমনটি ক'রে আলাপ কর্‌লে সবগুলো সুরের সামঞ্জস্য রক্ষা হয় তাই সে চিন্তা কর্‌ছিল।

মীরা কিন্তু অসিতের লজ্জানত মুখ দেখে খুব আমোদ অনুভব কর্‌ছিল। সে দ্বিধাশূন্য মনে অসিতের কাছে এসে বল্‌লে, আপনাকে অসিদা' বলে ডাক্‌বো, কী বলেন?

অসিত মীরার এই সপ্রতিভ ব্যবহারে বেশ একটুখানি লজ্জিত হয়ে উঠ্‌ল। তারপর হাসিমুখে বল্‌লে, বেশ···কিন্তু দাদার হুকুম সব তামিল কর্‌তে হ'বে তা' যেন মনে থাকে!

হেসে মীরা বল্‌লে, আমি তা বেশ পার্‌বো অসিদা'···কিন্তু যখন-খুসী-আমার তখনই গল্প কর্‌তে হ'বে বলে রাখ্‌ছি!

অসিত হাসিমুখে এই সর্ত্তে রাজী হ'লো।



ভোরবেলা অসিতের ঘুম ভেঙ্গে গেল মীরার চেঁচামেচিতে। দম্‌কা হাওয়ার মত মীরা বৈঠকখানায় এসে বল্‌লে, মাগো··· আপনি কী ভীষণ আল্‌সে, অসিদা'···দুপুর রোদেও দিব্যি আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন!

অসিত তার নিদ্রালস চোখ দুটি খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে প্রভাতের সোনালী আলোতে সবুজ ঝোপ আর গাছের ঝাড় ভরে গেছে! তাড়াতাড়ি সে উঠে বসে বল্‌লে, বেজায় ঘুমিয়েছি, না?···তুমি লক্ষ্মী মেয়েটি ত, এরই মধ্যে হাত মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে এসেছ দেখ্‌ছি!

খুব গম্ভীর মুখ ক'রে মীরা জবাব দিলে, আমাদের কতো কাজ কর্‌তে হয় অসিদা', আপনার মত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌লে ত' চলে না!

অসিত মীরার দিকে স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বল্‌লে, স্বপ্ন দেখ্‌তে পাওয়াটাও কম জিনিষ নয়, মীরা···এতদিন শুধু অন্ধকারের মধ্যে অবোধ শিশুর মত ঘুরে বেড়িয়েছি, এখন মনের মধ্যে স্বপ্ন জেগে উঠেছে···বাস্তবের মধ্যে তার বিকাশের পথ খুঁজ্‌ছে।

দুর্ব্বোধ্য ভাষা···মীরা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল।

অসিত উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে তাকে বল্‌তে লাগ্‌ল তার নতুন উন্মাদনার কাহিনী। কোন্ সে আহ্বানের স্বর তার কাণে পৌঁচেছে…তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কর্‌বার জন্যেই সে খেয়ালীর মত বেরিয়ে পড়েছে।

মীরা অসিতের সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না, যেন ভয়ানক হেঁয়ালি আব রূপকভরা কথা অসিদা'ব। প্রশ্ন কর্‌লে, কল্‌কাতা আপনার বুঝি ভালো লাগে, না অসিদা ?

—ভালো লাগে খানিকটা…কিন্তু দু'দিন পরেই ভালো লাগার উচ্ছ্বাসটা কমে আসে। তখন মনে হয় বাংলা মায়ের শ্যামল আঁচলখানির কথা, যা' তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন এখানকার পল্লীতে, মাঠে, কোলাহলের উপকণ্ঠে।

—আমার কিন্তু কল্‌কাতায় যেতে ভয়ানক ইচ্ছা করে অসিদা'…চিড়িয়াখানায় নাকি কত দেশ বিদেশের জন্তু আছে, সেই সুমেরু-কুমেরু থেকে ধরে আনা শাদা ভালুক পর্য্যন্ত ! সত্যি অসিদা' ?

হেসে অসিত বল্‌লে, সুমেরু-কুমেরু থেকে ধরে আনা শাদা ভালুক সেখানে নেই, মীরা, কিন্তু নানা দেশের হরেক রকমের জানোয়ার আছে একথা সত্যি।

কথার ধারা বদ্‌লে গিয়েছিল। অসিত আবার বাংলাদেশের পল্লীর কথা তুল্‌লে। বল্‌লে, এম্‌নি সোনার দেশ আমাদের আজ কী হয়ে গেছে !

মীরা অসিতের এই উচ্ছ্বাসের হেতুটুকু সম্পূর্ণভাবে বুঝ্‌তে পারছিল না। অসিদা' কী সব ছোটখাট জিনিষ নিয়ে যে আবেগ-বিহ্বল হয়ে পড়েন!...অথচ তার নিজের মন এদিকে সহস্র প্রশ্নভরা কৌতূহলে পূর্ণ।

প্রশ্ন করলে, আচ্ছা, অসিদা', কল্‌কাতায় নাকি নিঃশ্বাস ফেল্‌বার মত একটুখানি খোলা জায়গা নেই?...মাগো, আমি ত ভাব্‌তেই পারি না সেখানকার আড়ষ্ট আব্‌হাওয়ার মধ্যে লোকে বাঁচে কী ক'রে!

উত্তর দেবার অবসর না দিয়েই আবার প্রশ্ন ক'রে বস্‌ল, কলেজে পড়্‌তে আপনার খুব ভালো লাগে, না? সেখানে ত একটুও পড়া করতে হয় না! আর এখানে আমাদের ইস্কুলে অণিমাদি' কী ভীষণ বকেন, যদি একদিনের তরেও পড়া না ক'রে আসি!

অসিত প্রশ্ন করলে, এখানেও মেয়েদের স্কুল আছে নাকি?

—এখানে না, পাশের গ্রামে, বেশ বড়ো গাঁ কিন্তু! আমরা প্রায় কুড়িপঁচিশজন মেয়ে সেখানে—অণিমাদি' এবং সুলেখাদি' আমাদের পড়ান—সুলেখাদি' কিন্তু বড়ো ভাল, আমাদের সাথে এসে অনেক সময় খেলা করেন উঃ, সেবার আমরা হাডু-ডু-ডু খেল্‌ছিলুম, সুলেখাদি' ছিলেন আমাদের দলে, আমরা বড়ো মেয়েদের যা' হারিয়ে দিলুম!

মীরার প্রশ্ন এবং কথার স্রোতের শেষ আর ছিল না। বহুদিন পরে নবীন একটি শ্রোতা পেয়ে তার বুভুক্ষু মন আনন্দে

অধীর হয়ে উঠ্ছিল। দাদাদের স্নেহ বা সাহচর্য্য সে পায়নি—বাবা-মার একটি মাত্র সন্তান সে। নিভেযাওয়া ঘুমন্ত আবেগ অসিতের সান্নিধ্যে প্রবলভাবে জেগে উঠ্ছিল তার।

ভবানীবাবু ভোর বেলাই উঠেই কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে অসিতকে বিছানার উপর অর্দ্ধশায়িত দেখে বল্লেন, এখনও ওঠোনি'? মীরা বুঝি ভোরবেলা থেকেই গল্প স্বরু করেছে?

মীরা তিরস্কারের স্বরে বল্লে, আমার নামে মিথ্যা কথা বলোনা, বাবা! রোদ্দুর উঠে যাবার পর আমি অসিদা'কে ডাক্তে এসেছি, তা' অসিদা এমন আল্সে যে উঠি-উঠি করেও উঠ্ছেন না!

অসিত বল্লে, বাঃ—রে! আমায় উঠ্তে না দিয়ে উঠ্ব কী ক'রে? তুমি এসে অবধি ত' প্রশ্ন আর মন্তব্যের ঠেলায় আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছ! উঠ্বার অবসর কোথায়?

বাবার দিকে তাকিয়ে মীরা বল্লে, দেখো বাবা, কী চমৎকার ওজর অসিদা'র! আমি গল্প কর্ছি ব'লে বুঝি উঠ্বার সুযোগটুকুও কেড়ে নিয়েছি আপনার, অসিদা'?

ভবানীবাবু হাস্তে হাস্তে বল্লেন, তুমি ওর সাথে কথায় পেরে উঠ্বে না, অসিত। অনেকদিন পর তোমার মত একটি সাথী পেয়ে ওর তর্ক কর্বার সব লুপ্ত ক্ষমতা জেগে উঠেছে, কারণ তার প্রয়োজন আছে যথেষ্ট।

অভিমানভরা মুখ নিয়ে মীরা অসিতের বিছানার কোণ থেকে উঠে চলে গেল।

ভবানীবাবুর সাথে অসিত গল্প কর্‌ছিল—তার প্ল্যান্‌ সম্বন্ধে। কেতুনগঞ্জ থেকে বন্ধুকে নিয়ে এসে সে কী ভাবে কাজ কর্‌বে সেই সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্ছিল।

ভবানীবাবু প্রশ্ন কর্‌লেন, তুমি নির্দ্দিষ্ট কোন প্ল্যান্‌ করেছ কি, অসিত?…শুধু ঘুরে বেড়ালেই ত চল্‌বে না!… তা ছাড়া ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়ালে কর্ত্তাদের দৃষ্টিও পড়্‌বে তোমার উপর!

অসিত হাস্‌তে হাস্‌তে ষ্টেশনের অভিজ্ঞতার কাহিনী বল্‌লে।

ভবানীবাবু বল্‌লেন, এই দেখ, আমি যা' বলেছি তা' সত্যি কি না!…তুমি ত বাংলার পল্লীরই ছেলে, তুমি অনায়াসেই একটা প্ল্যান্‌ ঠিক ক'রে নিতে পার!

অসিত বল্‌লে, ভাব্‌ছি আমাদের দেশের গরীব চাষা-ভুষোদের স্বাস্থ্যনীতির মোটা কথাগুলো আমরা শিখিয়ে দেব। ওদের মাঝখানে কিছুদিন করে থেকে নিজেরা হাতেনাতে সব দেখিয়ে দিলেও কি ওরা শিখ্‌বে না?… সাধারণ বুদ্ধির অভাব ত' নেই ওদের!

ভবানীবাবু গভীরভাবে বল্‌লেন, আমাদের দোষ ত

ঐখানেই, অসিত। এদের মাঝখানে থেকে আমরা কোন কাজ করতে চাই না, বাইরে থেকে দু'চারটে শুক্‌নো উপদেশ দিয়েই আমরা মনে করি কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেল।

অসিত ভবানীবাবুর কথাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শুন্‌ছিল। হঠাৎ খেয়ালের বশে যে পলাশপুর ষ্টেশনে সে নেমে পড়েছিল তার জন্যে তার একটুও অনুতাপ হচ্ছিল না এখন। সে মনে সম্ভব-অসম্ভব নানারকম কল্পনার জাল বুন্‌ছিল।

মীরা সেই যে অভিমান ক'রে ঘর থেকে বার হয়ে গিয়েছিল তারপর থেকে সে আসেনি'। অসিত ভবানীবাবুকে প্রশ্ন কর্‌লে, মীরা গেল কোথায় ?

—কোথায় আর যাবে ? আশে পাশেই ঘুর্‌ছে হয়ত !

অসিত মীরার খোঁজে বেরিয়ে গেল।···এদিক্ ওদিক্ তাকিয়েও যখন তার দেখা পেলে না তখন সে একটু বিরক্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল এমন সময় দেখ্‌লে এঁদো পুকুরের পাশ দিয়ে একটা ক্ষেতের মধ্যে মীরা হল্‌দে সর্ষে ফুল তুল্‌ছে।

অসিত চীৎকার ক'রে ডাক্‌লে, মীরা···

মীরা একবার চোখ তুলে তাকালে···হাওয়ায় তার উচ্ছৃঙ্খল চূর্ণকুন্তল কপালের উপর এসে নাচ্‌ছিল।···কিছু না বলে সে আবার গম্ভীরভাবে ফুল তোলায় মনোনিবেশ কর্‌লে।

অসিত আবার ডাক্‌লে, মীরা···এদিকে এসো, নইলে আমি চল্লুম কিন্তু !

অবিশ্বাসভরা চোখে মীরা একবার তাকিয়ে দেখ্‌লে মাত্র… তারপর আবার তার কাজে মন দিলে!

শেষবারটির মত অসিত ডাক্‌লে, মীরা…

অভিমান বেশীক্ষণ দেখানো ভালো নয়, অথচ এ কয়বার উপেক্ষা এবং প্রত্যাখ্যানের পর চলে আসাটা ভয়ানক লজ্জাকর একটা পরাভবের মত দেখাবে!…তাই মীরা কিছু না বলে শুধু হাতটি নেড়ে অসিতকে ডাক্‌লে…

অসিত দৌড়ুতে দৌড়ুতে কাছে এসে বল্‌লে, বড্ড রাগ হয়েছে, না?

মীরা ঠোঁট ফুলিয়ে জবাব দিলে, বাবার সাথে তোমার কাজের গল্প করোগে, অসিদা', আমার মত দুরন্ত মেয়ের সাথে বাজে গল্প বলে তোমার সময় নষ্ট ক'রো না!

মীরার কথার মধ্যে অভিমানের সুর দেখ্‌তে পেয়ে অসিত মীরার হাতদুটি ধরে বল্‌লে, লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার, রাগ করো না…বোনের সাথে গল্প কর্‌লে সময় নষ্ট হয় একথা তোমায় কে বল্‌লে?

মীরা তবু সন্তুষ্ট হতে পার্‌ছিল না। অসিত তখন তার শাড়ীর আঁচলটি তার বাঁ-হাতের সাথে জড়িয়ে তাকে টান দিয়ে বল্‌লে, ছিঃ…অসিদা'র উপর রাগ কর্‌তে নেই… এসো…

মীরার মুখে হাসি ফুট্‌লো, যেন বর্ষার মেঘলা দিনের ছায়া ভেদ ক'রে রৌদ্রের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠ্‌ল।



কথা ছিল রোদ পড়্‌লে মীরা অসিদা'কে নিয়ে যাবে খড়ুই নদীর বাঁধ-ভাঙা দেখ্‌তে। উচ্ছ্বসিত উৎসাহে হাতমুখ নেড়ে যেভাবে সে খড়ুই নদীর বর্ণনা কর্‌ছিল তাতে অসিতের মনে হচ্ছিল সত্য সত্যই বুঝিবা সেটা পৃথিবীর সাতটা আশ্চর্য্যের পরই একটা কিছু হবে।···বারবার এসে সে অসিদা'কে বল্‌ছিল, এরকম জিনিষ আপনি আর কখনও দেখেন্‌নি, অসিদা', এ আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি।

অসিত পদ্মাপারের ছেলে। পদ্মার কৈশোর এবং যৌবন এবং তার আগে-পরের সব তারুণ্য-মূর্ত্তিই সে দেখেছে।··· বর্ষার আহ্বানে পদ্মা কেমন ক'রে বাঁধনহারা চঞ্চলতা নিয়ে ছুটতে থাকে তার ছবি তার মনে তখনও ভাস্‌ছিল···তবু মীরার খড়ুই নদীর বর্ণনার কাছে সে সবই যেন নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছিল!

বল্‌লে, তোমার খড়ুই নদীর যদি এতখানি ক্ষমতা এবং বৈচিত্র্য থেকে থাকে, মীরা, তাহ'লে ভূগোল যাঁরা লেখেন তাঁদের ন্যায়বিচারের প্রশংসা কিছুতেই করা যায় না।··· খড়ুই-এর কাছে কোথায় লাগে বনানী-ভরা অ্যামাজন বা হল্‌দে-বালু সমাকীর্ণ ইয়াং-সি-কিয়াং!

তার কথার মধ্যে উপহাসের সুর লক্ষ্য ক'রে মীরা ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্‌লে, আপনি বিশ্বাস কর্‌ছেন না, অসিদা', কিন্তু সত্যি বল্‌ছি আমার কথায় একটুও বাড়ানো নেই।

অসিত হেসে বল্‌লে, আচ্ছা...আচ্ছা...রোদের তাতটা কমে যাক্‌—নিজের চোখ দিয়েই সব সংশয় ভঞ্জন হবে।

বার বার এসে মীরা প্রশ্ন কর্‌ছিল, অসিতের যাবার সময় হয়েছে কি না। অসিত তার অতি-উৎসাহে বেশ আমোদ বোধ কর্‌ছিল। বল্‌ছিল, তোমার খড়ুই ত শুকিয়ে যাচ্ছে না, মীরা...

—বা-রে, আমি তাই বুঝি বল্‌ছি?

—তবে এত তাড়া কেন?

—সকাল সকাল বার হ'লে আপনাকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পার্‌ব অসিদা'...সেই যেখানে বটগাছটার পাশ দিয়ে খড়ুই বেঁকে গেছে আর মাটির সাথে ঢেউ মিশে সাদা ফেনার সৃষ্টি কর্‌ছে! সেখান থেকে রাতের আগে ফিরে আস্‌তে হবে ত!... নইলে বাবা ভয়ানক বক্‌বেন।

ভবানীবাবুর দিকে তাকিয়ে অসিত প্রশ্ন কর্‌লে সত্যি সে জায়গাটায় দেখ্‌বার মতো কিছু আছে কি না। ভবানীবাবু বল্‌লেন জায়গাটা দেখ্‌তে বেশ সুন্দর—এ অঞ্চলে বোধ হয় সেই জায়গাটাই সব চেয়ে বৈচিত্র্যময়...তবে, মীরার কথায় তুমি

আকাশ-কুসুম কল্পনা কর্‌তে আরম্ভ করো না যেন! তোমার যা' ভাবুক মন তুমি হয়ত তার মধ্যে কতো কী মাধুর্য্য এবং প্রচণ্ডতা খুঁজ্‌তে আরম্ভ কর্‌বে!

অসিত ভবানী বাবুর কথায় একটু হাস্‌লে। তারপর মীরার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, শুন্‌ছ ত' তোমার বাবা কী বল্‌ছেন?

ঠোঁট ফুলিয়ে মীরা জবাব দিলে, বাবা সব সময়ই ঐ রকম বলেন, অসিদা'...আপনি ওঁর কথা কিছু বিশ্বাস কর্‌বেন না যেন!

অবশেষে রোদ সত্যি সত্যিই পড়্‌ল। মীরা অসিতের হাত ধরে বল্‌লে, এবার ত আর কুঁড়েমি কর্‌লে চল্‌বে না, অসিদা'।

গ্রামের গৃহস্থদের বাড়ী ছাড়িয়ে খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে অসিত আর মীরা পাশাপাশি চল্‌ছিল।...বর্ষায় ঘাসগুলো অবাধ্য ছেলের মত ঘাড় উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর তাদের শীষ থেকে চোরকাঁটা সব অসিতের কোঁচায় এবং মীরার শাড়ীতে ফুট্‌ছিল।

অসিত বল্‌লে, আর কতদূর যেতে হবে মীরা?

—বেশী দূর নয়, ঐ যে অশথ্‌ গাছটা দেখ্‌ছেন তারই একটু আগে...

অশথ্‌ গাছটা অসিত বেশ ভালো ভাবেই দেখ্‌তে পাচ্ছিল, কিন্তু মীরার দূরত্ব-জ্ঞানকে সে নির্ভুল বলে মেনে নিতে পার্‌ছিল

না।...তবু মীরার উৎসাহ এবং উচ্ছ্বাসে যেন সে গা ঢালা দিয়ে চল্‌ছিল।

অশথ্‌ গাছটা তখনও বেশ কয়েক হাত দূরে। মীরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে বল্‌লে, আপনার বেজায় কষ্ট হচ্ছে বুঝি অসিদা'?

কষ্ট একটু অসিতের হচ্ছিল। মীরাকে সন্তুষ্ট কর্‌তে হলে তার বলা উচিত ছিল, না...। কিন্তু ফস্‌ ক'রে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, হ্যাঁ ..

মীরা চোখ-মুখ লাল ক'রে বল্‌লে, আপনার আর গিয়ে দরকার নেই, অসিদা'...কল্‌কাতায় গিয়ে সহুরে বাবু হয়ে গেছেন আপনি, এইটুকু হাঁটতেই আপনার পা ধরে এল!

ধপ্‌ ক'রে ঘাসের উপর মীরা বসে পড়্‌ল।

অসিত মনে মনে বিপদ গুণ্‌লে। মীরা যে-রকম একগুঁয়ে মেয়ে তাতে তার অভিমান টলানো মুস্কিল। সে ধীরে ধীরে অপরাধীর স্বরে বল্‌লে, আমার তেমন কষ্ট ত কিছু হচ্ছিল না, মীরা...

—না, আমায় আর খোসামোদ কর্‌তে হবে না...খড়ুই দেখ্‌বার ইচ্ছা আপনার আদৌ ছিল না, শুধু আমি জোর ক'রে আপনাকে টেনে নিয়ে এসেছি, তাই!

—তাই কি?

—তাই এসেছেন!...খুব তীব্রভাবে মীরা কথাটি বল্‌লে।

অসিত অনুনয়ের স্বরে বল্‌লে, লক্ষ্মী বোনটি, সত্যি বলছি

খড়ুই দেখ্‌বার ইচ্ছা আছে বলেই এসেছি, শুধু তোমার টেনে আনার জন্তে আমার আসা নয়।

মীরার অভিমান তবু ভাঙে না।...খড়ুইকে যে ভালোবেসে দেখ্‌তে না চায় তাকে জোর ক'রে নিয়ে লাভ কী? কেন যে লোকে তার মতো মন নিয়ে খড়ুইকে দেখ্‌তে পারে না তা সে কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না।

মীরা কিছুতেই নড়্‌বে না দেখে অসিত অগত্যা বল্‌লে তাহ'লে আমি একলাই চল্‌লুম মীরা...যা দেখ্‌তে এসেছি তা না দেখে ফির্‌ব না!

অশথ্‌ গাছের কাছটাতে যখন অসিত এসে পড়েছে তখন তার পিঠে ছোট্ট একটি ঢিল এসে পড়্‌ল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌লে, মীরা...দুষ্টু মিভরা হাসিতে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অসিত তার গাম্ভীর্য্য বজায় রাখ্‌তে না পেরে ফিক্‌ ক'রে হেসে ফেল্‌লে। মীরা ছুটে এসে তার গায়ে ঢলে পড়ে বল্‌লে, নিজে দোষ ক'রে আবার আমার উপরই রাগ করা হচ্ছিল, না?

মীরার দোলায়মান বেণীটি ধরে একটুখানি নাড়া দিয়ে অসিত বল্‌লে, ছোট্ট বোনটির উপর রাগ কর্‌তে পার্‌লে ভারী সুখ হয়, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

খড়ুই নদী—যা' নিয়ে সারাটা দিন মীরার কথার স্রোতের অন্ত ছিল না—তার সাম্‌নে এসে অসিত থম্‌কে দাঁড়াল। মীরা

যা' বলেছিল তা' সবটা সত্যি না হ'লেও দেখ্‌তে যে ভারী সুন্দর তা' অস্বীকার কর্‌বার যো ছিল না। ঝোপ থেকে গাছের সব শাখা বাহুপ্রসারণ ক'রে জলের স্নিগ্ধ আলিঙ্গনলোভে যেন আকুল হয়ে উঠেছিল।

মীরা বল্‌লে, এদিকটার চেয়ে আরো সুন্দর ঐখানে, বটগাছটার পাশে, খড়ুই সেখানে বেঁকে গিয়েছে কি না!···যাবেন অসিদা'?

অসিত মীরার দিকে তাকালে—মীরার চঞ্চল মন যাবার উৎসাহে আকুল। অসিত বল্‌লে, চলো···

ভয়ানক খুসী হয়ে মীরা পথ দেখিয়ে এগিয়ে এগিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। মাঝে মাঝে সে পিছন ফিরে তাকায়, অসিত সত্যি আস্‌ছে কি না দেখ্‌বার জন্যে।

অসিত বল্‌লে, পালিয়ে যাবো ভয় হচ্ছে বুঝি?

—আপনার কিছু ঠিক নেই ত! যদি পালিয়েই যান···

বটগাছের তলায় এসে মীরা দাঁড়াল। গভীর তৃপ্তিভরা চোখে খড়ুই-এর খরস্রোতের দিকে তাকালে।···দিনের পর দিন সে এর উদ্দাম স্রোতের দিকে তাকিয়েছে, শ্রান্তি বা অবসাদ তার মনে একটুও আসেনি'। তার কিশোরী-মনের প্রত্যেক কন্দরে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ছিল।

—আচ্ছা, সত্যি ক'রে বলুন ত, অসিদা', এর চেয়ে সুন্দর আপনি কিছু দেখেছেন কি না!

সত্যি ক'রে যদি কোন উত্তর দিত তাহ'লে মীরা মনে ব্যথা পেত এটা ঠিক···তাই অসিত বল্‌লে, সত্যি ভারী সুন্দর এ···

আনন্দভরা চোখে মীরা বল্‌লে, তাহ'লে ঠকেননি বলুন ?

—না···

দূরে সাঁওতালদের মাদল বাজার শব্দ ভেসে আস্‌ছিল। খড়ুই-এর অপর পারেই সাঁওতালদের বস্তি। মিঠে গেঁয়ো সুর—অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরের সাথে মিশে এক অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনার সৃষ্টি···

মীরা প্রশ্ন কর্‌লে, সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের দেখেছেন আপনি কখনও, অসিদা' ?

অসিত ঘাড় নেড়ে জানালে সে দেখেনি'।

উচ্ছ্বসিত ভাবে মীরা বল্‌লে, ভারী সুন্দর দেখ্‌তে অসিদা'··· কালো চেহারা, পায়ে রূপোর মল, গলায় হাঁসুলি, চুলে বনফুল··· আর ছোট ছোট ছেলেদের পরনে হল্‌দে ধুতি, আর হাতে বাঁশী···

মীরা উৎসাহের সহিত সাঁওতালী ছেলেদের রূপ বর্ণনা কর্‌ছিল। তার চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ছিল তাদের উৎসবের ছবিটি।···গেল বছর ঝমরু বলে কালো ছেলেটা কী সুন্দর মেঠোসুরেই না বাঁশী বাজিয়েছিল !

তার উচ্ছ্বাস ভাঙ্গল অসিতের নীরবতায়। বল্‌লে, সাঁওতালদের কথা শুন্‌তে আপনার বুঝি ভালো লাগ্‌ছে না, অসিদা' ?

অসিত গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, খুবই ভালো লাগ্‌ছে বোন্, কিন্তু এই ভালো লাগা ছাপিয়েও আমার মনে উঠ্‌ছে আমার কাজের কথা।…বন্ধুকে আস্‌তে লিখ্‌তেই হবে কাল—চুপটি ক'রে খড়ুই-এর স্রোত আর সাঁওতাল ছেলেদের বাঁশী উপভোগ কর্‌লে ত চল্‌বে না!

এবার মীরা সত্যি সত্যি ভয়ানকভাবে রাগ কর্‌লে। বল্‌লে আপনার কেবল সেই একই কথা, অসিদা', সব জিনিষই মনে করিয়ে দেয় আপনাকে আপনার কাজের কথা!…আমি আর কখ্‌খনো আপনার সাথে আস্‌ব না!

রাগে ছুম্‌ছুম্ ক'রে পা ফেলে মীরা আগে আগে চল্‌ল। অসিত তার পেছনে পেছনে এগিয়ে গেল।

সন্ধ্যার ছায়া তখন নেমে এসেছে।…রাগ কর্‌লেও মীরার ভয়ানক ভয় হচ্ছিল কিন্তু। অথচ, অসিদার কাছে থেকে মনের ভয় গোপন ক'রে রাখ্‌তে না পার্‌লে তার গর্ব্বে ভয়ানক আঘাত লাগ্‌বে এটাও সে বুঝ্‌ছিল।

হুম্ ক'রে একটা পেঁচা অশ্বত্থ গাছের ডালে এসে বস্‌ল। মীরার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। সে করুণস্বরে ডাক্‌ল, অসিদা'…

অসিত পেছনেই আস্‌ছিল। মীরার অস্ফুট চীৎকার শুনে সে দৌড়ে এসে বল্‌লে, কী হয়েছে মীরা?

মীরা তাড়াতাড়ি অসিতের হাতটি দৃঢ়ভাবে ধর্‌লে।

—ভয় পেয়েছ মীরা?

মীরা কিছু বল্‌লে না। অসিত [redacted] টেনে নিয়ে বল্‌লে, অসিদা' থাকৃতে তোমার ভয় কিসে[redacted]

মীরা কান্নাভরা স্বরে বল্‌লে, আমি বড্ড দুষ্টু মেয়ে অসিদা', আপনার সাথে আর কখ্‌খনো আড়ি কর্‌ব না!

মীরার কথা শুনে অসিত না হেসে পার্‌ল না।

মীরা তার ভয়ত্রস্ত দেহখানি আরও নিবিড়ভাবে অসিতের সাথে মিশিয়ে দিয়ে বল্‌লে, আপনি আমার সাথে আড়ি করেননি' ত', অসিদা'?

অসিত তাকে আশ্বস্ত ক'রে জানাল যে সে আড়ি করেনি'।



কেতুনগঞ্জের বন্ধুব আস্‌তে দেরী হ'লো। চিঠির জবাবে সে লিখ্‌লে যে তার একটু সর্দ্দিজ্বর হওয়াতে পলাশপুর পৌঁছাতে পার্‌বে না হুকুমমত, তবে শরীরটা সার্‌লেই সে অসিতের সাথে দেখা কর্‌বে এবং দু'জনে তাদের মহা-অভিযানে বেরিয়ে পড়্‌বে।

অসিত চিঠিখানা ভবানীবাবুকে দেখিয়ে দুঃখিতস্বরে বল্‌লে, এবারকার ছুটিটাই মাটি হয়ে গেল একেবারে!

ভবানীবাবু সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লেন, মাটি হয়ে যাবে কেন? দুদিন দেরী হবে বৈ ত নয়। তা ছাড়া এখানে থাক্‌তে তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত?

অসিত বল্‌লে, না, সেজন্যে নয়, তবে আমার ইচ্ছা ছিল এদিকটা বেশ ভালোভাবে ঘুরে কিছু কাজ করি…একলা ত সব করা সম্ভবও নয়, ভালোও লাগে না!

অসিদা'কে আরো দু'দিন থাক্‌তে হবে জেনে মীরা ভয়ানক খুসী। ছুটতে ছুটতে এসে বল্‌লে, আপনি নাকি আরও কিছুদিন এখানে আছেন, অসিদা'?

বিষণ্নমুখে অসিত বললে, উপায় নেই যে!

তার বিষাদটুকু সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ক'রে মীরা বললে, এবার আর ফাঁকি দিলে চলবে না, অসিদা'…রোজ দুপুর বেলা আমায় গল্প বলতে হবে!

অসিত বললে, গল্প যদি বলতে পারি তাহ'লেও মনটা কাটবে ভালো, নইলে কিছু-না-করতে-পারার সম্ভাবনায় আমার মন যে একেবারে হাঁপিয়ে উঠবে।

রোজ দুপুর বেলা মীরা এসে বৈঠকখানা ঘরে—যেখানে অসিতের শোবার বিছানা পাতা থাকে—হৈ হৈ কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। অসিদা'র জন্যে জল রাখা হয়নি' কেন—অসিদা'র পাখা দরকার—অসিদা'র বিছানার চাদরটা ময়লা হয়ে গেছে অথচ এতদিন বদ্‌লানো হয়নি' কেন, ইত্যাকার প্রশ্নে সে চাকরকে এবং চাকরের মনিব বাবাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে। অসিত যদি প্রতিবাদ ক'রে জানাতে চায় তার কোনই অসুবিধা হচ্ছে না তাহ'লে সে আরও ক্ষেপে ওঠে—বলে, আমার চোখ এড়ানো সহজ নয় অসিদা'…তুমি বললেই ত' হ'লোনা! আমি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি সব অগোছাল হয়ে রয়েছে, অথচ তুমি বলছ সব ঠিক আছে!

হৈ-চৈ খানিকক্ষণ করার পর সে একটু শান্ত হয়ে অসিতের বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, এবার আপনার স্কুলের গল্প বলুন না অসিদা'…

অসিত গল্প বলে—তার ছেলেবেলাকার কথা—কবে কোন্‌ দিন সে ইস্কুলে যায়নি, পথের মাঝে কোন্‌ সহপাঠীর সাথে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে তাকে হারিয়ে দিয়েছিল তারই পুরাণো কাহিনী।…কবে কোন্‌ মাষ্টার মশায় তাকে নামতা জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং সে তার জবাব দিতে পারেনি' ব'লে সারাটি ঘণ্টা তাকে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল এবং সব সময়টা সে মাষ্টার মশায়ের মুখচিত্রণ এবং মুণ্ডপাত কর্‌ছিল অথচ মাষ্টারমশায় তার বিন্দুবিসর্গও টের পাননি', তারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

অসিদা'র গল্প বল্‌বার ভঙ্গী দেখে মীরা খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠে, তার হাসি আর উৎসাহের ছোঁয়াচ লেগে অসিতের বিগত কৈশোরের স্মৃতি ফিরে আসে।…সে তার কেতুনগঞ্জের বন্ধু এবং পল্লী-অভিযানের কথা ভুলে যায়, পুরাণো কাহিনী নিয়ে খেলা ক'রেও সুখ পায়।

মীরা প্রশ্ন করে, অসিদা, আপনি তাহ'লে আমার চেয়ে কম দুষ্টু ছিলেন না?

অসিত বলে, যদি কম দুষ্টু হতুম তাহ'লে তোমার মতো দুষ্টু বোনটির সাথে ভাব হতো কেমন ক'রে?

মীরা ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, আমি বুঝি আপনার মতো দুষ্টু, অসিদা'?

অসিত বিপদ গণে। তাড়াতাড়ি মীরার পিঠটা মৃদু চাপড়ে দিয়ে বলে, তুমি ভয়ানক লক্ষ্মী মেয়ে, মীরা, তুমি দুষ্টু হতে

যাবে কেন? তবে দাদার সাথে মাঝে মাঝে একটু-আধটু দুষ্টুমি কর, এই যা!

অসিতের গল্প বলা শেষ হলে মীরা তার নিজের গল্প বলতে আরম্ভ করে। তার গল্পের আখ্যানভাগ অল্প, ব্যাপকতাও সীমাবদ্ধ। ইস্কুলের কোন্ মেয়ে তাব একটা জলছবি কেড়ে নিয়েছিল, কার সাথে তার অঙ্কের খাতা অদল-বদল হয়ে গিয়েছিল, কার ফ্রকটা সে একদিন রাগের বশে টান মেরে ছিঁড়ে দিয়েছিল সেই সব ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর কাহিনী। ...কিন্তু মীরার কাছে সে সব নূতনত্ব এবং বৈচিত্র্যের উপাদানে ভরা; তাই সে ভাবে তার মনে এর অনুভূতির প্রতিঘাত যেমন বিশাল এবং বিচিত্র, অসিদা'র মনেও তেমন হবে না কেন?

তার আখ্যান শেষ হয় খড়ুই নদীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। ওর প্রত্যেকটি বালুকণা এবং পাথরের সাথে তার নিবিড় পরিচয়। সারা বছর ধরে খড়ুই-এর কতো রূপই সে দেখেছে— ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীকে কূলে কূলে ভরে উঠ্তে দেখেছে, পাড়ের কাছে গিয়ে কতোবার সে জল মেপে এসেছে...বর্ষা, শরৎ, বসন্তে তার তীরের উপর লতাগুল্মে কতো রং বেরংএর ফুল ফুটে উঠেছে!...এ সবই তার চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছিল।

অসিত তার কল্পনাটুকু মীরার মনের সাথে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু ঠিক হয়ে ওঠে না। সে ভাবে কেন সে মীরার

মত ছোট-খাট জিনিষকে রূপদক্ষের চোখ দিয়ে দেখ্‌তে পারে না!...তার মনেও কল্পনা আছে যথেষ্ট, ভাবুকতার কথা নিয়ে ভবানীবাবু সেদিনও ঠাট্টা কর্‌ছিলেন।...তবু পাঁচটি বছরের পার্থক্যে কী একটা অভূতপূর্ব্ব পাঁচিল গড়ে ওঠে, তার উপর লাফ দিয়ে সে উঁকিঝুঁকি মার্‌তে পারে, কিন্তু তা' ডিঙানো তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

মীরা অসিতের এই না-পারাটা বুঝ্‌তে পারে না। বহুদিন পরে একটি দাদা পেয়ে তার মন আনন্দের কানায় কানায় পূর্ণ, তারই আবেশে সে বিভোর। ছোট্ট একটা প্রজাপতিকে লাফাতে দেখ্‌লে তার আনন্দ হয়, খড়ুই-এর জলে ঢিল ছুঁড়ে টুপ্‌ শব্দ শুন্‌বার জন্যে সে অধীর হয়ে থাকে, মাঠের অশথ্‌গাছের মধ্য দিয়ে বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দ তাকে স্বপ্নপুরীর তেপান্তরের মাঠের কথা মনে করিয়ে দেয়...সে ভাবে অসিতের মনের অনুভূতি বুঝি তারই জানা পথে চলেছে।...অসিত যে পথের আনাচে-কানাচে ঘুর্‌ছে, ঠিক পথের মাঝখানে আস্‌তে পার্‌ছে না তা' তার খেয়ালেই আসে না।

সন্ধ্যাবেলা বাঁশবনের ঝাড়ের মধ্য দিয়ে চাঁদ যখন ওঠে তখন অসিত ও মীরা দু'জনেই আনন্দ-মুগ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু অসিতের আনন্দের মধ্যে বাজ্‌তে থাকে একটা নতুন জিনিষ দেখার সুর, বাঁশবনের চাঁদের সাথে সে শেলী, কীট্‌স্‌-এর

চাঁদের তুলনা করে, আর সব ছাপিয়ে ওঠে তার অনিচ্ছাকৃত অলসতার ব্যথা। কোনক্রমেই সে তা' কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না।···আর মীরা দেখে একটা চিরপরিচিত অথচ চিরনূতন বিস্ময় নিয়ে···অন্য কথার তরঙ্গ তার মনে স্থান্ পায় না, সে শুধু ভাবে বাঁশবনের চাঁদ কী সুন্দর!

রাত্রি যখন হয়ে আসে তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে অসিত তার কেতুনগঞ্জের বন্ধুর কথা ভাবে, মনে মনে তাকে তিরস্কার করে এমন সময় অসুখ করার জন্যে। বাইরে নিশাচর পাখী হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে, তার ডানার শব্দে বাতাসে একটা প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে, খুবই অস্পষ্টভাবে যদিও। মীরার কথা হয়ত এক-আধ বার তার মনের কোণে উঁকি দেয়, কিন্তু শীগ্‌গীরই ঘুমে তার চোখের পাতা বুজে আসে।

মীরাও বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিশাচর পাখীর ডাক শোনে —তার সমস্ত অনুভূতি আলোড়ন ক'রে ওঠে একটা অস্পষ্ট অনুবেদনা। ঘুমন্ত অসিদা'র মুখটির কথা বারবার তার মনে পড়ে, ভোরবেলায় উঠেই অসিদা'কে কোন্ গল্প বল্‌বে এবং কী প্রশ্ন কর্‌বে তা' ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে ঘুমিয়ে পড়ে।



কেতুনগঞ্জের বন্ধুর চিঠি এসে পৌঁছল হপ্তার শেষে। বন্ধু লিখলে যে সে সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং পরের দিনই সকালবেলা এসে পৌঁছবে অসিতের কাছে, তারপর তারা দু'জনে মিলে বেরিয়ে পড়বে। চিঠির অর্দ্ধেকটাই এই অভিযান সম্বন্ধে নানারকম প্ল্যান্-এ ভর্তি···ভয়ানক আগ্রহ ভরে সেগুলো অসিত পড়ছিল।

মীরা এসে প্রশ্ন করলে, বন্ধুর চিঠি পেলেন, অসিদা' ?

উৎফুল্লভাবে অসিত বললে, হ্যাঁ, কাল আসছে···

শঙ্কাকুল চোখে মীরা প্রশ্ন করলে, আপনি কি বন্ধুর সাথে কালই চলে যাবেন তাহ'লে অসিদা' ?

অসিত তখনও বন্ধুর চিঠির শেষভাগটা মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল। মীরার প্রশ্নে স্বপ্নোত্থিতের মত বললে, হ্যাঁ··· যদি পারি কালই বেরিয়ে পড়ব। অনেকদিন মিছিমিছি কুড়েমি করে কাটালুম—এখন আর দেরী করলে ত চলবে না বোন্!

অসিতের কথায় মীরার চোখে জল আসছিল। এক হপ্তা এখানে মিছিমিছি কেটেছে সেই দুঃখই অসিদা'র বুকে বেজেছে বেশি, আর সে যে তার সুপ্ত ক্ষুধিত স্নেহ দিয়ে অসিদা'কে

নিবিড় ক'রে নিয়েছে সেটা তার চোখেই পড়্‌ল না! অন্তর-নিংড়ানো আদর, ভালোবাসা এবং কল্পনা নিয়ে তার সব কিছু অনুভূতির অংশ সে অসিদা'কে দেবার চেষ্টা করেছে, অসিদা' তার মর্য্যাদা একটুও দিলেন না!

মীরা কিছুতেই বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না, অসিদা' এমন কেন! অসিদা' তাকে ভালোবাসেন না একথা সে কিছুতেই মান্‌তে রাজী নয়। তাকে "আদরের বোন্‌টি" বল্‌তে অসিতের মন থেকে যে স্নেহ উচ্ছলিত হয়ে ওঠে তা' সে বেশ বুঝ্‌তে পারে, তবু অসিদা' তার সাথে তেমন নিবিড়ভাবে মিশ্‌তে পারেন না কেন?

অসিত মীরার মুখের দিকে তাকালে—দেখ্‌লে তার চোখ ফেটে জল আস্‌ছে। আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত বুলোতেই চোখের জল ধারা হয়ে গড়িয়ে পড়্‌ল।

সে কী কান্না!…অসিত যতই প্রশ্ন করে "মীরা, কাঁদ্‌ছ কেন?" মীরার চোখের বর্ষণ ততই প্রবল বেগে আরম্ভ হয়।… খানিক পরে কান্নার বেগ একটু থাম্‌লে মীরা লজ্জিত মুখে অসিদা'র বুকে মুখ লুকাল।

অসিত মীরার মনের ভাবধারাগুলো বুঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। তার স্নেহবুভুক্ষু বোন্‌টির তরুণ এবং সজল মনের মধ্যে যে একটা ব্যথার ছাপ তীব্রভাবে এসে পড়েছে তা' সে বেশ্ টের পাচ্ছিল।…কিন্তু উপায় কী?—তার সম্মুখে কত বড়ো বড়ো কাজ, কত নতুন নতুন আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ।…মীরার সাহচর্য্য,

মীরার অশ্রু, মীরার অভিমান তাকে একটি হারানো সুরের কথা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে ত সে পার্‌ছে না!···কেন এ ব্যর্থতা?

অসিত সান্ত্বনার সুরে বল্‌লে, পাগ্‌লী মেয়ে, এমন ক'রে কাঁদ্‌তে আছে কি?···বাবা দেখ্‌লেই বা কী বল্‌বেন?

—বল্‌লে বড়ো বয়ে গেল!

অসিত হাস্‌লে।···অভিমানের প্রথম জমাট ভাবটা শিথিল হয়ে এসেছে তাহ'লে! আস্তে আস্তে বল্‌লে, আমি প্রত্যেক হপ্তায় তোমার কাছে চিঠি লিখ্‌ব, মীরা, পিয়ন এসে তোমায় নতুন নতুন গল্প পৌঁছে দিয়ে যাবে!

মীরা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিল না। বল্‌লে, মিথ্যা আশা দিয়ে দরকার কী অসিদা'? আপনি এখন এখান থেকে পালাতে পার্‌লে বাঁচেন, আমার কাছে চিঠি লিখ্‌বার অবসর আপনার হবে না!

অসিত বল্‌লে, না, না, লিখ্‌ব বৈ কি!

সন্ধ্যাবেলা মীরা আব্দার ধর্‌লে অসিদাকে আর একটিবার থড়ুই দেখ্‌তে যেতেই হবে। অসিত প্রথমে একটু আপত্তি প্রকাশ করেছিল, কিন্তু মীরা একগুঁয়েমিভরা সুরে বল্‌লে, আজ কোন কথা শুন্‌ব না, অসিদা'···সেই বটগাছের কাছে আপনাকে যেতেই হ'বে!

—এই ত সেদিন সেখান থেকে এলুম !

—ভারী ত একদিন গিয়েছিলেন !···আর হ'লই বা সেদিন, আর একবার যেতে কোন ক্ষতি আছে কি ?

ক্ষতি বিশেষ কিছুই ছিল না, কিন্তু অসিত ভাব্‌ছিল ভবানীবাবুর সাথে কিছু গল্প-সল্প কর্‌বে তার বন্ধু এবং কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে। মীরা সব ওলট-পালট ক'রে দিলে।

আকাশে তখন সবেমাত্র চাঁদ উঠেছে ···কিন্তু শ্রাবণের একটা কালো মেঘ দৈত্যের মতো তাকে গ্রাস কর্‌বার জন্যে দ্রুতবেগে ছুটে আস্‌ছিল।

অসিত বল্‌লে, বৃষ্টি আসবে, মীরা···তখন এই আঁধার রাতে মাঠের মধ্যে কোথায় যাবো আমরা ?

মীরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, অনেক দেরী আছে অসিদা'···

পলাশপুরের আবহাওয়ার খবর অসিতের চেয়ে মীরাই ভালো জানে, কাজেই প্রতিবাদ আর চল্‌ল না।

চাঁদের জ্যোৎস্নায় বটগাছটার কাছে যখন তারা এসে পৌঁছল তখন বাঁকটা রূপালী আলোর ঝিকিমিকিতে সুন্দর হয়ে উঠেছে। ···খড়ুই-এর স্রোত খরবেগে তীরে এসে লাগ্‌ছিল আর বাধা পেয়ে বেলফুলের মালা সৃষ্টি কর্‌তে কর্‌তে উচ্ছ্বসিত প্রবাহে চলে যাচ্ছিল।

মীরা বল্‌লে, আবার বলুন দেখি, অসিদা', এর মত সুন্দর আপনি আর কিছু কখনও দেখেছেন কি না!

অসিত যন্ত্রচালিতের মত বল্‌লে, না...

মীরা ভয়ানক খুসী হয়ে উঠ্‌ল। তার মনের মধ্যে খড়ুই তখন বিশ্বের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কর্‌তে আরম্ভ করেছে...সে সৌন্দর্য্যের সুর বেজে উঠ্‌ছে তার প্রত্যেকটি অনুভূতিতে। অসিদা' যে তার সাথে একমত হয়ে স্বীকার করেছে খড়ুই-এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর হওয়া সম্ভবপর নয় তাতে তার মন আনন্দে, গর্ব্বে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছিল।

বাড়ীতে ফির্‌তে ফির্‌তে বৃষ্টির ধারা নেমে এলো। মীরা অসিদা'র পেছনে পেছনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে বল্‌লে, আমার কথাই ঠিক রইল কিন্তু, অসিদা', বর্ষায় আমাদের খড়ুই দেখার কোন বিঘ্ন হ'লো না!

পরদিন ভোরবেলায় কেতুনগঞ্জের বন্ধু এসে পৌছ্‌ল। তার আসা অবধি মীরা যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে রইল তার খোঁজ কেউ পেলে না। দুপুর বেলা গাড়ীতে অসিত আর তার বন্ধু রওনা হবে এই কথা ছিল, কিন্তু মীরা তখনও এসে পৌছ্‌ল না।

ভবানীবাবু চিন্তিত হয়ে উঠ্‌লেন, দুরন্ত মেয়েটা কোথায় যে গেল কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, অসিত!

অসিত ভাব্‌ছিল সে সেদিনটা থেকে যাবে কি না।...সত্যি

ত, মীরা কোথায় গেল? খড়ুই নদীর ধারে নয় ত?—যা' স্রোত সেখানে!···চিন্তা কর্‌তেই অসিতের গা' শিউরে উঠ্‌ছিল।

হঠাৎ রৌদ্রদীপ্ত মুখ আর কোঁচড়ভরা পেয়ারা নিয়ে দম্‌কা হাওয়ার মতো মীরা এসে হাজির। হাসিমুখে বল্‌লে, আমার খোঁজ বুঝি আপনারা সবাই কর্‌ছিলেন, অসিদা?

ভবানীবাবু কী যেন বল্‌তে যাচ্ছিলেন, মীরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও না ক'রে অসিতের ও তার বন্ধুর পকেটে গোটাকয়েক পাকা পেয়ারা ঢুকিয়ে দিয়ে বল্‌লে, পথে ক্ষিদে পাবে অসিদা', তখন খাবেন আর খড়ুই-এর সেই বটগাছের ডানদিকে পেয়ারা গাছটার কথা মনে কর্‌বেন।

মীরা ষ্টেশন্ পর্য্যন্ত যেতে কিছুতেই রাজী হ'লো না। বল্‌লে, না অসিদা', আমার কান্না পাবে সেখানে, আমি শেষে একটা কাণ্ড ক'রে বস্‌ব!

অসিত বল্‌লে, না তা' কেন হবে? তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ের মত শান্ত হয়ে থাক্‌বে, তা হ'লেই হবে!

মীরা অস্বীকারসূচক ঘাড় নাড়্‌লে।

পলাশপুরের ষ্টেশনবাবুর হাঁকডাকের মধ্যে গাড়ী যখন ছাড়্‌ল তখন হঠাৎ অসিতের মনে হ'লো সে যেন চলেছে চলার উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে—কল্পনা ও অনুভূতি কী বল্‌ছে তা' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

বিচার ক'রে দেখ্‌বার অবসর সে পাচ্ছে না! পথের কুঁড়ির সৌরভ তার ভাল ক'রে আঘ্রাণ করবার সময় হ'লো না, বাস্তব হয়ে রইল তার কাছে স্বপ্নমাখা অবাস্তব…

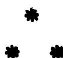
ট্রেণ চল্‌ছিল বাংলাদেশেরই বাঁশবনের মধ্য দিয়ে। অসিত আন্‌মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ তার চোখ পড়্‌ল অদূরে একটা বেড়ার দিকে। দেখ্‌লে, মীরা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপড় নাড়্‌ছে।

অসিতের মনে হ'লো পথের বাঁশী শুনেও যেন সে সম্পূর্ণভাবে সাড়া দেয়নি'। তার কিশোর জীবনের সুর সে মীরার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠ্‌তে দেখেছিল। কিন্তু বিচিত্র এক উদ্দীপনায় তাকে সে তার এখনকার জীবনের প্রাত্যহিক পরিবেষ্টন থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত ক'রে দিয়েছে!

ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সে বন্ধুকে বল্‌লে, তোর সেই খাতাটা খোল্‌ দেখি, যেখানে আমাদের প্ল্যান্‌গুলো সব পরপর লেখা আছে…

পূরবী

পূরবী



বছরখানেক পরের কথা। এর মধ্যে ভবানীবাবু পলাশপুরের সাথে সব সম্বন্ধ ঘুচিয়ে মীরাকে নিয়ে এসেছেন কল্‌কাতায়।

অনেক কারণেই পলাশপুর থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল। গণ্ডগ্রাম পলাশপুরের ক্ষুদ্র সীমারেখার মধ্যে মীরার চঞ্চল উচ্ছ্বাস অনেকের কাছেই দৃষ্টিকটু ঠেক্‌ছিল। বয়স তার ষোলোর কোঠায় পা দেবার পরেও যখন সে আনন্দবিহ্বল মনে ছোট্টমেয়েটিরই মত খড়ুইএর আশেপাশে ছুটে বেড়াতে সুরু কর্‌লে তখন চারদিকে বৃদ্ধ প্রবীণের দল শঙ্কাকুল চিত্তে বল্‌তে লাগ্‌লেন, ভবানীর মেয়েটার হ'লো কী? ·····বয়স হচ্ছে কুড়ি, অথচ না শিখ্‌ল একটু সহবৎ, না জান্‌ল একটু সংযম।

ভবানীবাবু যে এইসব প্রাজ্ঞ মহোদয়দের কথায়ই বিচলিত হয়ে উঠ্‌লেন এমন নয়। বিচারশক্তি দিয়ে সংস্কারের মোহ কাটাবার মত জোরটুকু তাঁর মনের মধ্যে ছিল। কিন্তু স্বভাবতঃই তিনি ছিলেন নির্ব্বিবাদী গোছের লোক। নিজের স্বাতন্ত্র্যটুকু রক্ষা ক'রে ঝঞ্ঝাটকে যদি এড়িয়ে চলা যায় তাহ'লে সেটাই তিনি পছন্দ কর্‌তেন বেশী, ঝঞ্ঝাটকে সম্মুখ-সমরে

আহ্বান করার চেয়ে। তাই খানিকটা মর্ম্মপীড়িত হ'লেও তিনি এক সন্ধ্যায় মীরাকে নিয়ে কল্‌কাতায় এসে বস্‌লেন।

পলাশপুরে শেষ কটা দিন মীরা পড়েছিল ঘরে—বাবার কাছে। কল্‌কাতায় এসে ভবানীবাবু তাকে এক মেয়েস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন।...মীরা রোজ সকালে দশটায় স্কুলে যায়, বেলা চারটা সাড়ে চারটার সময় ফিরে আসে। ভবানীবাবুর কাজকর্ম্ম কিছুই নেই—তিনি দুপুরবেলায় একটা খবরের কাগজ নিয়ে ঈজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেন, ধীরে ধীরে তাঁর চোখ মুদে আসে, ঘুম ভাঙ্গে তিনটা সাড়ে তিনটার সময়। চোখেমুখে জল দিয়ে অর্দ্ধসমাপ্ত কাগজখানা নিয়ে তিনি আবার বসেন—মীরা কখন ফির্‌বে সেই প্রতীক্ষায়।

মীরা স্কুল থেকে ফিরেই ছুটে এসে বাবার ঈজিচেয়ারের হাতলটার উপর বসে—সারাদিনের কাহিনী এবং সব খুঁটিনাটি সে একনিঃশ্বাসে বাবার কাছে বলে যায়। ভবানীবাবু মুগ্ধনেত্রে মীরার দিকে তাকিয়ে থাকেন, সুবোধ শিষ্যের মত তার কাহিনী শোনেন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন এবং তাতে মীরার উৎসাহ আরও বেড়ে যায়।

মীরাদের স্কুলের জিয়োগ্রাফী এবং হিষ্ট্রি ভবানীবাবুর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল হপ্তাখানেকের মধ্যেই। মাসখানেকের মধ্যেই তিনি মীরার সব নতুন বন্ধুর নামধাম জেনে

নিলেন···আর তাদের মধ্যে কার চুল জাপানী মেয়েদের ফ্যাসানে বাঁধা, কার শাড়ীর পাড়টা পার্শী ডিজাইনের হুবহু অনুকরণ এবং কার গতিভঙ্গী হচ্ছে একেবারে পলাশপুরের নন্দীদের বাড়ীর বৌটির মতো সেটাও তাঁর অজানা রইল না!

একদিন তিনি প্রস্তাব করলেন, তোমার বন্ধুদের কথা ত অনেকই শুনলুম, মীরা, একদিন তাদের চায়ে নেমতন্ন ক'রো না!

বাবার প্রস্তাবে মীরা প্রথমে লাফিয়ে উঠেছিল, তারপরই একটু দমে গিয়ে বল্‌লে, কিন্তু তুমি আমাদের দলে যোগ দিবে কী ক'রে?

ভবানীবাবু মেয়ের মনের সমস্যাটা বুঝ্‌তে পেরে একটু হাস্‌লেন। মীরার বন্ধু কিশোরী-তরুণীদের দলে তিনি কী ক'রে ভীড়্‌বেন?···মীরা যখন একলাটি বাবার কাছে থাকে তখন দু'জনের মধ্যে বয়সের পাঁচীল যায় ভেঙ্গে, বাবা তাঁর অসীম স্নেহ এবং দরদ নিয়ে হয়ে পড়েন মীরার একজন গল্প করবার সাথী। কিন্তু বাইরের বন্ধুদের সাম্‌নে বাবা ত' সে রকম করতে পারেন না, অথচ বাবাকে বাদ দিয়ে তাঁর চোখ এবং কানের সম্মুখে বন্ধুদের নিয়ে আমোদ করতেও মীরা রাজী হতে পারে না!

ভবানীবাবু হেসে বল্‌লেন, চিরদিন ত আর আমি তোমার সাথী থাকতে পারব না, মা! একদিন তুমি নিজেই হয়ত নতুন

একটি সাথী খুঁজে নিয়ে আস্‌বে আমার কাছে বিদায় নিতে!… তখন?

বাবার ইঙ্গিতে মীরা প্রথমে একটু রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। তারপর অভিমানের সুরে বল্‌লে, এ রকম কথা বল্‌লে আমি আর কখ্‌খনোই তোমার সাথে গল্প কর্‌ব না কিন্তু, বাবা, সেটা ব'লে রাখ্‌ছি!

ভবানীবাবু হেসে মীরার মাথার উপর হাতটি রেখে বল্‌লেন, আচ্ছা, আচ্ছা, আর না হয় নাই বল্‌লুম!…তুমি কিন্তু তোমার বন্ধুদের একদিন নেমতন্ন ক'রে আনো, আমি তোমাদের সাথে একটু গল্প ক'রে আমার কাজে বেরিয়ে যাবো। তা'তে আমার দিককার আনন্দের অংশটাও কম্‌বে না, আর তোমাদের সহজ গল্পগুজবের পথেও বাধা পড়্‌বে না।

মীরা গভীর শ্রদ্ধা এবং স্নেহভরা চোখে বাবার দিকে তাকালে। এমন বাবা পাবার সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

এক শনিবারে তার তিনটি বিশেষ বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসে মীরা বাবাকে বল্‌লে, তোমার কথামত নেমন্তন্ন ত' ক'রে এলুম, বাবা, এখন কী ক'রে তাদের অভ্যর্থনা করি বলো ত?

ভবানীবাবু মৃদু হেসে জবাব দিলেন, তোমার মত গিন্নী যেখানে আছে সেখানে অভ্যর্থনার ভাবনা, মা? …তুমি, সবই

গুছিয়ে নিতে পার্‌বে—জন চার-পাঁচকের জন্য চা তৈরী করা বৈ ত নয় !

খানিকক্ষণ কী যেন ভেবে মীরা হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বস্‌ল, আচ্ছা, বাবা, অসিদা' ত কল্‌কাতায়ই কোন্ কলেজে পড়েন, নয় কি ?

বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করার প্রসঙ্গের মধ্যে হঠাৎ অসিতের কথা মীরার মনে জাগ্‌ল কেন ভবানীবাবু ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। খানিকক্ষণ নীরব থেকে তিনি বল্‌লেন, হ্যাঁ।

বাবার সংক্ষিপ্ত উত্তরের পর আর কী বল্‌বে মীরা ভেবে পেল না। টেবিলের উপরকার একটা কলম নিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।



অসিত সেই যে একটি বছর আগে পলাশপুর থেকে বিদায় নিয়েছিল তার বন্ধুর সাথে পল্লী-অভিযানে বার হ'বার প্রাক্কালে তারপর মীরাদের সাথে তার সম্বন্ধ ঘুচেই গিয়েছিল বল্লেও চলে। সারাটি বছরের মধ্যে একবারটি ছাড়া তার সংবাদ মীরা বা ভবানীবাবু কেউই পায়নি'।

প্রথম সপ্তাহটা দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ শুন্‌লেই মীরা যেত ছুটে—আশা, ডাকপিয়ন হয়ত অসিদা'র চিঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।...অসিদা' যে ব'লে গিয়েছে প্রত্যেক হপ্তায় তার কাছে চিঠি লিখ্‌বে! মুখে মীরা জবাব দিয়েছিল বটে, অসিদা'র চিঠি লিখ্‌বার অবসরই হবে না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে ত' কামনা করেছিল অসিদা' যা বল্‌ছে তাই যেন ঘটে!...কিন্তু প্রত্যেকবারই তার ছুটে আসা হয়ে যেত ব্যর্থ, আর তার মন হয়ে উঠ্‌ত বিষাদের ম্লানতায় ছায়াচ্ছন্ন।

একদিন সে এতখানি উতলা হয়ে উঠেছিল যে বাবাকে প্রশ্ন ক'রে বসেছিল, বাবা, অসিদা' চিঠি লিখ্‌ছেন না কেন?

ভবানীবাবু জবাব দিয়েছিলেন, বোধ হয় খুব ব্যস্ত আছে। ...আর কীই বা লিখ্‌বে সে?

মীরা বাবার এই জবাবে মোটেই খুসী হতে পারেনি।

নাই বা থাকুল কিছু লিখ্‌বার, তবু কি দু'ছত্র লিখে অসিদা' তাকে তাঁর স্নেহ জানাতে পারেন না ?

তারপর একদিন সত্যিসত্যিই চিঠি এলো—পলাশপুর থেকে অসিতের চলে যাবার পূরো একটি মাস পরে।

সেই একবারটির স্মৃতি মীরাব মনে কী অপরূপ রংয়েই না রাঙা হয়ে ছিল !···সেদিন ছিল সন্ধ্যার অন্ধকার—তার কালো নিবিড়তা আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল মেঘের ছায়ায় এবং বৃষ্টির জলে। মীরা চুপটি ক'রে খড়ুই-এর ধারে বসে অসিদা'র কথা ভাব্‌ছিল।

এমন সময় তাদের ঠাকুর উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বল্‌লে, দিদিমণি, তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছে, নফর পিয়ন এইমাত্র দিয়ে গেল।

পলকের মধ্যে মীরার মুখ আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। ব্যস্তভাবে সে বল্‌লে, কই, দেখি, দেখি···

তাদের ঠাকুর বুদ্ধি খরচ ক'রে চিঠিখানা সাথে আনেনি'। বল্‌লে যে বাসায় সেখানা সে রেখে এসেছে।

মীরা জনার্দ্দন ঠাকুরের বুদ্ধির মুণ্ডপাত কর্‌তে কর্‌তে ছুটল বাড়ীর দিকে।···কল্পনার নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে এ কয়দিন অসিদা' ছিল একেবারেই ছায়া—আজ তার চিঠি এসে এনে দিলে কায়ার প্রতিচ্ছবি।

চিঠির উপরে সুন্দর অক্ষরে লেখা ছিল শুধু—"মীরা"।

উচ্ছ্বসিত উৎসাহে মীরা চিঠিখানা খুললে।

সুদীর্ঘ চিঠি—তার সুরু হয়েছে বিচিত্র এক সম্বোধনে: "আমার পথে-পাওয়া বোন্‌টি—"।

কোন রকম ভূমিকা না ক'রে অসিত সোজাসুজি লিখেছে—"তুমি রাগ করেছ নিশ্চয়ই, এতদিন চিঠি দিতে পারিনি' ব'লে। এখন মামুলী প্রথামত তার জন্যে ক্ষমা চাইব না, শুধু বল্‌ব যে লিখ্‌বার সময়ের নিতান্ত অভাব যদিও ছিল না তবু অনেক কারণে লিখে উঠ্‌তে পারিনি'।"

...তারপর তার এই একটি মাসের কাজের সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট কাহিনী। অসিতের তীব্র এবং উচ্ছ্বসিত বর্ণনা-কৌশলে সেসব কাহিনী সজীব হয়ে ফুটে উঠেছিল...যেন অনুদ্দিষ্ট কারো সাথে সে কথা বল্‌ছিল। এসব বর্ণনার অনেকখানিই ছিল মীরার পরিচিত জগতের বাইরে, তাই সে তার কল্পনা দিয়ে নিজের অজ্ঞতার ফাঁক পূর্ণ ক'রে নেবার চেষ্টা করেছিল।

চিঠির শেষ হয়েছিল হেঁয়ালিভরা একটি কথায়—অন্ততঃ মীরার কাছে তা' হেঁয়ালি বলেই মনে হয়েছিল।

অসিত লিখেছিল—"আজকের এই চিঠি শুধু গত মাসের নীরবতার উত্তর ব'লে ধরে নিওনা, ভবিষ্যতের অনেকদিনের নিস্তব্ধতার জবাবও এর মাঝে খুঁজে পাবে।...তোমার মত স্নেহভরা মনের যে একটি বোন্‌ পেয়েছি তার গৌরব এবং

আনন্দে আমি সব সময়ই উদ্বেলিত থাক্‌ব—কিন্তু ভালো জিনিষ কখনও খুব বেশী উপভোগ করা উচিত নয়, কারণ তা'তে তার অপরিসীমতা হয়ে যায় খর্ব্ব, তার তীব্রতা হয়ে যায় নির্লজ্জের মত স্পষ্ট। তাই আজ তোমায় আমার স্নেহ জানিয়েই বিদায় নিচ্ছি।”

এই কথা কয়টি মীরা যে কতবার ক'রে পড়েছিল তার ইয়ত্তা নেই—এর প্রত্যেকটি শব্দ তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সব কথার মানে সে বুঝুক আর নাই বুঝুক সে এটুকু বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিল যে অসিদা' তাকে স্নেহ করেন অনেকখানি যদিও সেই স্নেহের উচ্ছ্বাস ভাষায় প্রকাশ পায়নি' পূর্ণমাত্রায়। ...তাই বহুদিন ধরে অসিতের আর কোন চিঠি না পেয়েও সে দুঃখিত হয়নি'—তার মনের মধ্যে সব সময় বিরাজ কর্‌ছিল নিগূঢ় আনন্দবেদনার এক পরিপূর্ণতা।

তবে মাঝে মাঝে অসিদা'র খবর জান্‌বার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ত।...অসিদা' তাকে চিঠি না হয় নাই লিখ্‌লেন, কিন্তু তিনি নিজেকে এমন ধারা লুকিয়ে রাখেন কেন?...মাঝে মাঝে সে ভাব্‌ত, অসিদা' যদি বিখ্যাত একজন লোক হ'তেন তাহ'লে তাঁর খবর সে পেত খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়! অসিদা'র গল্প শুন্‌ত অন্যলোকের কাছে, তারপর একদিন যখন আবার অসিদা'র সাথে দেখা হ'ত তখন তাঁকে চম্‌কিয়ে দিতে পার্‌ত অপরের কাছ থেকে শোনা সব কাহিনী ব'লে!

কল্‌কাতায় আসার পর থেকেই তার মনের গোপন অন্তঃপুরে এই আশাটি জেগেছিল যে অসিদা'র সাথে একদিন না একদিন দেখা হ'বেই। অসিদা' কল্‌কাতায়ই এক কলেজে পড়েন তা' সে জানত, কিন্তু কোন্ কলেজ তা' সে জানতে পারেনি। তাকে বা ভবানীবাবুকে অসিত সে কথা বলেনি। ...তবু, স্কুলের বাস্ যখনই কোন কলেজের পাশ দিয়ে যেত তখনই সে উন্মুখনেত্রে একবারটি তাকিয়ে দেখ্‌ত, যদিবা হঠাৎ শাদাধুতি ও পাঞ্জাবীপরা তরুণ ছেলেদের মধ্যে অসিদা'র হাসিভরা মুখখানি ভেসে ওঠে!...কিন্তু তার কামনা কোন দিনই সফল হয়নি, কল্‌কাতার বিশাল সমুদ্রের মধ্যে অসিতের দেখা সে পায়নি।

মাঝে মাঝে অসিদা'র উপর রাগ হ'ত। কেন অসিদা' সাধারণের মধ্যে একজন হ'য়ে রইলেন? ইচ্ছা কর্‌লেই যে তিনি সকলকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে পারেন, তবু কেন নিজের কাছে নিজের এতখানি আত্মবঞ্চনা? তিনি যদি নিজেকে গোপনতার আড়ালে এম্‌নি ক'রে লুকিয়ে রাখ্‌তেই চান তাহ'লে আবার গাঁয়ে গাঁয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে মরাই বা কেন?

অসিতের উপর রাগের মাত্রা যখনই বেড়ে উঠ্‌ত তখনই সে তার চিঠির কথাটি ভাব্‌ত, শেষ কথা কয়টি মনের মধ্যে গাঁথা স্মৃতির মাল্য থেকে খুলে এনে আর-একটি বার নেড়েচেড়ে দেখ্‌ত।..."ভালো জিনিষ কখনও খুব বেশী উপভোগ করা উচিত নয়, কারণ তা'তে তার অপরিসীমতা হয়ে যায় খর্ব্ব,

তার তীব্রতা হয়ে যায় নির্লজ্জের মত স্পষ্ট।”…অসিদা’র লজিক্-এর সাথে তর্ক করে এমন সাহস তার হ’ত না, তবু মনে মনে সে অনেক রকম প্রতিবাদের ভাষা গুছিয়ে রাখ্‌ত—অসিদা’র সাথে যখন আবার দেখা হবে তখন তার সাথে রীতিমত দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে বস্‌বে, অসিদা’র লজিককে হার মানিয়ে ছাড়্‌বে।

কিন্তু প্রায় একটি বছর ঘুরে যাবার পরও যখন সে অসিতের কোনই খোঁজখবর পেল না তখন তার মনের সব রাগ, অভিমান, আশা রূপান্তরিত হয়ে উঠ্‌ল অব্যক্ত এক বেদনায়।



মীরা যখন আর কোন কথাটি না ব'লে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল তখন ভবানীবাবু স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবৃতে লাগ্‌লেন।

গত মাসকয়েকের মধ্যে মীরা তাঁকে অসিত সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেনি' এবং ভবানীবাবু নিজেও অসিতকে প্রায় ভুলে যেতে সুরু করেছিলেন।

পলাশপুরে অসিতের যেটুকু পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন তা'তে তাকে তাঁর ভালোই লেগেছিল। আদর্শের প্রতি তার অবিচলিত নিষ্ঠাটুকু তাঁর কাছে খুবই মহান্‌ ব'লে বোধ হয়েছিল, আর সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি তার উৎসাহদীপ্ত তরুণ মুখখানি দেখে। ...অসিত মীরাকে যে চিঠি লিখেছিল তা' তিনিও পড়েছিলেন। তার কাজের উৎসাহিত বর্ণনায় তিনি ছেলেটির প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন, এবং চিঠির শেষ কথা কয়টিতে তিনি দেখ্‌তে পেয়েছিলেন একটা নতুন রকমের সরলতা এবং সাহস, যা' নিষ্কৃতি পেয়েছে সব ছোটখাট বন্ধন থেকে।

কিন্তু অসিতের যখন কোন সাড়াশব্দ আর পাওয়া গেল না প্রায় একটি বছর ধরে, তখন তিনি একটুখানি অন্তরকম

ভাব্‌তে সুরু করেছিলেন।…ছেলেটির মধ্যে উচ্ছ্বাসের প্রকাশ অনেকখানি, কিন্তু তীব্রতার যেন একটু অভাব।…তাই মীরার আকস্মিক প্রশ্নে তিনি খুব প্রীত হননি। মীরা যে এতদিন ধরে অসিতকে মনে রেখেছে এটা তাঁর কাছে অদ্ভুত ঠেক্‌ছিল। অবশ্য একটা কারণ ভবানীবাবু খুঁজে পেয়েছিলেন, সেটা হচ্ছে এই যে মীরার নিজের কোন ভাইবোন্‌ ছিলনা এবং কারো সাথে সেরকম সম্বন্ধে গড়ে উঠ্‌বার সুযোগও সে পায়নি'। পলাশপুরের সেই দিন কটাতে যে প্রকার উচ্ছ্বসিত আগ্রহে সে অসিতকে নিজের কাছে টেনে এনেছিল তাতে তিনি তার সুপ্ত স্নেহবুভুক্ষু মনটিরই প্রকাশ দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। …তবু, একটি বছরের ব্যবধানেও সেই স্মৃতি মরেনি' দেখে তিনি একটু অবাক্‌ হ'য়ে গিয়েছিলেন।

মাথায় যখন একটা বিস্ময়সূচক সমস্যা আসে তখনই খবরের কাগজের পাতায় মনোনিবেশ ক'রে সেটা ভুলে যাবার চেষ্টা করাটা ভবানীবাবুর অভ্যাস। আজও মীরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর তিনি তাঁর পুরানো অভ্যাসমত সকাল বেলাকার 'আনন্দবাজার' খানা খুলে তার উপর চোখ বুলোবার চেষ্টা কর্‌ছিলেন।

হঠাৎ তাঁর চোখ পড়্‌ল বিজ্ঞাপনের পাশে ছোট্ট একটি সংবাদস্তম্ভে। নিজস্ব সংবাদদাতার খবর—হুগলী জেলা থেকে

এসেছে। "বাঙ্গালী যুবকের আদর্শনিষ্ঠা" এই হেডিংএ লেখা।... "গত কয়েক মাস ধরিয়া অসিত হালদার নামে এক যুবক হুগলী জেলার অন্তর্গত অজ্ঞাত অবজ্ঞাত গ্রামগুলিতে পল্লীসংস্কারের বার্ত্তা প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায়ও এ রকম কাজ করিয়াছেন। এবার হুগলী জেলায় আসিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে একাগ্রচিত্তে এই কাজে সময় না দিলে চিরস্থায়ী কোন উন্নতিসাধন সম্ভবপর নহে, তাই তিনি নিজের কলেজের পড়া প্রভৃতি একেবারে ছাড়িয়া দিয়া পল্লীসংস্কারের কাজেই নিজের সমস্ত সময় নিয়োজিত করিতে সংকল্প করিয়াছেন।"

সংবাদের দ্বিতীয় প্যারায় অসিত হালদারের ছোট্ট একটু পরিচয়।..."যুবকের বয়স মাত্র কুড়িবৎসর। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চস্থান লাভ করিয়া তিনি বৃত্তি উপভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু এখন আদর্শকে মূর্ত্ত করিবার আগ্রহে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।"

সংবাদটি আগাগোড়া পড়ে ভবানীবাবুর আর সন্দেহ রইল না যে এই অসিত এবং তাদের অসিত একই লোক। তার উচ্ছ্বাসের আন্তরিকতা সম্বন্ধে তাঁর যে সংশয়টুকু ধীরে ধীরে গড়ে উঠ্‌ছিল তা' এক নিমেষে দূরে চলে গেল—ছেলেটির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা গড়ে উঠ্‌ল নতুন ক'রে।

তাড়াতাড়ি তিনি মীরাকে ডেকে বল্‌লেন, মীরা মা, অসিতের খোঁজ পেয়েছি।

উৎসুক কণ্ঠে মীরা বল্‌লে, সত্যি? কোথায় বাবা?

ভবানীবাবু কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, এইখানে দেখ।

অতি আগ্রহে মীরা কাগজখানা তুলে নিয়ে ছোট্ট সংবাদটুকু এক নিশ্বাসে পড়ে ফেল্‌ল। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌লে, অসিদা' যে আমাদের কাছে চিঠি লেখেননি' কেন তার কারণ এখন বুঝ্‌তে পারছি, বাবা…

ভবানীবাবু ঘাড় নাড়্‌লেন।

মীরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল্‌তে লাগ্‌ল, যাই বলো, বাবা, অসিদা'র উপর রাগ করা যায় না কিছুতেই।…সত্যি, এ রকম ক'রে একটা আদর্শের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেবার সাহস ক'জনেরই বা হয়?

ভবানীবাবু আস্তে আস্তে বল্‌লেন, শুধু সাহস যে অসিতের আছে এমন নয়, সাহসের চেয়েও বড়ো একটা গুণ' ওর মধ্যে আচে—সেটা হচ্ছে মনের দৃঢ়তা।

মীরা ব'লে উঠ্‌লে, আচ্ছা, বাবা, অসিদা'র সাথে যদি এখন হঠাৎ একবারটি দেখা হ'ত তাহ'লে কী মজাই না হ'ত!

ভবানীবাবু হেসে বল্‌লেন, ওর সাথে যদি দেখা হয় আমাদের তাহ'লে হঠাৎই হবে, মীরা—আমার মন ত তা'ই বল্‌ছে।

সারাটি সন্ধ্যা এবং রাত মীরার মন হয়ে রইল অসিদা'র চিন্তায় ভরপুর।…নিপুণ যন্ত্রীর স্পর্শে এস্‌রাজের পর্দায় পর্দায়

যেমন ছন্দ নেচে ওঠে মীরার মনের আবেগ এবং উৎসাহও তেম্‌নি নৃত্যদোদুল হয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, অসিতের সম্বন্ধে খবরের কাগজের ঐ সংবাদটুকু দেখে।

সংবাদটুকু বারবার পড়েও তার তৃপ্তি হচ্ছিল না। অবশেষে সে কাঁচি দিয়ে সেটুকু কেটে তার একখানা খাতার পৃষ্ঠায় এঁটে রাখ্‌লে।



পরের দিন ছিল মীবার বন্ধুদেব নিমন্ত্রণের তারিখ। তার ক্ষণে ক্ষণে কেবলই মনে হচ্ছিল এসময় যদি অসিদা' থাকৃতেন তাহ'লে তাঁকে নিয়ে বন্ধুদেব সাথে কতো কিছু গল্পই না সে করৃতে পারৃত।···আর অসিদা' যখন আদর ক'রে তাকে বলৃতেন, "আমার স্নেহের বোন্‌টি··" তখন সে কত গৌরবে তাঁর আদরের ডাকটুকু উপভোগ করৃত, তখন কত নিবিড় প্রীতি এবং শ্রদ্ধায় সে তার মনের মালার সব অর্ঘ্য উজাড় ক'রে দিতে পারৃত!

মাত্র তিনজন বন্ধুকে মীরা নিমন্ত্রণ করেছিল, কারণ যাদের সাথে বিশেষ ভাব নেই তাদের এড়িয়ে চলাটাই সে পছন্দ করৃত বেশী।

ভবানীবাবু মেয়েদের দলে মিনিট দশ-পনর ছিলেন, যাতে তারা মনে না করে যে তাদের আসায় তাঁর কোন অসুবিধা হয়েছে বা তিনি বাসাছাড়া হতে বাধ্য হয়েছেন। তারপর তিনি কাজের অজুহাতে বেরিয়ে গেলেন।

ভবানীবাবু চলে যাবার পর মেয়ের দল যেন একটা বন্ধন

থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচ্‌লো। তাদের চাপা হাসির মৃদুতার জায়গায় এলো উচ্চ কলরোল, তাদের বিনয়নম্র উত্তর প্রত্যুত্তর মিলিয়ে গিয়ে সৃষ্টি হ'লো দেশবিদেশের আলোচনা-তর্ক।

সুরমা বল্‌ছিল তার দাদার বন্ধুদের কথা।...সময়ে অসময়ে তারা এসে তাকে কী রকম বিরক্ত এবং বিব্রত করে তারই কাহিনী। বল্‌তে বল্‌তে তার মুখের কোণে দুষ্টামিভরা একটুখানি হাসি ফুটে উঠ্‌ছিল।

লীলা ছিল কৌতুকপ্রিয়া। সে সুরমাকে অনেক রকম প্রশ্ন এবং ইঙ্গিত ক'রে আলোচনাটা সরস ও সাবলীল ক'রে তুল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল।

প্রশ্ন কর্‌ছিল, তুই ত তোর দাদার বন্ধুদের নিন্দায় শতমুখ হয়ে উঠেছিস্‌, কিন্তু তারা যে তাদের বন্ধু মহলে বসে তোর নিন্দা করে না তা' কেমন ক'রে জান্‌লি ?

ঠোঁট ফুলিয়ে সুরমা বল্‌লে, কবুল ত ভারী বয়েই গেল! আমি তাদের থোড়াই কেয়ার্‌ করি কি না!

হেসে লীলা বল্‌লে, তুই থোড়া কেয়ার্‌ করিস্‌ কি না জানি না, তবে তোর নিন্দার বহর থেকে মনে হচ্ছে তুই মনে মনে তাদের উপদ্রবটা উপভোগই করিস্‌ বেশী।

—তুই উকীল হতে পার্‌বি ভাই, লীলা। তোর ক্রস্‌-এগ্‌জামিনের জালায় মনের সব কিছু ভালোমন্দ বেরিয়ে যাবে!

স্বল্পভাষী রেবা চুপ ক'রে এদের কথা শুন্‌ছিল। সুরমার কাছে সে অনেককিছুই শুন্‌ত, সে প্রশ্ন ক'রে বস্‌ল,

তোর সেই বক্তৃতা-দেওয়া ডেমস্থিনিস্-এর কাহিনীটা আবার বল্ না ভাই।

মীরা উৎসুকভাবে বন্ধুদের গল্প শুন্‌ছিল। ডেমস্থিনিস্-এর উল্লেখে সে লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, সেটি আবার কে, সুরমা?

খুব গম্ভীর মুখ করে সুরমা বল্‌লে, সে ভারী মজার ছেলে একটি। আমি তার নাম রেখেছি ডেমস্থিনিস্, কারণ তার সাথে তার সাদৃশ্য আছে অনেকখানি।...বক্তৃতা দিতে পার্‌লে যেন সে বর্তে যায়, আর কাউকে কথা বল্‌বার অবসরটুকু পর্য্যন্ত সে দিতে চায় না। মাথায় তার আজগুবি যতসব খেয়াল, আর সব সময়ই তার মুখে লেগে আছে বড়ো বড়ো কথা—এটা কর্‌তে হবে, ওটার সংশোধন দরকার, আরো কত কী!

লীলা প্রশ্ন কর্‌লে, কিন্তু কাজের বেলায় বুঝি সব ফাঁকি?

—ফাঁকি শুধু নয়, তার চেয়েও এক কাঠি বাড়া।...এই সব বড়ো বড়ো কাজ কর্‌বার দোহাই দিয়ে সে যা' সব কেলেঙ্কারী কর্‌ছে তা' শুন্‌লে কানে আঙুল দিতে হয়!

কানে-আঙুল-দিতে-হয় এমন কাহিনীর উল্লেখে লীলা গভীর আগ্রহভরে প্রশ্ন কর্‌লে, সে কী রকম ভাই? খুলে বল্ না...

—সে আর বলিস্ না ভাই, ছেলেটিকে বাইরে থেকে এত সাধু ও সরল মনে হয় যে কী বল্‌ব! আমি কি ছাই সব ব্যাপারটা জান্‌তুম?...দাদার কাছে শুনেছি সব!

লীলা একটু অসহিষ্ণু হয়ে বল্‌লে, কী ব্যাপারটা খুলেই বল্ না, সুরমা…তোর উপক্রমণিকা শুনে ত' আর পেট ভর্‌বে না!

মীরা হাস্‌লে—লীলার অসহিষ্ণুতায়।

সুরমা ক্ষমা ভিক্ষার সুরে বল্‌লে, এই বল্‌ছি, ভাই।… ছেলেটি দাদার কাছে প্রায়ই আস্‌ত আর চা ধ্বংস কর্‌ত। দাদাকে তার মন্ত্রে দীক্ষিত কর্‌বার জন্যে কী চেষ্টাটাই না করেছিল! দাদাকে বল্‌ত, এ সব লেখাপড়া ছেড়ে দাও ভাই, এসো আমরা জনকয়েক মিলে আমাদের গ্রাম সব সংস্কার কর্‌তে বার হই!

লীলা একটু অবাক্ হয়ে প্রশ্ন কর্‌লে, এতে অন্যায়ের কী আছে, সুরমা?

মীরা একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, নীরবে সে—সুরমার কাহিনী শুন্‌ছিল।

—শেষটা শোন্, তারপর তুই নিজেই বিচার করিস্।…দাদা সহজে ভুল্‌বার ছেলে নয়, সে বল্‌লে, তুমি নিজেই দৃষ্টান্তটা আগে দেখাও না, ভাই।…কিছুদিন পরে দাদার বন্ধুটি একদিন এসে বল্‌লে, আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির ক'রে নিয়েছি, লেখাপড়া ছাড়্‌লুম, কলেজের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে নিয়েছি, এখন তুমি তোমার কথামত আমার সাথে এসো।…দাদা হেসে বল্‌লে, তুমি ভাই সাহসী ছেলে, তাই এ সব করেছ—আমার সাহস তোমার চেয়ে কম, আমি

যোগ দেই কী ক'রে? তখন আমাদের ডেমস্থিনিস্ তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে দাদার কাপুরুষতা নিয়ে এমন এক বক্তৃতা দিতে সুরু করল যে আমি শুদ্ধ হাসি চেপে রাখ্‌তে পারি নি! ...তারপর তার মনের ক্রোধ যখন খানিকটা কমে এলো তখন সে খুবই ড্র্যামেটিক্ ভাবে বল্‌লে, পরিমল, তোমার সাথে চিরদিনের জন্য গুড্-বাই! এটুকু করতে যার সাহসের অভাব তার সাথে সাধারণ পরিচয় রাখ্‌তেও দ্বিধা বোধ করি।...তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, আপনাকেও অনেকখানি বিরক্ত করেছি আমি, আশা করি আমায় ক্ষমা করবেন।...তার এমনধারা বিদায়ভঙ্গীতে আমিও একটুখানি আর্দ্র হয়ে উঠেছিলুম, কিন্তু এর দু'দিন পরে যা' শুন্‌লুম তাতে লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা একটুও রইল না।

—কী শুন্‌লি?—লীলা প্রশ্ন করলে।

—শুন্‌লুম, লোকটার এই সব বড়ো বড়ো ত্যাগ আর বক্তৃতা সবই ভণ্ডামি। আসলে সে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছে অন্য কারণে।...কোথাকার কোন্ এক কুচরিত্রা মেয়ের সাথে কী একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে নাকি সে ভয়ানক বিপদে পড়েছিল এবং তারপর থেকে কলেজে তার বদ্‌নামের অবধি ছিল না। সেটাকে সে ঢাক্‌বার চেষ্টা করছিল এই সব বড় বড় আদর্শবাদের বক্তৃতা দিয়ে এবং এইভাবে সে তার চারদিকে ছোটখাট একটা ভক্তের দলও জুটিয়ে নিয়েছিল। দাদাকে পাকড়াও করবার চেষ্টা করছিল কিছু টাকা খসিয়ে নেবার জন্যে,

তার নাগরীর মুখ বন্ধ করবার জন্যে টাকার খুবই প্রয়োজন ছিল কি না!

রেবা সুরমার কাহিনী শুনে নতুন ক'রে (যদিও কাহিনী তার কাছে পুরাতন) শিউরে উঠ্‌ল। প্রশ্ন করলে, তা' মুখবন্ধ করতে পেরেছে কি?

—বোধ হয় পেরেছে কোন উপায়ে, কারণ তারপর সেই ভ্রষ্টা মেয়েটার সম্বন্ধে আর কিছু শুনিনি'। লোকটা ভয়ানক চালাক—হয়ত আর কারো ঘাড় ভেঙ্গে কিছু আদায় ক'রে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে।...আমার সব চেয়ে ঘেন্না লেগে গেছে কাল খবরের কাগজে লোকটার কাহিনী পড়ে। ...খবরের কাগজওয়ালারা কী মিথ্যে কথাই না বল্‌তে পারে!

খবরের কাগজের নাম শুনে মীরা স্তব্ধ অসাড় হয়ে গিয়েছিল। লীলা প্রশ্ন করলে, খবরের কাগজেও নাম উঠেছে নাকি? এই বিখ্যাত ডেমস্থিনিস্‌টির নাম কি, সুরমা?

—অসিত হালদার। কাগজে লিখেছে...

সুরমার মুখের কথা মুখেই রইল। মীরা তীরবেগে দাঁড়িয়ে উঠে তীব্রকণ্ঠে বল্‌লে, মিথ্যে কথা!

মীরার স্বরের ঝাঁঝে সবাই অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাল। প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে মীরা বল্‌লে, অসিদা'র সম্বন্ধে তোমরা আমার সাম্‌নে এ সব যা' তা' ব'লোনা। তাঁকে আমি তোমাদের চেয়ে ভালো ক'রে জানি, তোমাদের কুটিল মনে তোমরা যতসব বাজে কথা সৃষ্টি

ক'রে বেড়াও! কোন লোকের মহত্ত্বকেই তোমরা ভালো চোখে দেখ্‌তে পার না···তোমাদের সাথে কথা বল্‌তেও আমার ঘৃণা হয়!

মীরা প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে কথাগুলো বল্‌লে। সুরমা একটু অবাক্‌ হয়ে গিয়েছিল, মীরার রাগ দেখে। রেবা আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলে, তোর দাদা হন্‌ নাকি এই লোকটি?

মীরার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আস্‌ছিল। সে কোন ক্রমে তা' রোধ ক'রে বল্‌লে, উনি আমার দাদা, বন্ধু, সবই। তোমাদের এসব কেচ্ছার একটি বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না।··· তোমরা ভয়ানক নীচমনা মেয়ে সব!

সুরমা রাগে লাল হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে, অসিত হালদার তোমার দাদা, বন্ধু, প্রিয়তম, সবই হ'তে পারে, মীরা, কিন্তু তাই ব'লে যা' সত্যি তা' আমরা গোপন ক'রে রাখ্‌তে পারি না। (তারপর একটুখানি শ্লেষের সুরে) তবে বন্ধুভাবে তোমায় এই উপদেশটি দিতে পারি—এমন 'দাদা-বন্ধু-সবই'র কাছ থেকে দূরে সরে থাক্‌তে চেষ্টা ক'রো, মীরা, নইলে তোমার দশাও একদিন হয়ত তার সেই নাগরীর মত হয়ে উঠ্‌তে পারে!

মীরা আর সহ্য করতে পারল না। রেবা আর লীলার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, আজকের দিনের মত তোমরা আমায় মাপ ক'রো ভাই, আমি একটুখানি একলা থাক্‌তে চাই এখন।

রেবা এবং লীলা অপ্রতিভ হয়ে উঠে পড়্‌ল। সুরমা অস্ফুট গুঞ্জনে বল্‌লে, বন্ধুর এই সাবধান ক'রে দেওয়াটা একদিন হয়ত মনে পড়্‌বে, মীরা…

তারা সব চলে যাবার পর মীরার অশ্রু ধারা হয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল। সে টেবিলের উপর মাথাটি রেখে অবসন্ন দেহে শুয়ে পড়্‌ল।



সন্ধ্যার পর ভবানীবাবু বাড়ী ফিরে এসে দেখেন মীরা টেবিলের উপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌ছে। অবাক হয়ে তিনি প্রশ্ন কর্‌লেন, এ সময় এ ভাবে কাঁদ্‌ছ কেন, মীরা মা?

বাবার সস্নেহ সম্ভাষণে মীরার অশ্রু আবার ধারা হয়ে বেরুল। বিষাদের ম্লানতায় ছায়াচ্ছন্ন অশ্রুকলঙ্কিত মুখখানি তুলে সে ধীরে ধীরে বল্‌লে, আমার বন্ধুদের আর আমি নেমন্তন্ন কর্‌ছি না, বাবা···তারা এখানে বসে আমায় যা' অপমান ক'রে গেছে আজ!

ভবানীবাবু কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিলেন না। এই অল্প সময়ের মধ্যে মীরার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তাকে কী ক'রে অপমান ক'রে গেল তার রহস্য ভেদ কর্‌তে তিনি পার্‌ছিলেন না। আর, অপমান কর্‌বার উদ্দেশ্যটাই বা কী? কারণই বা কী?

প্রশ্ন কর্‌লেন, কী হয়েছে সব খুলে ব'লো না, মা।

অশ্রুরোধ ক'রে মীরা সংক্ষেপে সুরমার বিবৃতিটুকু বল্‌লে।

ভবানীবাবুর মুখ মুহূর্ত্তের জন্য কঠোর হয়ে উঠ্‌ল।

তা' দেখে মীরা তাড়াতাড়ি বল্‌লে, তুমি নিশ্চয়ই এ সব বাজে কথা বিশ্বাস কর্‌ছ না, বাবা?

ভবানীবাবু হেসে ফেল্লেন। বল্লেন, কখ্খনোই না, মীরা।···লোক চিন্‌তে আমার খুব বেশী ভুল হয় না, মা। অসিতকে যদি সেই কয়দিনে চিন্‌তে পেরে না থাকি তাহ'লে আমার বুদ্ধি এবং প্রবীণতার প্রশংসা কোনদিনই করতে পারব না।···আমার দুঃখ হচ্ছে শুধু এই ভেবে যে লোকে মানুষের ভালো জিনিষটা কেন সইতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অসিত কারো ক্ষতি করেনি'। ওর একমাত্র অপরাধ ওর একগুঁয়েমি—একটা আদর্শকে মূর্ত্ত ক'রে তোল্‌বার দৃঢ়তা এবং সাহস।···কিন্তু এমনি বিচিত্র আমাদের দেশ এবং সমাজ যে কেউই একটি তরুণ যুবকের এই স্বাতন্ত্র্যটুকু সহ্য করতে পারছে না···যত সব কুশ্রী কাহিনী সৃষ্টি ক'রে তাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করছে!

মীরা বাবার সহানুভূতি পেয়ে অপমান-বেদনা অনেকটা ভুলে যাচ্ছিল।

ভবানীবাবু বলতে লাগলেন, তোমার এই বন্ধুদের আমি খুব বেশী দোষ দিচ্ছি না, তারা ছেলেমানুষ—একটা সেন্‌সেশন্ পেলে মেতে ওঠা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক।···কিন্তু যাঁরা এসব কুৎসা প্রচার করছেন সেই বড়দের কথা ভেবে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

মীরা ধীরে ধীরে বল্‌লে, যাক্‌গে বাবা, ওঁরা নিজেদের অপমান করছেন নিজেরাই, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।··· তবে তোমায় কিন্তু একটি কাজ করতে হবে তা' ব'লে রাখ্‌ছি।

—কী মা ?

—অসিদা'কে যেমন করেই হোক খুঁজে বার করে আমাদের এখানে ডেকে নিয়ে আস্‌তে হবে। তারপর আমি অসিদা'র নিজের মুখে সব কথা শুনব। লোকে আমার অসিদা'র নামে কেন এসব বাজে কথা বল্‌বে তা দেখে নেব। অসিদা'র কানে আমি বিদ্রোহের মন্ত্র ঢুকিয়ে দেব, তাঁকে বল্‌ব তিনি যেন এসব দুষ্টলোকের কুৎসার উপযুক্ত জবাব দেন !

বল্‌তে বল্‌তে উচ্ছ্বাসে মীরা হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল।

ভবানীবাবু সস্নেহদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, অসিত এসব ছোটখাট বিপ্লবের অনেক উপরে, মীরা···সে যদি তুচ্ছ এসব নিন্দা অপমান নিয়ে মাথা ঘামাত তাহ'লে তার ব্রতে সে কখনই এতখানি মনোযোগ দিতে পারত না।

বাবার কথা মীরা বুঝ্‌ল, তবু না-বুঝ্‌বার ভাণ ক'রে বল্‌লে, না, বাবা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস অসিদা' এসব কিছুই জানেন না। আমি তাঁকে সব জানিয়ে দেব এবং শিখিয়ে দেব কী ক'রে এসব ছোটমনের লোকদের সাথে ব্যবহার করতে হয়।

ভবানীবাবু একটু হাস্‌লেন।

মীরা তার কথার শেষ করল এই ব'লে, সুরমার কাছ থেকে আমি খোঁজ নিয়ে আস্‌ব, বাবা, অসিদা' কোন্ কলেজে পড়্‌তেন—তাহ'লে তাঁকে খুঁজে বার করা কঠিন হবে না।

পরদিন স্কুলে গিয়ে মীরা দেখ্‌লে আগের দিনের চায়ের নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা নানা শাখায় ,পল্লবিত হয়ে মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। মীরা আস্‌তেই সব মেয়েরা তাকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধর্‌ল।

একজন সুধাল, কাল সুরমার সাথে তোমার নাকি মস্ত বড় একটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়ে গেছে মীরা ?

আর একজন টিপ্পনি কাট্‌ল, কুরুক্ষেত্র বল্‌বেন না, তপতীদি', লঙ্কাকাণ্ড বলুন !

প্রথমা বল্‌ল, আচ্ছা, আচ্ছা, লঙ্কাকাণ্ডই না হয় হ'লো, কিন্তু আসল ব্যাপার কী, মীরা ?

তৃতীয় একজন প্রশ্ন কর্‌ল, এ লঙ্কাকাণ্ডের নায়কটি কে ?

দ্বিতীয়া উচ্চহাসির লহর তুলে বল্‌ল, নায়কটি আর কেউ নন্‌, তিনি হচ্ছেন শ্রীঅসিত হালদার স্বয়ং ! নাম শুনিস্‌নি ?

চারদিক থেকে এরকম প্রশ্ন এবং বিদ্রূপের আক্রমণে মীরা বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। সে আর সহ্য কর্‌তে না পেরে কেঁদে ফেল্‌লে।

প্রথমা দলের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো। স্কুল থেকে কয়েক বছর আগে পাশ ক'রে সেখানেই এখন শিক্ষকতা কর্‌ছে। মীরার সাথে পূর্ব্ব থেকেই তার বেশ ভাব ছিল। তারই প্রশ্নের ফলে এ রকম হ'লো দেখে সে ভয়ানক ভাবে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মীরার পাশে এসে ধীরে ধীরে বল্‌লে,

আমায় মাপ ক'রো, মীরা, তোমাকে ব্যথা দেবার উদ্দেশ্যে আমি প্রশ্ন করিনি'।

মীরা কিছু বল্‌ল না, নিঃশব্দে চোখ মুছ্‌ল।

প্রথমা (তার নাম তপতী) আবার বল্‌ল, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, ভাই, তুমি আমার সাথে এসো, আমি তোমাকে আর বিরক্ত করব না। ব'লে সে মীরাকে একরকম টেনে অন্যদিকে নিয়ে গেল।

খানিক পরে অশ্রুকলঙ্কিত মুখখানা ধুয়ে মীরা যখন একটু শান্ত হয়ে বস্‌ল তখন তপতী খুব লজ্জিতভাবে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

তার অনুতপ্ত চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে মীরা নিজেই লজ্জাবোধ করছিল। আস্তে আস্তে বল্‌লে, তোমার কোনও দোষ নেই, তপতীদি', আমি তোমার উপর একটুও রাগ করিনি'।

গভীর সহানুভূতিতে তপতী মীরার হাতখানি চেপে ধর্‌ল।

মীরা বল্‌লে, আমার মন বল্‌ছে তোমায় আমি বিশ্বাস করতে পারি। আমি তোমায় সব কথা খুলে বল্‌ছি।

—কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নেই, মীরা। যদি বল্‌তে কোন সঙ্কোচ থাকে তাহ'লে একটি কথাও ব'লো না, তোমার নীরবতাটুকু আমি মোটেই খারাপ ভাবে নেব না।

এই বলা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়াতে মীরা গভীর আরাম অনুভব করল। তারপর কী ভেবে বল্‌লে, তোমায় আমি বিশ্বাস করতে পারি ত তপতীদি ?

—নিশ্চয়ই।

—তুমি আমার কাহিনীর খারাপ অর্থ করবে না ?

—মোটেই না, মীরা···কিন্তু তোমায় আবার বলছি, যদি একটুও সঙ্কোচ থাকে তাহ'লে ব'লো না।

মীরা হাসল। বললে, সঙ্কোচ করবার কিছুই নেই এর মধ্যে তপতীদি'।···বিশ্বের সব নিন্দুক মিলে সাধারণ এবং সরল একটা সম্বন্ধকে ক'রে তুলবার চেষ্টা করছে কুটিল এবং বক্র। তাই আমার দুঃখ হচ্ছে একটু।

ধীরে ধীরে সে অসিতের কাহিনী বললে। অসিদা'র অতুলনীয় আদর্শনিষ্ঠা, তাঁর সরলতা, তাঁর ছেলেমানুষীর কথা বলতে বলতে মীরার চোখ আনন্দে গৌরবে জলে উঠছিল।

তপতী প্রশ্ন করল, এর আগে এঁর সাথে তোমাদের জানাশুনো একেবারেই ছিল না ?

—আমি অসিদা'কে চিনতুম না, কিন্তু বাবা নাকি ছেলেবেলায় তাঁকে দেখেছিলেন।

—তোমার কাছে আর কোন চিঠিই লেখেননি, সেই একটি চিঠির পর ?

—না।

—তুমি লিখলেও ত পারতে, মীরা !

—সে পথ কি আর অসিদা' রেখেছিলেন ? চিঠিতে না ছিল ঠিকানা, না ছিল অন্ত কোন নির্দ্দেশ যা' দিয়ে তাঁর খোঁজ ভবিষ্যতে পেতে পারি।

—হুঁ।

—তারপর কাল তাঁর সম্বন্ধে খবর-অখবর সবই এলো স্তূপীকৃত হয়ে। প্রথমে বাবার চোখে পড়েছিল কাগজের সেই ছোট্ট সংবাদটুকু। তারপর আমার বন্ধুরা বাকী সব ফাঁক পূর্ণ করে দিলেন তাদের সদাশয় গল্পপ্রিয়তার সহায়তায়।

মীরার স্বরে তীব্র শ্লেষ।

তপতী মীরার হাতটি জোরে চেপে ধরে বল্‌লে, তুই ওদের কথায় কান দিস্‌নে, মীরা, ওদের তৃপ্তি হয় শুধু পরের সম্বন্ধে যা' তা' ব'লে।

ব'লেই সে লজ্জায় মাথা নত কর্‌লে। সেই ত' ছিল এই প্রশ্ন-বাহিনীর নেত্রী। মীরা ত তাকেও এই দলের মধ্যে অনায়াসেই ফেল্‌তে পারে, এবং তাহ'লে যে সে বিশেষ অন্যায় করবে তা'ও তপতী বল্‌তে পারে না।

মীরা তপতীর লজ্জার কারণটুকু বুঝ্‌ল। বল্‌লে, তুমি মনের মধ্যে কোনরকম কুণ্ঠা রেখো না, তপতীদি'। তোমার প্রশ্নের উৎস যে নিছক কৌতূহলে তা' আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। আমাকে নিয়ে বিদ্রূপ কর্‌বার উদ্দেশ্য ত' তোমার ছিল না!

তপতী বল্‌লে, অসিতবাবুর কোন খোঁজখবর পাবার সম্ভাবনা নেই তাহ'লে?

—সে কথাই ত ভাব্‌ছি, তপতীদি'।...অসিদা'কে ডেকে অনেক কথা বল্‌বার ইচ্ছা হয় এক-একবার, কিন্তু কোথায় যে তিনি আছেন তার খোঁজ পাবার যোটুকু পর্য্যন্ত নেই।

—কল্‌কাতায়ই না তিনি পড়্‌তেন তুই বল্‌লি?

—ঐ পর্য্যন্তই যে জানি। কোথায়, কোন্ কলেজে, কিছুই জানি না।...তবে সুরমা হয়ত জানে, তার দাদার কাছে অসিদা' নাকি খুব আস্‌তেন। কিন্তু ওর সাথে একটি কথা বল্‌তেও আমি ঘৃণা বোধ কর্‌ব এখন!

তপতী খানিকক্ষণ ভাব্‌ল। তারপর বল্‌লে, তুই ভাবিস্‌নে, মীরা। সুরমা আমায় সন্দেহ কর্‌বে না, আমি খুব কৌশলে ওর কাছ থেকে খবরটা জেনে নেব।...ওর যা' বুদ্ধি তাতে ও কিছুই ধর্‌তে পার্‌বে না।

খুব কৃতজ্ঞতার চোখে মীরা তপতীর দিকে তাকাল।

মীরার কাছে বিদায় নিয়ে তপতী যখন সুকুমার-খোঁজে গেল তখন সারাটা পথ সে চিন্তান্বিত হয়ে রইল। বয়সে সে ছিল মীরার চেয়ে অনেক বড়ো, তাই মানুষের অনুভূতি-অনুবেদনার বৈচিত্র্য এবং রহস্য সে বুঝ্‌তে পার্‌ত বেশ। মীরা যে তার মনকে ঠিক বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌তে পার্‌ছে না এবং অসিতের সাথে মীরার সম্পর্কটি যে দাদাত্বর বাইরে চলে যাচ্ছে এ সংশয়টুকু তার মনে জেগে উঠ্‌ছিল। অবশ্য এ সম্বন্ধে স্থির একটা সিদ্ধান্তে আস্‌বার মত কোনও কারণ সে দেখতে পায়নি'—তবু ক্ষণেক্ষণেই তার মনে হচ্ছিল মীরা যেন তার বিকাশোন্মুখ অনুরক্তিকে না বুঝ্‌তে পেরে আপনার

অজ্ঞাতে একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে মাত্র।···অচিরেই সে পাথর যে ভেসে যাবে এ ভয় তার মন থেকে সে কিছুতেই দূর করতে পারছিল না।

তবু, এ সম্বন্ধে আর বেশী কোন প্রশ্ন না করাটাই সে সঙ্গত মনে করল।···পাথর যদি ভেসে যাবার হয়েই থাকে তবে তা' ত কেউ রোধ করতে পারবে না—অথচ আগে থেকে তা' নিয়ে নাড়াচাড়া করলে স্রোত নানা ধারায় প্রবাহিত হবার সম্ভাবনাই বেশী।

সুরমার কাছ থেকে অসিতের কলেজের নামটুকু জেনে নিতে তার দেরী হ'ল না। প্রথমে সুরমা তার দিকে একটু সন্দেহপূর্ণ চোখে তাকিয়েছিল, কিন্তু বুদ্ধিমতী তপতী কথাটা তুলেছিল এমন সহজ ও অনাড়ম্বরভাবে যে সুরমার সন্দেহ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি'।



স্কুল থেকে মীরা যখন অসিতের কলেজের নাম জেনে বাড়ী ফির্‌ল তখন তার মন আনন্দে ভরপূর এই ভেবে যে অবশেষে অসিদা'র খোঁজ নেবার একটা কেন্দ্র পাওয়া গেল। বাবাকে এটা জানিয়ে ভয়ানক ভাবে আশ্চর্য্যান্বিত ক'রে দেবে এই কল্পনার জাল বুন্‌তে বুন্‌তে সে সারাটা পথ আস্‌ছিল।

কিন্তু যা' সে স্বপ্নেও আশা করেনি' তাই দেখে সে ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।...তার মনগড়া প্রতিমা যেন মূর্ত্ত হয়ে এসে দাঁড়াল তার সম্মুখে।

সাম্‌নের ঘরে বসে অসিত আর ভবানীবাবু।

মীরার বিহ্বলতা কেটে গেল পলকের মধ্যে—তার আবেগের রুদ্ধ দ্বার গেল খুলে। প্রায় একপ্রকার ঝাঁপিয়ে-পড়া চঞ্চল ক্ষিপ্রতায় সে অসিতের কাছে এসে বল্‌লে, অসিদা'!

তার মুখ দিয়ে অন্য কথা বার হচ্ছিল না। আনন্দের আকস্মিকতায় তার বাক্‌শক্তি হয়ে গিয়েছিল জড়।

অসিত হেসে কী যেন বল্‌তে যাচ্ছিল, ভবানীবাবু বাধা দিয়ে বল্‌লেন, কী অদ্ভুতভাবে অসিতের আজ দেখা পেয়েছি শুন্‌লে তুমি অবাক্ হয়ে যাবে মীরা।

মীরা বল্‌লে, সে পরে হবে, বাবা, এখন অসিদা'র সাথে আমার ঝগড়ার পালা।

অসিত এবার কথা বল্‌লে, কিন্তু এ তোমার অন্যায়, মীরা! কোথায় এতদিন পর আসায় দাদাকে একটু অভ্যর্থনা কর্‌বে, একটা কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌বে, না এখনই সুরু কর্‌তে চাও ঝগড়া?

অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে মীরা জবাব দিলে, আপনাকে ঝগড়া দিয়ে অভ্যর্থনা কর্‌লেই উচিত অভ্যর্থনা হয়, অসিদা'!

অসিত তার রাগ-অভিমান উপভোগ ক'রে হো হো ক'রে হেসে উঠল।

মীরা বল্‌লে, হাসুন আর যাই করুন, অসিদা', আপনার কাছ থেকে ক্ষমাভিক্ষা আমরা খুবই দাবী কর্‌তে পারি!

অসিত ভবানীবাবুর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, মীরা দেখ্‌ছি এই এক বছরের মধ্যে মস্ত বড় তার্কিক হয়ে উঠেছে—আমাকেও ছাড়িয়ে যাবে যে!

মীরা এবার সত্য সত্যই রাগ কর্‌ল। বল্‌লে, দেখুন অসিদা,' আপনি আবার আমায় ঠাট্টা কর্‌লে সত্যিই ঝগড়া সুরু ক'রে দেব তা' ব'লে রাখ্‌ছি কিন্তু…।

ভবানীবাবু মাঝপথে বাধা দিয়ে বল্‌লেন, তোমরা সত্যিই যে ঝগড়া সুরু ক'রে দিলে মীরা-অসিত! আগে আমার কথাটি শোন—কী ক'রে আজ এই পালিয়ে-যাওয়া ছোকরাকে ধরে আন্‌লুম!

মীরা বল্‌লে, বেশ তোমার কথাই আগে হোক্, বাবা!

—রোদটা পড়ে আস্‌তেই আমি বেরিয়েছিলুম এ মাসের একখানা কাগজ কিন্‌তে। খানিক দূর গিয়ে দেখি মস্ত বড় এক জটলা। বুড়ো মানুষ, লোকজনের ভীড় দেখ্‌লেই দূরে সরে যেতে চাই···আমিও তাই ভীড় এড়িয়ে অপর দিকের ফুটপাতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় যেন পরিচিত গলা শুন্‌লুম। অসিতের কথা ত বছরখানেক শুনিনি', তাই প্রথমে ঠাহর কর্‌তে পার্‌ছিলুম না। তবু ফিরে গেলুম। দেখি, ভুল হয়নি'।··· শ্রীমান্ খুব গম্ভীরভাবে কতকগুলো বই বিতরণ কর্‌ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাট বক্তৃতা দিচ্ছেন।···সেই সব মামুলী কথা ···দেশের কাজ, পল্লীসংস্কার, আরো কত কী ছাইভস্ম!

অসিত হাসিমুখে অথচ প্রতিবাদের সুরে বল্‌লে, ছাইভস্ম বল্‌বেন না আপনি···ওর উপরে নির্ভর কর্‌ছে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ, আমাদের শিক্ষিত বাঙালীদের অন্নসমস্যার প্রতীকার···।

—হ্যাঃ, তোমার যত সব বড়ো বড়ো কথা!···তারপর হ'লো এক মজা। শ্রীমান্ ত আমায় দেখ্‌তেই পান্‌নি', অথবা দেখ্‌লেও চিন্‌তে পারেন্ নি'! আমাকে দেখে হয়ত ভাব্‌লেন আমিও ওঁর অন্ধভক্তদের দলের একজন বা হ'ব, তাই গভীর উৎসাহে আমার হাতে দিলেন গুঁজে ওঁর একখানা লক্ষ্মীছাড়া বই!··· আমি বল্‌লুম, অসিত, রোদে তেতে পুড়ে অনেক কষ্ট পাচ্ছ, এসো একটুখানি চা' খাবে।···শ্রীমান্ তখন এমনভাবে আমার

দিকে তাকালেন যে আমি ভাব্লুম বুঝিবা আমি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্যে পরিণতি লাভ করেছি!

ভবানীবাবুর বল্বার ভঙ্গীতে মীরা খিল্খিল্ ক'রে হেসে উঠ্ল।

অসিত বল্লে, আমারই বা দোষ কি, বলুন? কম দিনের কথা ত নয়!...পলাশপুর থেকে যে আপনি হঠাৎ উড়ে শ্যামবাজারের মোড়ে আস্বেন, তা'ও আবার "অক্লান্তকর্ম্মী" অসিত হালদারের কাছ থেকে বই নেবার জন্যে, তা কী ক'রে বুঝ্ব?

ভবানীবাবু বল্লেন, অবশ্য তোমার বিহ্বলভাবটা কাট্তে বেশী দেরী হয়নি!...(তারপর মীরার দিকে তাকিয়ে) অসিত তখন আমায় প্রশ্ন কর্লে, কাকাবাবু, না?...আমি ঘাড় নাড়্লুম। তখন নিজের ধর্ম্ম, নীতি, প্রিন্‌সিপ্‌ল্ সব ভুলে সেই একরাশ লোকের মাঝে শশব্যস্তে আমাকে একটা প্রণাম ক'রে ফেল্ল!

হেসে অসিত জবাব দিলে, প্রিন্‌সিপ্‌ল্টা যে মান্‌ছি দেখাবার জন্যে মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করি, কাকাবাবু। আপনি মোটেই ভাব্বেন না যে প্রণামটা করেছিলাম আপনাকে, ওটা হচ্ছে আমার ব্যতিক্রমকে।

ভবানীবাবু বল্লেন, যাক্ সে নিয়ে এখন তর্কযুদ্ধ আর কর্ব না।...তোমার আস্বার অপেক্ষায় আমরা বসে আছি, মীরা মা, এবার একটু চা তৈরী করে নিয়ে এসো দেখি—ছোক্‌রা সঞ্জীবনীসুধা পান ক'রে একটু তাজা হয়ে উঠুক।

—আপনারা বুঝি এখনও চা' খাননি ?…ব'লে মীরা তাড়াতাড়ি চা তৈরী করতে গেল।

চা' নিয়ে এসে মীরা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বললে, এবার কিন্তু আপনার সব গল্প বলতে হ'বে, অসিদা'…

অসিত শশব্যস্তে ব'লে উঠল, তোমার কি গল্প শুনবার বাতিক এখনও যায়নি', মীরা ?…(তারপর ভবানীবাবুর দিকে তাকিয়ে) দেখছি মীরা ঠিক আগেরই মতো ছেলেমানুষ আছে!

ভবানীবাবু একটু হাসলেন। মীরা বললে, আমার বয়সের বিচার পরে করবেন অসিদা', আগে বলুন একটি বছর ধরে কী সব করেছেন ?

যেন ভয়ানক ভয় পেয়েছে এমনি এক ভঙ্গীতে অসিত বললে, বাপরে!…সারা বছরের কাহিনী যদি এক নিঃশ্বাসে বলতে হয় তাহ'লে আমি দম আটকে মারা যাবো যে!

মীরা এবার অনুনয়ের স্বরে বললে, না অসিদা', লক্ষ্মীটি আর আমাকে দিয়ে অনুরোধ করাবেন না, দয়া ক'রে বলতে সুরু করুন।

—সব ত মনে নেই, মীরা—তবে সংক্ষেপে বলছি। পলাশপুর থেকে যাবার পর তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলুম তা' নিশ্চয়ই পেয়েছিলে, নয় কি ?

—হ্যাঁ।

—দেখ্‌ছি ঠিকানা লিখ্‌তে আমার ভুল হয় না! (অসিতের এই মন্তব্যে মীরা ও ভবানীবাবু উভয়ের মুখেই হাসির রেখা ফুট্‌ল)...তারপর থেকে বল্‌ছি। প্রথমে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালুম, বাংলা দেশের অনেকগুলো জেলার অবস্থার সাথে পরিচিত হ'লুম, মনে মনে একটা প্ল্যান্‌ও তৈরী ক'রে ফেল্‌লুম। তারপর কলেজ খোলার সময় হয়ে এলো, তখন কল্‌কাতায় ফিরে এলুম।

—আপনার বন্ধু?

—সেও ফিরে এলো, আমার সাথে। আমার সাথে যে সে শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে আছে এই আশার কথা!...হ্যাঁ, যা' বল্‌ছিলুম, কল্‌কাতায় এসে দেখ্‌লুম কলেজের পড়া আর এই খামখেয়ালী কাজ দুটো একসঙ্গে চলে না। ক্লাশে প্রোফেসার কর্‌তেন রাসায়নিক এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্‌, আর আমার মন চল্‌ত কচুরীপানা সব চেয়ে সহজ কোন্‌ প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করা যায় এই চিন্তায়। ফল হ'লো এই যে একদিন হঠাৎ মনের কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে বস্‌লুম যে লেখাপড়ায় ইস্তফা দেব।

—বাঃ, চমৎকার, অসিদা'!...তারপর?

—ঠাট্টা করছ মীরা, কিন্তু সত্যি বল্‌ছি কলেজ থেকে নাম কেটে দিয়েছে।...এর মধ্যে ভারী মজার এক ব্যাপার হয়ে গেল। আমার এক বন্ধু ছিল, ভয়ানক বড়লোক সে— তাকে বল্‌লুম, ওহে তোমার ত টাকা আছে যথেষ্ট, কিছু

আমাদের কাজে দাও না! উত্তরে সে বল্‌লে যে সে নিজেই আমার সাথে কাজে নাম্‌বে—তার হাতের মাংসপেশীর সাহায্য দিতে। ভাব্‌লুম, বাঁধাপথের বাইরের শক্তি বুঝি তাকেও টান্‌ছে। কয়েকদিন তার পেছনে পেছনে ঘুর্‌লুম—কিন্তু বন্ধু অবশেষে হ'য়ে গেল বিপরীত। বল্‌লে, অনেক কারণে কলেজের মায়া কাটানো সম্ভব নয়, তবে টাকা দিয়ে সাহায্য কর্‌তে পারি। বল্‌লুম, বেশ, তাই দাও।··· তখন সে পকেট থেকে বার ক'রে দিল দুটি টাকা...যে ছেলে সীনেমায় প্রতি হপ্তায় চার-পাঁচ টাকা খরচ করে তার কাছ থেকে এই কাঙালীবিদায় গোছের দান পেয়ে আমার মাথা গেল বিগ্‌ড়ে—ওকে খুব কড়া কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিলুম। তার ফল হ'লো এই যে তার সাথে চিরজীবনের জন্যে গড়ে উঠ্‌ল শস্যশূন্য ধূসরবর্ণ মাঠের ব্যবধান।···অবশেষে আমরা জন তিন-চারেক ছাত্র মিলে চলে গেলুম হুগলী জেলায়, আমাদের এতদিনকার শেখা এবং দেখা অভিজ্ঞতা-অনুভূতিকে কাজে রূপান্তরিত কর্‌তে।···সেখান থেকে কল্‌কাতায় মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করি। এবারও কাজ উপলক্ষে এখানে এসেছিলুম।

—যে বন্ধুর সাথে আপনার ঝগড়া হ'লো তার নাম কি অসিদা'?

—রবি মৈত্র।···কেন, তুমি চেন নাকি?

—না।···তার কোন বোন্ আছে?

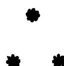
—হ্যাঁ, আছে বৈ কি। রসো, নামটা মনে আস্‌ছে না— হ্যাঁ—সুরমা দেবী।

—ও আমাদের স্কুলেই পড়ে, ওর কাছে আপনার কথা কিছু কিছু শুনেছি।

অসিত একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লে, আমার খবর দেখ্‌ছি তোমরা অনেক জায়গা থেকেই পাচ্ছ! আর আমি বেচারী তোমাদের খবর মোটেই পাই না!

মীরা যেন একটুখানি খোঁচা দিয়েই বল্‌লে, স্নেহ আর প্রীতি থাক্‌লে খোঁজ নিতে দেরী হয় না, অসিদা'।...আসলে ঐ দুটো জিনিষেরই অভাব সব চেয়ে বেশী যে!

মীরার এই অতর্কিত আঘাতে অসিত একটু চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু কিছু বল্‌লে না।



ভবানীবাবু ও মীরার অনুরোধে অসিত দুটো দিন তাঁদের বাসায় জিরুতে রাজী হ'লো। বল্‌লে, এখান থেকে কিছু এনার্জি নিয়ে যাই, আবার ত মাঠে মাঠে সেটা খরচ কর্‌তে হবে!

সেদিন রাত্রিটা গল্প গুজবেই কাট্‌ল, কিন্তু মীরা তার অসিদা'কে যে সব কথা বল্‌বে ভেবেছিল তা' বলা হ'লো না। বাবার সাম্‌নে ওসব প্রশ্ন কর্‌তে তার সত্যিই কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেক্‌ছিল।

পরের দিন সে স্কুলে গেল না। বাবাকে বল্‌লে, অসিদা' ত আজকালের মধ্যেই চলে যাবেন, বাবা, আমি একদিন স্কুল কামাই কর্‌লে কোন ক্ষতি হ'বে না—অসিদা'র সাথে একটু গল্প কর্‌ব আজ।

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর ভবানীবাবু তাঁর নিত্য অভ্যাসমত একটা খবরের কাগজ নিয়ে বস্‌লেন, আর মীরা এই সুযোগে গেল অসিতের ঘরে, তাকে গুটিকয়েক প্রশ্ন কর্‌তে।

কোন ভূমিকা না ক'রে সে বল্‌লে, আপনাকে গুটিকয়েক উপদেশ দিব, কিছু মনে কর্‌বেন না ত?

মীরার কথার ভঙ্গীতে অসিত একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে শুধু তাকিয়ে রইল।

মীরা বল্‌তে লাগল, আপনি যে রকম খেয়ালী, অসিদা', আপনাকে উপদেশ দিয়ে কোন যে লাভ হবে তা' মনে হয় না, তবু কিছু না বলেও পার্‌ছি না···

এবার অসিত হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল—মীরার মুরুব্বিয়ানার স্বরটুকু তার কাছে ভারী কৌতুকপ্রদ মনে হচ্ছিল।

মীরা একটুখানি তর্জ্জন ক'রে বল্‌লে, হাসি রাখুন, অসিদা'। সোজাসুজি আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, আপনি ত আপনার পল্লী-উদ্ধার নিয়ে মেতে আছেন, এদিকে কল্‌কাতার পল্লীতে পল্লীতে আপনার নামে কী যে সব রটনা হচ্ছে তার খবর রাখেন?

যেন নতুন কিছু শুন্‌ছে না এমনি ভঙ্গীতে অসিত বল্‌লে, ওঃ—এই!

মীরা রাগ কর্‌ল। বল্‌লে, আপনি বুঝি সবই জানেন?

—সব জানি এমন কথা বল্‌তে পারি না, তবে ব্যাপার হচ্ছে এই যে যারা বড়ো হয়েছে বা হ'তে চলেছে তাদের এরকম অনেক কিছুই বর্‌দাস্ত কর্‌তে হয়!

তার কথার মধ্যে উপহাসের স্বর।

মীরা আরও রেগে উঠ্‌ল। বল্‌লে, আপনি হেসে উড়িয়ে

দিতে পারেন, অসিদা', কিন্তু এসব শুন্‌লে আমাদের প্রাণে একটু লাগে।

এবার অসিত একটু গম্ভীর হ'য়ে বল্‌ল, ঐখানেই ত তোমাদের অবুঝ মনের পরিচয় দাও, মীরা। যদি জানো যে আমার সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বল্‌ছে তাহ'লে তা' নির্ব্বিবাদে উপেক্ষা করাই যে উচিত—তা' নিয়ে মাথা ঘামানো বা মন খারাপ করা যে দুর্ব্বলতার চূড়ান্ত!

লজিক অকাট্য না হ'লেও ভুল নয়। মীরা একটু অপ্রতিভ হয়ে চুপ ক'রে রইল।...সে কী ক'রে বোঝাবে যে হৃদয়ের সুধাপাত্র উপুড় ক'রে দেওয়া যে ভালোবাসা তার মোহ প্রমাণ বা যুক্তির শক্তিতে কাটে না? তাই যাঁকে ঘিরে রয়েছে তার স্নেহ, তাঁর লাঞ্ছনা বা অপমান তার কাছে নির্ব্যৈক্তিক নয়, সে যে একান্তই তার নিজের।

অসিত যে মীরার মনের গতি একেবারেই বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না এমন নয়। কিন্তু সে ব্যবহার কর্‌ছিল যেন সে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছে না।

প্রশ্ন কর্‌লে, আমার সম্বন্ধে কী শুনেছ একটু ব'লো না, মীরা?

কী শুনেছে তা' বল্‌তে গিয়ে মীরার চোখ মুখ কান সরমে রাঙা হয়ে উঠল। ভালোমন্দ'র নিত্যতত্ত্ব তার জ্ঞানের পরিমণ্ডলের বাইরে—তবু সে এটুকু বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছিল যে অসিদা'র নামে যে অপবাদটি শুনেছে তাকে কেউ কোনদিক থেকেই ভালো বল্‌তে পার্‌বে না।

অসিত আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে, বল্‌তে লজ্জার কোন কারণ আছে কি ?

এবার একটু অস্ফুটকণ্ঠে মীরা বল্‌লে, আপনি নাকি কোন্ বাজে মেয়ের সাথে কী করেছেন !

অসিতের একবার ইচ্ছা হচ্ছিল আগের মত মনখোলা হাসি হেসে ওঠে। কিন্তু তাহ'লে মীরার স্নেহপ্রবণতার প্রতি অন্যায় করা হবে এই ভেবে সে নিজেকে রোধ কর্‌ল।

বল্‌লে, বুঝ্‌তে পেরেছি।...কী হয়েছিল তা' সঠিক কিছু শুনেছ কি ?

মীরা ঘাড় নেড়ে জানালে যে সঠিক কিছু সে শোনেনি'।

—তোমার কিছু মনে হয়েছিল কি ? বিশ্বাস হয়েছিল কি ?

মীরা এবার একটু তেজের সহিত ব'লে উঠ্‌ল, আপনি আমায় কী মনে করেন, অসিদা' ? যে যা বল্‌বে আপনার সম্বন্ধে তা'ই আমি বিশ্বাস কর্‌ব ?

লজ্জিত হয়ে অসিত বল্‌লে, না, সেজন্যে নয়, জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলুম শুধু অম্‌নি।

মীরা বল্‌লে, আপনাকে আমরা একটু আধটু চিনেছি বই কি, এতদিনে—আপনাকে দিয়ে কী সম্ভব কী অসম্ভব তা'ত জান্‌তে আমাদের বাকী নেই।...আমি প্রশ্ন কর্‌ছিলুম এই জন্যে যে লোকের সম্বন্ধে আপনি একটু সাবধান হোন্।

—সাবধান হয়ে কোন লাভ নেই, মীরা। যাদের অভ্যাস এবং আনন্দ পরের নিন্দায় তাদের থামানো যায় শুধু নীরব

উপেক্ষায়। এর চেয়ে ভালো আর কোন পথই নেই।... তবে উপস্থিত যে কাহিনীটির সম্বন্ধে শুনেছ তা' একেবারে মিথ্যে বল্‌লে আমার নিন্দুকদের প্রতি অবিচার করা হবে।

মীরা শঙ্কিতচোখে অসিতের দিকে তাকাল।

অসিত হাস্‌ল। বল্‌লে, ঘটনাটা খুলেই বল্‌ছি।...আমি যখন পলাশপুর থেকে চলে এলুম বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুর্‌বার উদ্দেশ্যে তখন খুবই অসম্ভাবিতরূপে ঘটনাটা ঘট্‌ল।...এক গ্রামে গিয়ে শুন্‌লুম সেখানে ভয়ানক হুলুস্থুল এক ব্যাপার। সেখানকার পরমা সুন্দরী একটি মেয়ে না্‌কি কোন্ এক ছেলের সাথে পালিয়ে গেছে, আর বাড়ীতে তার বাপমা লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে নীরবে অশ্রুপাত কর্‌ছে। আমি ও আমার বন্ধু (সেই কেতুনগঞ্জের বন্ধু—যার উপর তুমি ভয়ানক চটেছিলে) সব ঘটনাটা শুন্‌লুম এবং আমাদের মনে হ'লো যে আসলে মেয়েটি পালিয়ে যায়নি', তাকে একরকম জোর ক'রে কয়েকজন ছেলে গ্রাম থেকে বার ক'রে নিয়ে গেছে...

মীরার মুখ লজ্জারুণ হয়ে উঠ্‌ছিল, অসিতের কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে।

—আমরা তখন বার হ'লুম তার খোঁজ কর্‌তে। তাকে পেলুম দু'তিন গ্রাম পরে একটি ছোকরাদের আড্ডায়।...মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী, ছেলেরা যে তার চারদিকে ঘির্‌বে তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। কিন্তু আসল ব্যাপারটি টের পেলুম পরে।...মেয়েটি একটি ছেলেকে ভালোবাস্‌তে সুরু করেছিল

এবং প্রথম ভালোবাসার উচ্ছ্বাসে তার কাছে গোটা দুই-তিন চিঠি লিখেছিল যার অর্থ করা যেতে পারে একটু অসাধারণ। তখন তার সেই প্রণয়ী (ঠিক হ'লোনা, কিন্তু অন্য নামের অভাবে "প্রণয়ী"ই বল্‌তে হচ্ছে) তাকে ভয় দেখাতে সুরু করলে যে যদি তার সাথে চলে না আসে তাহ'লে সব চিঠি সে সারা গ্রামে রাষ্ট্র ক'রে দেবে। একটা অবিবেচনার কাজ ক'রে ফেলে মেয়েটি ভয়ে প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছিল, তাই ছেলেটি যখন বল্‌লে যে সে একটি সর্ত্তে চিঠিগুলো ফিরিয়ে দিতে পারে এবং সে হচ্ছে যে মেয়েটি নিজে একা তার বাড়ীতে গিয়ে চিঠিগুলো নিয়ে আস্‌বে, তখন অনন্যোপায় হয়ে মেয়েটি তা'তে রাজী হয়েছিল।...তারপর যা হবার তা'ই হ'লো। ছেলেটি তাকে নিজের বাড়ীতে না এনে ফুস্‌লিয়ে নিয়ে এলো তার ইয়ার-বন্ধুদের আড্ডায়, পাশের এক গ্রামে। সেখানে তাকে বন্দিনী হয়ে থাকৃতে হয়েছিল দু'দিন—তারপর আমরা এসে তাকে উদ্ধার করি।

মীরা একমনে অসিতের কাহিনী শুন্‌ছিল। তার মুখ কিন্তু তখনও লজ্জাবনত।

—কিন্তু প্রথম যৌবনের সেই মরীচিকাই হ'লো তার কাল। অর্থাৎ, তার বাবা-মা তাকে ঘরে নিলেন না।... তাঁরা নিতে হয়ত বা রাজী ছিলেন, কিন্তু আমাদের সোনার বাংলার সোনার সমাজ তার সমস্ত শক্তিকে সংহত

ক'রে বল্‌লে, যে স্বেচ্ছায় ভ্রষ্টা হয়েছে তাকে যদি গৃহে স্থান দাও তবে দেশের সতীসাবিত্রীদের আদর্শ যাবে ছারেখারে, হিন্দুত্ব হয়ে যাবে লুপ্ত !

অসিতের তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতে মীরা চম্‌কে উঠ্‌ল।

—তাই মেয়েটির যখন আর কোনই গতি রইল না তখন আমাদের উপরেই তার ভার পড়্‌লো।...আমার বন্ধুবেচারী এদিকে বাড়ী থেকে তাড়া খেতে সুরু করল। আমি দেখ্‌লুম আমার সাথে ওর সুনাম নষ্ট হ'য়ে যাবার যোগাড় হয়েছে, তাই আমি বল্‌লুম, রমেন্, তুমি ক'দিনের জন্য এই লক্ষীছাড়ার সংস্রব ছেড়ে চলে যাও, আবার যখন দরকার হবে তোমায় ডাক্‌ব।...অনিলাকে নিয়ে আমি তখন এলুম কল্‌কাতায়।

—মেয়েটির নাম বুঝি অনিলা ?

—হ্যাঁ।...অনেকেই অনেক কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। আমিও পড়্‌লুম বিপদে। এদিকে একটি অসহায়া মেয়ের বোঝা, আবার অপরদিকে আমার চিরদিনের স্বপ্ন, আদর্শ...। কল্‌কাতায় আমার যে বড়লোক বন্ধুর কথা কাল বল্‌ছিলুম তাকে বল্‌লুম, আমাদের কাজের জন্য কিছু টাকা দাও। শেষপর্য্যন্ত দুটি টাকা ভিক্ষে পেয়েছিলুম তা তোমায় বলেছি।...দেখ্‌লুম, কলেজ ছাড়্‌তে হবে। কলেজ ছাড়্‌লুম এবং অনেক কষ্টে অনিলাকে ঢুকিয়ে দিলুম একটি আশ্রমে... আমাদের সমাজ এবং দেশের যা' অবস্থা এ'ছাড়া অন্য কোন গতিও যে নেই !

—আপনি অনিলাকে বিয়ে করুন্‌ না কেন, অসিদা'।

অসিত পলকের জন্য চম্‌কে উঠে বল্‌লে, তুমি পাগল হ'লে, মীরা, সে যে আমার বোনের মত···যেমন তুমি···

বলেই অসিত তার এই তুলনামূলক উক্তির জন্য লজ্জা-বোধ কর্‌ল।···মীরাও অনুভব কর্‌ল যেন একটা অস্পষ্ট বেদনার বোঝা ধীরে ধীরে তার দেহ মনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে এলো।

খানিকপরে যখন সে অসিতের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তখন তার মনের মধ্যে ছোটখাট একটি ভূমিকম্প হয়ে গেছে—অসিতের কাহিনী বা তুলনায় নয়, তার শেষের একটি কথায়।



সন্ধ্যা হবার একটু আগেই তপতী এসে হাজির। মীরার সাথে আগের দিনের আলোচনার পর থেকেই তার মনটি কেন যেন উৎকন্ঠিত হ'য়ে ছিল, তার উপর আজ হঠাৎ তার স্কুল কামাই দেখে সে বাড়ী ফির্‌বার পথে সোজা মীরাদের ওখানে নেমে গেল !

মীরার মনের যা' অবস্থা তা'তে একটি সাথীর অভাব সে খুবই তীব্রভাবে অনুভব কর্‌ছিল। তপতীকে আস্‌তে দেখে তার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল। কোলের উপর থেকে স্তব্ধ খোলা হাতদু'খানি তুলে নিয়ে সে এগিয়ে গেল তপতীকে অভ্যর্থনা কর্‌তে।

তপতী প্রশ্ন কর্‌ল, আজকে তুমি স্কুলে গেলে না যে, মীরা ?

ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে, অসিদা' এসেছেন···তাই।

তপতী জান্‌ত না যে ভবানীবাবু ও রকম আশ্চর্য্যভাবে অসিতের দেখা পেয়েছেন। সে ভাব্‌ল মীরা আগের দিন যে কলেজের নাম জেনে নিয়েছিল সেই সংবাদসূত্র ধরেই বুঝি অসিতকে খুঁজে বার করেছে। অবাক্ হয়ে প্রশ্ন কর্‌লে, এরই মধ্যে খোঁজ ক'রে বার ক'রে এনেছিস্ ?

মীরা হাস্‌ল। সে নিজকে তখন হারিয়ে ফেলেছে

নিজের অসীম রহস্তে। কিছুতেই সে নিজেকে ভালো ক'রে বুঝ্তে পারছিল না। দেহমনের বাণী উদ্বেল হয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল তার কালো চোখদুটিতে···তার মধ্যে ছিল বিকাশোন্মুখ একটা অনুরাগের ভাষা, যার থই সে নিজেই খুঁজে পাচ্ছিল না।···তার চোখের সাম্নে ফুটে উঠ্ছিল পুরাতন বিস্মৃতপ্রায় দু'একটি অস্পষ্ট ছবি।···কী-জানি-কেন ক্ষণে ক্ষণেই তার মনে হচ্ছিল সেই থড়ুই নদীর কথা যাকে কেন্দ্র করে অসিদার সাথে তার প্রথম কলহ, মান-অভিমান, আবেগ-উচ্ছ্বাস হয় সুরু।···প্রথম বর্ষা সমাগমে থড়ুই-এর জল যেমন হয়ে উঠ্ত উচ্ছলিত, অথচ তার অপরিপূর্ণতার মধ্যে থাকৃত একটা উপলব্ধিহীন ভাষা, তেম্নি তার মনের ঢেউগুলোর মধ্যেও ভেসে উঠ্ছিল রহস্যভরা প্রতিচ্ছবি।

তপতীর প্রশ্নে একটু সচেতন হয়ে মীরা বল্লে, খোঁজ কর্তে হয়নি, তপতীদি', বাবা পথের মাঝ থেকে ধরে এনেছেন।···বলে সে সংক্ষেপে সমস্ত কথা বল্ল।

তপতী প্রশ্ন কর্ল, সুরমা যে সব বলেছিল সে সম্বন্ধে কিছু শুনেছিস্?

মীরা ঘাড় নাড়্ল। তারপর বল্লে।

তপতী বল্লে, অসিতবাবু ত মানুষের উপযুক্ত কাজই করেছেন! অনিলাকে আশ্রয় দিয়ে, তার জন্তে নিজের উপর অপমান অপবাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে তাঁর মহত্ব শুধু কথার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে না, তার প্রকাশ হয় কাজে।

তপতীর কথায় মীরার চোখ হঠাৎ অশ্রুসজল হয়ে উঠবার উপক্রম হ'লো।

মীরার এই অবস্থা দেখে তপতী একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, ও কি, এ কথায় তোর চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে কেন?

অশ্রু রোধ করতে করতে মীরা বললে, ও কিছু নয়!

তপতী বুঝল মীরা তার মনের কী একটা গোপন অনুভূতি চেপে গেল। প্রশ্ন ক'রে কথা খুঁচিয়ে বার করাটা সঙ্গত হবে না ভেবে সে চুপ ক'রে রইলো।

মীরা বললে, অসিদা'র সাথে আলাপ করবে, তপতীদি'?

তপতী খানিকক্ষণ ভাবল, তারপর ঘাড় নেড়ে জানাল তার আপত্তি নেই।

অসিত তার ঘরে একটা ঈজিচেয়ারে হেলান্ দিয়ে চোখ মুদে শুয়েছিল। ভবানীবাবু বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সান্ধ্যভ্রমণে।

মীরা ঘরের দোরগোড়ায় এসে ডাকল, অসিদা'।

অসিত চোখ তুলে তাকাল, বললে, এসো…

—আমি একা আসছি না, সঙ্গে আমার বন্ধু আছে…

অসিত তাড়াতাড়ি ঈজিচেয়ার ছেড়ে উঠল।

তপতী এগিয়ে এসে ছোট্ট একটি নমস্কার করে বললে, মীরার কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি…

মীরা পরিচয় করিয়ে দিলে, এর নাম তপতী···আমাদের স্কুলেই পড়ান, কিন্তু টীচারের মত মোটেই নয়, আমরা সবাই তপতীদি' ব'লে ডাকি···

অসিত প্রতি-অভিবাদন করলে।

মীরা বললে, তপতীদি' আপনার সাথে গল্প করতে চায় অসিদা'। আপনি সব কী যে মজার মজার কাণ্ড করেছেন তার দু'চারটে ওকে বললে ও ভারী খুসী হবে।

অসিত একটু বিব্রত বোধ করছিল। মীরা যে ভাবে তপতীকে তার সামনে ধরে নিয়ে এলো তা'তে তার চুপ ক'রে থাকাও ভালো দেখায় না, অথচ কী যে গল্প বলবে তাও সে বুঝতে পারছিল না। আর তার মনে হচ্ছিল হয়ত বা মীরার কথার মধ্যে শ্লেষের সুর প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

তপতী অসিতের অবস্থা খানিকটা উপলব্ধি করতে পারছিল। সে তাড়াতাড়ি বললে, আপনি মীরার কথায় কান দেবেন না, অসিতবাবু, আপনাকে বিরক্ত করতে আমি আসিনি'।

অসিত এবার একটু লজ্জিত হয়ে বললে, না, না, বিরক্ত আপনি করছেন না—আমার মনটা অন্যদিকে ছিল ব'লে আমি প্রথমে অপ্রস্তুত বোধ করছিলুম।

একটু থেমে সে বললে, আপনি আমার কাছে গল্প শুনতে এসেছেন, সে খুবই গৌরবের কথা আমার পক্ষে, কিন্তু আমি আপনাকে শুধু একটি প্রশ্ন করব। সেটি হচ্ছে এই, আপনারা

মেয়েরা আমাদের কাজে সাহায্য করেন না কেন? স্কুলকলেজের গণ্ডীর মধ্যে বসে থেকে কী লাভ হবে? তার বদলে গ্রামে গ্রামে আপনারা মেয়েদের মধ্যে স্বাস্থ্যনীতি, সমাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির সাধারণ কথাগুলো যদি বলেন তাহ'লে দেশের কত উপকার হয়!...জানেনই ত আমাদের ছেলেদের অনেক জায়গায়ই প্রবেশ নিষেধ—সেইসব নিষিদ্ধ অন্তঃপুরে যদি আপনারা আমাদের সাহায্য করেন তাহ'লে সমস্যার সমাধান কতো সহজ, সরল হয়ে যায়!

এক নিঃশ্বাসে অসিত কথাগুলো ব'লে চল্‌ল। মীরা মুগ্ধ-নেত্রে তার দিকে তাকিয়েছিল। তপতী বল্‌লে, আপনি যা' বল্‌লেন তা' মান্‌লুম, কিন্তু আমাদের নিজেদের যে স্বাধীনতা নেই...আমাদের আঁচলের প্রত্যেকটি কোনে যে গ্রন্থি, আমাদের পায়ে যে সোনার শৃঙ্খল!

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অসিত জবাব দিলে, ঐখানেই ত যুগযুগান্তরের প্রশ্ন আসে, তপতী দেবী।...গ্রন্থি নিজে খুল্‌বেন, না, গ্রন্থি খুল্‌বে কবে কোন্ যুগে সেই অপেক্ষায় বসে থাক্‌বেন? জানি, গ্রন্থি খুল্‌তে গেলে লাঞ্ছনা আস্‌বে প্রচুর, অপমান হ'তে হবে অসীমভাবে, কিন্তু তবু সেটাকে বরণ করে নেওয়া কি শ্রেয়ঃ নয়, চুপটি ক'রে দাসত্বের শৃঙ্খল পরে বসে থাকার চেয়ে?

মীরা তপতীর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট—সে এসব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়নি'। তাই আজ অসিতের তেজোদীপ্ত কথা তার কাছে স্বতন্ত্র এক জগতের বাণী নিয়ে আস্‌ছিল...

প্রত্যাশারও অতীত যেন তার আদর্শ। তার অবচেতন মন যেন নতুন এক রূপে প্রাণ পাচ্ছিল।

তপতী বল্‌লে, আপনি যা' বলছেন তা' খুবই সত্যি। আসলে আমাদের নিজেদেরই সাহসের অভাব—আমরা আমাদের উপস্থিতের পরমানন্দে এত গভীর মুগ্ধ যে বাইরের ডাককে আমরা বরাবর উপেক্ষা ক'রেই এসেছি, শঙ্কায়, অবজ্ঞায়, না-ভেবে!

সন্ধ্যার একটু পরে তপতী যখন অসিতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল তখন তার মনে হ'লো সে যেন একজন সত্যিকারের কর্ম্মীর সাথে আলাপ ক'রে বাড়ী ফিরছে। অসিতের মুখের উপর যে একটি নির্ম্মল সত্যের দীপ্তি খেল্‌ছিল তার ছবি তার মনে খুবই স্পষ্টভাবে আঁকা হয়ে রইল।

* * * * *

ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে অসিত আগেরই মত চুপটি ক'রে শুয়েছিল। তার মনের-মধ্যে-সদা-বর্ত্তমান একটা সমস্যার কথা তপতীর সাথে খানিকটা আলোচনা ক'রে সে গভীর তৃপ্তি অনুভব করছিল।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনে সে চম্‌কে উঠ্‌ল। প্রশ্ন করলে, কে?

—আমি অসিদা'।...মীরা বল্‌লে।

কোন জবাবের প্রতীক্ষা না ক'রে মীরা এসে অসিতের ইজি-চেয়ারের হাতলটার উপর বস্‌ল।

খানিকক্ষণ দু'জনেই নীরব—তাদের মাঝখানে যেন একটা নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের সমুদ্র।

অসিতই মৌনতা ভাঙ্‌ল।* ধীরে ধীরে বল্‌লে, তোমাদের দুদিন খুব জ্বালাতন কর্‌লুম, মীরা···কাল সকালবেলা চলে যেতে হ'বে।

মীরা কিছু বল্‌ল না।

অসিত আবার বল্‌লে, তোমায় তখন একটা অন্যায় কথা ব'লে ফেলেছিলুম—সেই যে অনিলাকে তুলনা করেছিলুম তোমার সাথে।···আমি নিতান্ত না বুঝে সেটা বলে ফেলেছিলুম, তুমি আমায় মাপ ক'রো।

মীরা হাস্‌ল। অদ্ভুত তার হাসি। অন্ধকারের মধ্যেও অসিত তা' স্পষ্টভাবে অনুভব কর্‌ল—একটুখানি বিচলিত হয়ে বল্‌লে, তুমি যদি না ব'লো যে আমায় ক্ষমা করেছ তাহ'লে আমি মোটেই শান্তি পাব না, মীরা-বোন্‌টি।

*মীরার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আবার সেই আগেরই মত হাসি ফুটে উঠ্‌ল। এবার আরও মৃদু। অসিত ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ল না—তবে এটুকু সে বুঝ্‌তে পার্‌ছিল যে রহস্যভরা একটা কিছু মীরার মনের মধ্যে চল্‌ছে।

কী ক'রে তার অন্তরের ভাষা মীরা তার অসিদা'কে *বোঝাবে?··· অনিলার সাথে তুলনা?—সে ত' তাকে ক্ষুব্ধ করেনি'

একটুও!···যে ভালোবাসা তার অন্তরে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌বার উপক্রম কর্‌ছে সে যে অসিত-দাদাকে কেন্দ্র ক'রে শুধু নয়, অসিত-দয়িত যে তার উপলক্ষ্য।···কিন্তু মূর্ত্তি যে প্রাণহীন—অর্ঘ্যসম্ভারের দিকে তার নজরও নেই! এ যে অবহেলা বা উপেক্ষায় এমন নয়, কারণ অসিদা' তাকে স্নেহ করেন না এমন কথা সে কিছুতেই মান্‌বে না। এই যে না-তাকানো এর কারণ যে অসিতের আত্মবিস্মৃত স্বভাব, তার মনের বিশাল উদারতা। মন তার বিশাল বলেই ছোটখাট ঢেউএ সে বিচলিত হয় না, মীরার ভালোবাসাও তাকে অভিভূত কর্‌তে পারে না।..সে যে শুধু পথিক—পথ দিয়ে চল্‌তে থাকে, বাঁশীর স্বর কানে এসে পৌঁছায়, পলকের জন্য সে থম্‌কে দাঁড়ায়, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে নিজের নির্ব্বাচিত পথে চল্‌তে থাকে!

অসিত বল্‌লে, এবার আগের বারের মত উধাও হ'য়ে যাবো না, মীরা, খুব ঘন ঘন চিঠি লিখ্‌ব আর আমার সব খবর জানাব, অনেক গল্পের কথা বল্‌ব।···তাহ'লে রাগ কর্‌বে না ত?

মীরা ঘাড় নেড়ে জানাল, রাগ কর্‌বে না।...বিদ্রোহিনী মনকে শাসন ক'রে বল্‌লে, ওরে মন, যা' পেয়েছিস্‌ তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে থাক্‌, এর বেশী আকাঙ্ক্ষা কর্‌তে যাস্‌নে।

পূরিয়া

*

* *

এবার যখন অসিত মীরাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার কাজে বেরুলো তখন সে অবাক্ হয়ে দেখ্‌ল তার মনের এক কোণে নতুন একটি ছবি ফুটে উঠেছে—সেটি হচ্ছে মীরার রহস্যভরা হাসি।…মীরার সেই রাত্রের ব্যবহারের সাথে কোন কিছুরই সামঞ্জস্য সে ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না।

পলকের জন্য তার মনে হয়েছিল, মীরা হয়ত তাকে ঠিক বোনের চোখে দেখে না—হয়ত সে তাকে অন্যভাবে ভালো-বাস্‌তে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু প্রথম কল্পনায়ই সে সম্ভাবনাটা তার কাছে এত অভাবনীয় এবং অপ্রাকৃত ঠেক্‌ল যে সে আর কোনরকম চিন্তা না ক'রে সেটা দূরে সরিয়ে রাখ্‌ল।…মীরা যে তার বোন্ এবং বন্ধু, তার সাথে অন্য কোন সম্পর্কের চিন্তা যে জাগ্রত চিত্তের বাইরে।

অসিত নিজের মনকে একবার তলিয়ে দেখ্‌ল, প্রেমাস্পদের অনুরাগ তার মধ্যে এসেছে কি না। দেখ্‌ল, খুবই আপন বোনের মত মীরাকে সে ভালোবেসেছে…এই ভালোবাসার মধ্যে বন্ধুত্বের ছাপ আছে অনেকখানি, কিন্তু সেই সীমার বাইরে অন্য কোন ভাবের ভাষা সেখানে নেই।

তাই সে এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ কর্‌ল না। যে কৌতূহলটুকু তার মনের কোণে উঠেছিল তার একটা সমাধান সে কর্‌তে পেরেছে এই আত্মপ্রসাদ নিয়ে সে তার নিজের কাজে মন দিল।

মীরা অসিতের চিঠি পেল দিন দুই পরেই। চিঠির জন্য সে বেশ প্রতীক্ষমানা হয়েই রয়েছিল।

অসিতের চিঠি অনেকটা সেই পুরানো সুরেই। সেই সম্বোধন—"আমার পথে-পাওয়া বোন্‌টি"। তারপর সে ভয়ানক অনুতপ্ত হয়ে মীরার কাছে আবার ক্ষমা চেয়েছে, সেদিনকার অতর্কিত কথা বলার জন্যে। লিখেছে—"আমার স্নেহের বোন্‌টি, তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি কখ্‌খনো তোমার মনে ব্যথা দেবার মত কিছু বল্‌ব না বা কর্‌ব না। তুমি আমায় ভুল বুঝো না···আমি যদি বেফাঁস একটা কথা ব'লে থাকি সেটা আমার জিহ্বার দোষ, অন্তরের অপরাধ নয়।"

তার পর একথা-সেকথা লিখে একটুখানি দুষ্টুমি করেছে। ···"তুমি হয়ত অনিলা সম্বন্ধে আরো নূতন অনেক কিছু শুন্‌বে, তার মধ্যে অসিদা'ও বাদ যাবে না। কিন্তু সে সব বিশ্বাস কর্‌বার আগে আমার কাছে দু'একটি প্রশ্ন কর্‌তে ভুলো না। ···অবশ্য, যদি তোমার প্রশ্ন কর্‌বার ইচ্ছা না হয় তাহ'লে শুধু আমার অনুরোধের খাতিরে ক'রো না।"

শেষ করেছে এই ব'লে—"এখানে আসার পর অবধি তোমাদের কথা মনে হচ্ছে। তুমি শুধু আমার বোন্ নও, বন্ধুও···তাই আমার ভরসা আছে আমার দোষ সব ক্ষমা ক'রে নিয়ে আমার এখনকার সব খেয়ালী ব্যাপারে উৎসাহ দিতে ত্রুটি করবে না।"

মীরা অসিতের চিঠির জবাব দিলে তখ্খুনি। তার অনুতাপ এবং ক্ষমাভিক্ষার উত্তরে শুধু একটি কথা লিখ্ল, "আপনি এটা ভুলে যাবেন না যে আপনি সব সময়ই আমার অসিদা'। বারবার আপনার মার্জ্জনা চাওয়াতে মনে হ'তে পারে আমাদের মধ্যে বাইরের ব্যবহারই সত্য, আর অন্তরটা নিছক মায়া।" ··তার দুষ্টুমির জবাবে বল্ল, "অনিলা সম্বন্ধে আপনি যেচে যেরকম আগ্রহ প্রকাশ কর্ছেন তাতে প্রশ্ন কর্বার ইচ্ছা অদম্য হয়ে উঠ্ছে, তবে ভাবী বৌদি' ব'লে সাহস্ হচ্ছে না"···আর সব শেষে লিখ্ল, "যখনই যেখানে থাকেন আপনার খবর লিখ্বেন। আপনি যেমন আমাদের কথা ভাব্ছেন দূরে বসে আপনার একটি বোন্-বন্ধুও সে রকম (বা তার চেয়ে বেশী) ভাব্ছে তা' ভুলে যাবেন না।"

অসিতের চলে যাবার পর থেকেই ভবানীবাবু লক্ষ্য

করছিলেন মীরার মধ্যে যেন একটি পরিবর্ত্তনের ছোঁয়াচ লেগেছে। যে মীরা আগে কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত হাসির রঙীন্‌ মশাল জ্বালিয়ে তুল্‌ত সে হয়ে উঠ্‌ছে যেন অন্যমনস্ক, গম্ভীর।...অসিতের কথা তিনি প্রায়ই আলাপ কর্‌তেন, কারণ এবার অসিত আসার পর অবধি তাকে তিনি আরো বেশী ভালোবাস্‌তে সুরু করেছিলেন, কিন্তু মীরা যেন আগের মত সরল উৎসাহ নিয়ে তাঁর আলোচনায় যোগ দিত না।

তাঁর মনে কয়েকটি প্রশ্ন উঠ্‌ছিল, কিন্তু মনস্তত্ত্বের বৈচিত্র্য ছিল তাঁর কল্পনার বাইরে, কাজেই প্রশ্নগুলো অচিরেই তাঁর মানস-সরোবরে গিয়েছিল মিলিয়ে, বুদ্‌বুদের মতো! তা'ছাড়া, মীরার মনটি ছিল তাঁর কাছে অস্পষ্ট একটি হেঁয়ালিতে ভরা, যার পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন মীরার শৈশব থেকেই। এই রহস্য বিশ্লেষণ কর্‌বার মত শক্তি বা সাহস যে তাঁর ছিল না তা' তিনি নিজেই বুঝ্‌তেন বেশ।

তপতীর সাথে মীরার আবার দেখা হ'লো স্কুলের ছুটির পর। তপতী প্রশ্ন কর্‌ল, কি মীরা, অসিতবাবুর খবর কী?

খুবই শান্তভাবে মীরা বল্‌লে, কাল চলে গেছেন।

—এত শীগ্‌গীরই?... একটু বিস্ময়ের সুরে তপতী প্রশ্ন কর্‌লে।

—অসিদা'র যা' কাজের তাড়া! সংসারের মধ্যে কোন বাঁধনই যেন তাঁকে আঁকড়ে রাখ্‌তে পারে না, এক তাঁর কাজের বাঁধন ছাড়া।

মীরার কণ্ঠে বিষাদমাখা অভিমানের সুর।

তপতী কোন জবাব দিলে না। একটু পরে বল্‌লে, আচ্ছা, মীরা, তোকে একটা প্রশ্ন কর্‌ব, রাগ কর্‌বি না ত?

মীরা ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, না।

—অসিতবাবুকে তুই ভালোবাসিস্‌, না?

তপতীর প্রশ্নে মীরার মনের গুঞ্জন যেন মিশে গেল অসীম আকাশে। অনুদ্দিষ্ট কারো সাথে যেন কথা বল্‌ছে এমনিভাবে বল্‌লে, ভালোবাসাকে বুঝ্‌তে এত সহজেই যদি পার্‌তুম, তপতীদি', তাহ'লে মনের অনেক সমস্যাই যে সরল হয়ে যেত! …ভাব্‌তে আমি শিখেছি, নতুন ক'রে শিখেছি, অসিদা' এবার আস্‌বার পর থেকে, কিন্তু তোমায় সত্যি বল্‌ছি তপতীদি', নিজের মনটাকে আমি নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

তপতী বুঝ্‌ল মীরার মনের যন্ত্রে নতুন এক সুরের ঝঙ্কার উঠেছে। সেটা সে তার এতদিনকার সহজ সরল চিন্তা কল্পনার সাথে সমঞ্জস ক'রে তুল্‌তে পার্‌ছে না, তাই তার সারা অনুভূতি ছাপিয়ে উঠ্‌ছে একটা অস্বস্তি। তা' ব্যক্ত কর্‌তেও তার সাহস হচ্ছে না, কারণ প্রতিমুহূর্ত্তেই তার ভয়, ভাষা হয়ত তার ভাবকে ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌বে না।

মীরা বল্‌লে, আচ্ছা, তপতীদি', তোমাকে একটা প্রশ্ন কর্‌ছি, অসিদা'কে তোমার কেমন লাগ্‌ল ?

একটুখানি ভেবে তপতী বল্‌লে, একটু নতুন ধরণের মানুষ যেন উনি। সংসারের সাধারণ সংজ্ঞার মাপকাঠিতে ফেলে ওঁকে বিচার কর্‌লে ওঁর প্রতি অন্যায় করা হ'বে।...খেয়ালী একটু বেশী, এবং ওঁর উপস্থিতিও হচ্ছে একটু অদ্ভুত রকমের।

খুব পুলকিত হয়ে মীরা বল্‌লে, তুমি ঠিক বলেছ, তপতীদি', আমারও তাই মনে হচ্ছিল, কিন্তু ভাব্‌তে সাহস হচ্ছিল না।...অসিদা'র এই নতুনত্বটা আমার কিন্তু ভয়ানক ভালো লাগে!

একটুখানি চটুল হাসি হেসে তপতী বল্‌লে, ভালো লাগায় কোন দোষ নেই, মীরা, কিন্তু সাবধান, ভালো লাগা থেকে যেন অন্য কিছুর পরিণতি না হয়!

ঠাট্টা ক'রে তপতী মীরার কাছ থেকে বিদায় নিল বটে, কিন্তু তার সম্বন্ধে তার চিন্তা বাড়্‌ল বই কম্‌ল না। স্কুলে আসার পর অবধি কী-জানি-কেন মীরার প্রতি তার স্নেহ পড়ে গিয়েছিল, তাই বয়সের ব্যবধান ডিঙিয়ে সে মীরার সাথে ভাব জমিয়ে নিয়েছিল। মীরার সরলতা, তার চঞ্চলমধুর ব্যবহার, তার মনের কোমলতা তার কাছে খুবই ভালো লাগ্‌ত, তাই সে সময়ে-অসময়ে মীরার সাথে এসে গল্প কর্‌ত। মীরা

প্রথমে তাকে একটু সমীহ করে চল্‌ত এবং তার কাছে তার স্বাভাবিক ছেলেমানুষী প্রকাশ কর্‌তে লজ্জা বোধ কর্‌ত, কিন্তু তপতীর ভাব জমাবার এবং অন্যের হৃদয় জয় কর্‌বার ক্ষমতা ছিল এমনই অসাধারণ যে মীরা বেশীদিন তাকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌তে পারে নি।...স্কুলের বিশাল জনতার মধ্যে মীরা সত্যিই একলা বোধ কর্‌ছিল, এমন সময় তপতীর মত একটি বন্ধু এবং সাথী পেয়ে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

তারপর ঘট্‌ল স্কুলের সেদিনকার ঘটনা। তপতী মীরাকে প্রশ্ন করেছিল খুবই সরল মনে, অসিতের সম্বন্ধে মীরা কোনদিন কিছু বলেনি' বলে নিছক কৌতূহল তার হয়েছিল। কিন্তু চারিদিকের বিদ্রূপভরা কথায় মীরার দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রুজল বইল এবং তার মধ্যে তপতী নতুন করে মীরার পরিচয় পেল। বুঝ্‌ল, ঐ একটি মানুষের সম্বন্ধে মীরার মন খুবই সংচেত্য—তাঁর নিন্দা বা প্রশংসা তার মনে তীব্রভাবে লাগে।

আজ সে মীরার সম্বন্ধেই অনুক্ষণ ভাব্‌ছিল। মীরার মন যে ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে অসিতকে ঘিরে একটি স্বপ্ন গড়ে তুল্‌ছে সে বিষয়ে তার কোনই সন্দেহ ছিল না। মীরার যা' প্রকৃতি এবং শিক্ষা তাতে এ রকম গড়াটা হয়ত খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু অল্প একটু আলাপ করেই তপতী এটুকু বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিল যে মীরার স্বপ্নগড়া চল্‌ছে অসিতের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে...অসিত যদি জান্‌তে পায় তাহ'লে এর আকস্মিকতায় ভয়ানকভাবে চম্‌কে উঠ্‌বে।

তপতী স্থির করলে একদিন অবসর মত মীরার সাথে খোলাখুলি ভাবে সমস্ত বিষয়টা আলোচনা করবে।...মীরার মনটিকে সে ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করবে এবং সম্ভব হ'লে অসিতের [illegible] সম্বন্ধে কিছু বলবার সুযোগও খুঁজবে।



মীরার জবাব অসিত পেল বেশ কিছুদিন পরে। যে ঠিকানায় মীরা চিঠি দিয়েছিল সেখান থেকে অসিত কিছুদিনের জন্যে আর কোথাও চলে গিয়েছিল—তারই নিজের কাজে। শ্রান্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে ফিরে মীরার চিঠিখানাই সর্ব্বপ্রথম পেয়ে তার মনের মধ্য দিয়ে পুলকের একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল।

মীরাকে যে সে ভালোবেসেছিল সে বিষয়ে তার একটুও সন্দেহ ছিল না। তার আশঙ্কা ছিল শুধু এই যে মীরা হয়ত তাকে ঠিক তারই মতো অনুভূতি দিয়ে বিচার করে না। এবার মীরার চিঠি পেয়ে তার আশঙ্কা প্রায় চলে গেল। চিঠিখানা সে বারবার পড়্‌লে—দেখ্‌লে, চিঠির ছত্রে ছত্রে স্নেহ এবং শ্রদ্ধার অভাব নেই, কিন্তু তাকে ভাই এবং বন্ধুর প্রতি প্রীতির প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে অসিত বাঁচ্‌লে। মীরা যে তাদের মধুর সম্পর্কটি বুঝ্‌তে পেরেছে এবং যবনিকার অন্তরালে যা' আছে তা বাইরের নগ্ন আলোকে প্রকাশ কর্‌বার চেষ্টা করেনি' এই জ্ঞানটুকু তাকে ভয়ানকভাবে খুসী ক'রে তুল্‌লে, মীরার প্রতি তার শ্রদ্ধা আরো একটু বাড়্‌ল।

নিজের কাজ এবং চিন্তাধারায় মগ্ন অসিত এটুকু বুঝ্‌তেই পার্‌লে না যে মীরার চিঠির ভাষাই তার অন্তরের পরিচয়ের সবটুকু নয়...গভীর মনোবেদনাকে মীরা যে কী প্রচণ্ড চেষ্টায় ভাষার পেছনে লুকিয়ে রেখেছে তা' তার চোখেই পড়্‌ল না।

মীরা তাকে ভুল বোঝেনি' এবং তাদের সম্পর্কটিকে যথার্থ আলোতে দেখ্‌তে পাচ্ছে এই কল্পনা তাকে এতখানি প্রফুল্ল ক'রে তুল্‌লে যে সে তৎক্ষণাৎ মীরার কাছে সুদীর্ঘ একখানা চিঠি লিখে বস্‌ল—যেন মীরা তার যুগযুগান্তরের সাথী এবং বন্ধু, যার কাছে তার মনের সব আশা কল্পনা, অনুভূতি আকাঙ্ক্ষা সে অসঙ্কোচে বল্‌তে পারে!...আর সাথে সাথে, তার মনের কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাকে পাঠালে ছোট্ট একটি বুদ্ধমূর্ত্তি, যা' সে তার গ্রামে গ্রামে ঘুরবার সময় এক অজ্ঞাত অবজ্ঞাত পাথরের স্তূপের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিল। পুরাণো স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যের দিকে মীরার অপরিসীম অনুরাগের কথা অসিত জান্‌ত, তাই সে মনে মনে খুবই খুসী হ'লো এই ভেবে যে মূর্ত্তিটির মর্য্যাদা মীরা বুঝ্‌বে।

বুদ্ধমূর্ত্তির পার্শেলটি যখন এসে পৌছ্‌ল তখন মীরা স্কুলে। ভবানীবাবু পার্শেলটি দস্তখত ক'রে রেখে দিয়েছিলেন। উপরে অসিতের নাম ঠিকানা দেখে তাঁর একবার জিনিষটি খুলে দেখ্‌বার কৌতূহল হয়েছিল, কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য এবং অধিকারে তাঁর এত গভীর বিশ্বাস ছিল যে মীরার

অনুপস্থিতিতে এবং বিনা-অনুমতিতে তার কাছে পাঠানো একটা জিনিষ চুরী করে দেখার কল্পনায় তিনি নিজেই নিজের কাছে লজ্জা অনুভব করলেন।

মীরা যখন স্কুল থেকে ফিরে নিত্য অভ্যাস মত বাবার ঘরে ঢুকল তখন ভবানীবাবু হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন, তোমার জন্যে একটা ভারী সুন্দর জিনিষ একজন পাঠিয়েছেন···কে বলো দেখি?

প্রথমেই মীরার মনে হ'লো অসিদা' ছাড়া আর কেউই তার কাছে কোন জিনিষ পাঠাতে পারে না, কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজের কল্পনার এই ঔদ্ধত্যে লজ্জিত হয়ে বললে, কে বলো না, বাবা, আমার ত' মনে পড়্ছে না কাউকেও!

মীরার পেছনে ছিল তপতী। স্কুল থেকে সে মীরার সাথেই এসেছিল। সে বলে উঠ্ল, আমি জানি কিন্তু!

পলকের জন্যে মীরার মুখ রাঙা হয়ে উঠ্ল।

তপতী বললে, অসিতবাবু পাঠিয়েছেন, না জ্যেঠামশায়?—তপতী কিছুদিন থেকে ভবানীবাবুর সাথে একটি সম্পর্কের বন্ধন গড়ে তুলেছিল।

ভবানীবাবু একটু আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বললেন, তুমি ঠিক ধরেছ, তপতী মা!···তারপর মীরার দিকে পার্শেলটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, খুলে দেখো তোমার খেয়ালী দাদাটি কী পাঠিয়েছেন!

কম্প্রমান বুক্ষে মীরা পার্শেলটি খুললে। বাক্স থেকে কালো

পাথরে গড়া বুদ্ধমূর্ত্তি তার শান্তসমাহিত হাসিটি নিয়ে এলো বেরিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে মেঝের উপর পড়্‌ল এক টুক্‌রো কাগজ।

তপতী পাশেই দাঁড়িয়েছিল—সে কাগজটুকু তুলে নিলে। পড়ে মৃদু হেসে মীরার হাতে দিলে।

অসিতের লেখা—"বুদ্ধের শিষ্যা ছিলেন সুজাতা।··· আমার ভবঘুরে জীবনের মধ্যে আবিষ্কার করেছি এই যে সুজাতা বুদ্ধের উদারতা এবং অতীন্দ্রিয়তার সাথে মিশিয়েছিলেন তাঁর নিজের সরলতা এবং উচ্ছ্বাস। সুজাতার আদর্শে তুমি উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ওঠো এই আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি।"

এ কী হেঁয়ালিভরা কথা? মীরা বুঝ্‌তে না পেরে তপতীর দিকে তাকাল।

তপতী চোখ টিপে ইসারা করে তাকে জানাল যে এই হেঁয়ালির বিশ্লেষণ তারা কর্‌বে পরে—এখন ভবানীবাবুর সাম্‌নে নয়।

ভবানীবাবু মুগ্ধনেত্রে বুদ্ধমূর্ত্তিটি নেড়েচেড়ে দেখ্‌ছিলেন। অসিতের রুচির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁর চিরদিনই···আজ কালো পাথরে গড়া ধ্যান-সমাহিত শান্তির রেখাগুলো দেখে তিনি খুবই পুলকিত হয়ে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন, অসিত ছেলেটিকে প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না! কোথায় বনে জঙ্গলে ঘুর্‌ছে, তবু যা' সুন্দর এবং অনুপম তা' তার চোখ এড়ায় না!·· তারপর একবার মীরার দিকে এবং আরেকবার

মূর্ত্তিটির দিকে তাকিয়ে সস্নেহকণ্ঠে তিনি বল্লেন, তোমার পড়্বার টেবিলের উপর রেখে দাও গে মা…ভারী সুন্দর জিনিষটি !

মীরা সেই হেঁয়ালিভরা লাইন ক'টির অর্থ উদ্ঘাটন কর্বার অবকাশ খুঁজ্ছিল। বাবার নির্দ্দেশে খুসী হয়ে তপতীকে নিয়ে নিজের পড়্বার ঘরে চলে গেল।

ঘরে এসে ধপ্ ক'রে তার চেয়ারটার উপর বসে পড়ে মীরা টেবিলের উপর মাথাটি রেখে শ্রান্তভাবে শুয়ে পড়্ল।

তপতী আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত রেখে বল্লে, তোর হ'লো কী, মীরা ?

তপতীর প্রশ্নে মীরার দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর বন্যা বইল। সে নীরবে তার ডান হাতের মুঠোয় তপতীর হাতটি চেপে ধর্লে।

মীরার মনের আলোড়ন উপলব্ধি ক'রে তপতীর সত্যই দুঃখ হচ্ছিল। ক্ষণেকের জন্য তার মন চলে গিয়েছিল কয়েক বছর আগেকার একটি ছবিকে স্মরণ কর্তে।…তখন তার বয়স মীরার মতোই হবে। কিশোরী কল্পনার প্রথম উচ্ছ্বাসের মুহূর্ত্তে তার জীবনপথে এসেছিল একটি তরুণ যুবক। ভালোবাসা কাকে বলে তা' সে খুব ভালো করে বুঝ্ত না হয়ত…তবু এই পথিকের হাসিগল্পকৌতুকের স্পর্শ এসে লেগেছিল তার অন্তরে। কিছুদিনের জন্যে তার সারা চিত্তবীণা নতুন ঝঙ্কারে বেজে উঠেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন পথিক চলে গেল তার নিজের

পথে, তপতীর মনের সাড়াটিও না পেয়ে, আর ঝঙ্কার যা' উঠেছিল তা' সহসা গেল মিশে। ব্যথা সে কম পায়নি', কিন্তু অভিযোগ কর্‌বার কোন পথ ছিল না। আর কার বিরুদ্ধেই বা সে নালিশ কর্‌বে?...নীরবে হাসিমুখে সেটা চেপে রেখে সে আবার তার স্কুলের কাজে মন দিয়েছিল। মীরার অশ্রুতে তপতীর সেই পুরাণো লুপ্তপ্রায় ঝঙ্কার আবার যেন মূর্চ্ছিত হয়ে হয়ে উঠ্‌ল।

গভীর স্নেহে মীরার হাতের মুঠোতে নিজের হাতটি সমর্পণ করে তপতী বল্‌লে, মীরা বোন্‌টি, তুই আমার কাছে লুকোস্‌ নে—তোর মন কী বল্‌ছে সত্যি ক'রে আমায় বল্‌।

মীরা প্রথমে খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইল। পরে একটু লজ্জারুণমুখে বল্‌লে, জানি না কেন, অসিদা'র কথা মনে হ'লেই আমার সমস্ত শরীর দিয়ে যেন একটা বিদ্যুতের ঢেউ বয়ে যায়—তাঁর কাছ থেকে একটুখানি স্নেহসূচক কথা পাবার জন্তে আমি সব সময়ে উন্মুখ হয়ে থাকি।...আমার ত' এরকম আর কখ্‌খনো হয়নি', তপতীদি' !

মীরার কথার স্বরের মধ্যে একটা আকুলতা লক্ষ্য করে তপতীর ভয়ানক দুঃখ হচ্ছিল। সে ধীরে ধীরে বল্‌লে, আমার আর কোন সন্দেহ নেই, মীরা, তুই অসিতবাবুকে ভালো-বেসেছিস্‌।

অন্য সময় হ'লে হয়ত মীরা গভীর প্রতিবাদ কর্‌ত, নানাভাবে প্রমাণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ত যে সে কাউকেই তার মন

দেয়নি'। কিন্তু তখন, বিশেষ ক'রে অসিতের বিচিত্র পার্শেলটি পাওয়ার পর হ'তে তার সমস্ত প্রতিবাদশক্তি যেন লোপ পেয়ে গিয়েছিল। সে তপতীর কথায় কোন জবাব দেবার চেষ্টা করল না, নতমুখে বসে রইল।

তপতী বল্‌তে লাগ্‌ল, তোর ব্যবহার, তোর চোখমুখের ভাষা সবই এই একই কথা বল্‌ছে।...আগে আমার একটু সন্দেহ ছিল হয়ত বা, কিন্তু এখন আমার আর কোনই সন্দেহ নেই!

মীরা তবু কোন কথা বল্‌ল না।

তপতী বলে চল্‌ল, অবশ্য তোকে এর জন্যে দোষ দিচ্ছি না বা বল্‌ছি না যে তুই একটা মস্ত বড় অপরাধ করেছিস্। কিন্তু তোকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে অনেক দুঃখ সইবার জন্য তোকে প্রস্তুত হ'তে হ'বে।...ভালোবাসা জিনিষের মত নিষ্ঠুর বোধ হয় আর কিছুই জগতে নেই। একদিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে এ যেমন নিবিড় সুখ এবং আনন্দের উৎস, আরেক দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে এ হচ্ছে দুঃখের নির্ম্মম শৃঙ্খল —বিশেষ ক'রে আমাদের মেয়েদের পক্ষে।

মীরা তপতীর এসব দার্শনিক ব্যাখ্যা বিশেষ বুঝ্‌তে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল শুধু একটি কথা—অসিদা'র সেই হেঁয়ালি ভরা লেখাটি, যা' বুদ্ধমূর্ত্তির সাথে এসেছিল। তার মানে কী?

বল্‌লে, আচ্ছা, তপতীদি,' তুমি ঐ লেখাটার মানে বুঝ্‌তে পেরেছ?

তপতী জবাব দিলে, খানিকটা বোধ হয় বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু সবটা কেমন যেন ধোঁয়াটে গোছের হয়ে আছে!

—তোমার কী মনে হচ্ছে ব'লো না!

—অসিতবাবু তোকে যে ভালোবাসেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মন যেন কেন বল্‌ছে যে তোর ভালোবাসার উপযুক্ত প্রতিদান তুই পাবি না!

মীরা একটু আহত বোধ করলে। বল্‌লে, তোমার এরকম মনে হওয়ার কোন কারণ আছে কি তপতীদি'?

তপতী এবার লেখা কাগজটার ভাঁজ খুলে মীরার সামনে ধর্‌ল। মীরা অনেকবার পড়্‌ল। তাৎপর্য্য কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে বিহ্বলভাবে তপতীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, ঠিক বুঝ্‌লুম না, তপতীদি'।

—তোর চোখে লেগে রয়েছে কল্পনার অঞ্জন, আর মনে রয়েছে একটা বিশেষ সুরের ঝঙ্কার, তুই কি আর পড়্‌লেও বুঝ্‌তে পার্‌বি?...ভালো করে ভেবে দেখ্, অসিতবাবু কি প্রকারান্তরে বল্‌ছেন না যে তিনি তোকে দেখেন তাঁর একটী স্নেহের বোন্ হিসাবে, প্রিয়া হিসাবে নয়?

তপতীর কথাগুলো মীরার কাছে খুবই অদ্ভুত ঠেক্‌ছিল। তার ব্যাখ্যা তার মোটেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল তপতী যেন জোর করে অসিদা'র সাধারণ একটা ছেলেমানুষীর অসাধারণ অর্থ করছে।

মীরা স্থিরসিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিল যে অসিতের এই লেখাটা তার স্বভাবসিদ্ধ ছেলেমানুষী ও দুষ্টুমি ছাড়া আর কিছুই নয়। অসিদাকে কি আর সে জানে না?···অসিদা' যে এরকম হেঁয়ালিভরা চিঠি লিখে অদ্ভুত একটা তৃপ্তি পান!···আর যদি তিনি মীরাকে ভালো নাই বাস্‌বেন তা'হলে এরকম কষ্ট করে তার জন্যে একটা বুদ্ধমূর্ত্তি পাঠাবার মানে কি? এ ত' আর দায় সারা গোছের একটা উপহার পাঠানো নয়—এর পেছনে যে কতখানি নিবিড় স্নেহ লুকানো আছে তা' তপতীদি' বুঝ্‌তে না পারেন, কিন্তু মীরার ত তা' বুঝ্‌তে একটুও দেরী হয় না! তার সহজ প্রবৃত্তি যে অণুক্ষণই তাকে বল্‌ছে যে অসিদা'র এই ছেলেমানুষীর মধ্যেও আছে কৌতুকমেশানো অনেকখানি ভালোবাসা—হেঁয়ালির আড়ালে তা' মীরার সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ছে আধচম্‌কানো বিদ্যুতের রেখার মতো!



তপতী স্থির কর্‌ল যে সব বিষয়টা একবার ভবানীবাবুর সাথে আলোচনা কর্‌বে।…অকারণ একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় তার মনে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠ্‌ছিল—মীরাকে সে সত্যি সত্যিই অনেকখানি স্নেহ করেছিল ব'লে তার কল্যাণের জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছিল।

একদিন স্কুল থেকে একটু আগেই সোজা সে মীরাদের বাসায় এসে হাজির হলো। মীরা তখনও স্কুলে। ভবানীবাবু তাঁর অভ্যাস মত একটা খবরের কাগজ পড়্‌তে পড়্‌তে ঈজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

তপতী দরজার সাম্‌নে এসে মৃদুস্বরে ডাক্‌লে, জ্যেঠামশায়…

ভবানীবাবু বোধ হয় একটুখানি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। তপতীর ডাকে তিনি ধড়মড়িয়ে উঠ্‌লেন। সাম্‌নেই হঠাৎ তপতীকে দেখে তিনি প্রথমটা চমকে গিয়েছিলেন এবং তাঁর চোখ চলে গিয়েছিল ঘরের টাইম্‌পিস্‌টার উপর। বেলা তিনটা —তপতী একা তাঁকে ডাক্‌ছে—মীরার কিছু হয়নি' ত? স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়ে প্রথমেই মেয়ের অশুভসংবাদের সম্ভাবনা জাগ্‌ছিল। তাড়াতাড়ি তিনি প্রশ্ন কর্‌লেন, এসো তপতীমা, মীরা কোথায়?

—মীরা স্কুলে আছে। আমি একটু আগে ছুটী পেয়ে চলে এসেছি, আপনার সাথে একটা কাজের কথা বল্‌বার জন্তে।

—মীরা এলো না যে? আবার বুঝি একটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট্‌ বাঁধিয়েছে?

তপতী হেসে বল্‌লে, না, জ্যেঠামশায়, ওর যে এখনও ক্লাশ রয়েছে, ও আস্‌বে কী ক'রে?...আপনি কেবল সব সময়ই ভাবেন মীরা বুঝি অ্যাক্‌সিডেণ্ট্‌ করল! বেশ ভালো বাবা দেখ্‌ছি আপনি, যা' হোক্‌!

ভবানীবাবু একটুখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচ্‌লেন। বল্‌লেন, তুমি ত' জানো না, তপতী মা, কী ভয়ানক চঞ্চল মেয়ে মীরা আমার।...পলাশপুরে যতদিন ছিলুম আমার এক দণ্ডও স্বস্তি ছিল না। যতরকম দুষ্টুমি আর চঞ্চলতা সব যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকৃত ওর মধ্যে।...আমিও বিশেষ বাধা দিতুম না, ওর মা মারা যাবার পর থেকে!...ভারী অভিমানী কিন্তু ও—একটুখানি তিরস্কার করেছি কি অম্‌নি ওর দু'চোখ আস্‌বে জলে ভরে! ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চুপ করে যেতুম।

ভবানীবাবু আপনমনে মীরার কথাই বলে যাচ্ছিলেন। তপতী যে বলেছিল তার একটা কাজের কথা আছে তা' তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন।

—আমার সবচেয়ে ভয় হ'ত যখন মীরা ছুটত নদীর ধারে। কী যে খড়ুই সে দেখেছিল! সব সময় তার

আনাচে কানাচে ছুটে বেড়াতে সে ভয়ানক ভালোবাসত। সকাল সন্ধ্যা যখনই তাকে বাড়ীতে খুঁজে পাওয়া যেত না তখনই আমি বার হতুম নদীর ধারের দিকে। সেখানে দেখতুম ঝোপের মাঝে চুপটি ক'রে হয়ত বসে আছে, আর আঙুলগুলো স্রোতে ডুবিয়ে দেখছে তার চারধারে জলের রেখা কেমন ক'রে তরঙ্গের সৃষ্টি করে!...যেবার অসিত সেখানে এলো সেবার মীরার সঙ্গে তার কী ঝগড়া! মীরা তাকে খড়ুই দেখাতে নিয়ে যাবেই, আর এদিকে বেচারী অসিত শ্রান্ত অবসন্ন শরীরটা একটু গড়িয়ে নিতে চায়। ...অবশেষে মীরারই অবশ্যি জিৎ হ'লো।

মীরার কথা বলতে বলতে ভবানীবাবু সব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই আত্মভোলা স্বভাবে তপতী খুবই আমোদ বোধ করছিল। সে কোনরকম বাধা না দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

খানিকক্ষণ পরে ভবানীবাবুর খেয়াল হ'লো তপতী একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে। লজ্জিত হয়ে বললেন, তুমি সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছ, তপতী মা, বুড়োর কি আর কিছু মনে থাকে? তুমি বসোনি কেন?

তপতী হেসে বললে, আপনার কথা শুনতে এত ভালো লাগছিল যে বসবার কথা মনেই ছিল না, জ্যেঠামশায়। ...ব'লে সে বসল।

—তুমি যেন কী একটা দরকারী কথা বল্‌বে বলেছিলে না?

—হ্যাঁ, এমন কিছু জরুরী নয়, তবু আপনার সাথে আলাপ করা দরকার তাই আজ স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে সকাল সকাল এসেছি।

ভবানীবাবু উৎসুকনেত্রে তাকিয়ে রইলেন।

তপতী বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না কী ক'রে কথাটার প্রস্তাবনা করা যায়। এই সদাশিব আত্মভোলা মানুষটির মাথায় চিন্তার বোঝা চাপিয়ে দিতে তার খুবই সঙ্কোচ এবং দুঃখ হচ্ছিল, কিন্তু না ব'লেও যে কোন উপায় নেই। খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে সে বল্‌লে, মীরাকে এর মধ্যে একটু লক্ষ্য করেছেন কি, জ্যেঠামশায়?

তপতীর এই প্রশ্নে ভবানীবাবুর স্বতঃই মনে হ'লো মীরার বোধ হয় কোন রকম অসুখ করেছে যা সে তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে এবং যা' মনের অসতর্কতার জন্যে তাঁর চোখে মোটেই ধরা পড়েনি'। উৎকণ্ঠিত স্বরে তিনি বল্‌লেন, না, কেন? তার অসুখ করেছে কি?

তপতী আশ্বস্তস্বরে বল্‌লে, না, না, জ্যেঠামশায়, কোন অসুখবিসুখ কিছুই নয়।...তবে আপনি কি লক্ষ্য করেননি' আজকাল যেন সে কেমন একটু আন্‌মনা হয়ে যাচ্ছে, যেন অনেক বিষয়ে তার আগেকার মত আগ্রহ বা ঔৎসুক্য নেই!

তপতীর কথায় ভবানীবাবু চোখমুদে ভাব্‌বার চেষ্টা কর্‌লেন।...সত্যিই ত মীরা আজকাল যেন তাঁকে এড়িয়ে

এড়িয়ে চলে—আর অনেক সময় বসে বসে কী সব ভাবে! তাঁর চোখেই পড়েনি' এতটা!

বল্‌লেন, এখন আমার মনে হচ্ছে, তপতী মা, সত্যিই ক'দিন ধরে মীরা কেমন যেন বদ্‌লে যাচ্ছে!···তুমি বল্‌বার আগে কিন্তু আমি এসব বিশেষ ভাবিই নি'!

—আপনার এখন কী মনে হয়, জ্যেঠামশায়?

ভবানীবাবু মাথা নাড়্‌লেন। এসব রহস্য তাঁর অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাধারার বাইরে। সাহায্যের জন্য তিনি তপতীর দিকে তাকালেন।

তপতী বল্‌লে, অসিতবাবু এবার আসার পর থেকেই এরকম হচ্ছে কিন্তু জ্যেঠামশায়। এতদিন আপনাকে বলিনি', ভেবেছিলুম বুঝিবা মনের দাগ শীগ্‌গীরই মুছে যাবে, কিন্তু কাল বুদ্ধমূর্ত্তি পাবার পর মীরার যা' অবস্থা দেখ্‌লুম তাতে আপনার কাছে লুকানো সঙ্গত মনে কর্‌লুম না।

ব'লে সে সংক্ষেপে গত সন্ধ্যার ঘটনাবলী বিবৃত কর্‌লে।

ভবানীবাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে শুন্‌ছিলেন। মীরার ব্যাধি তিনি বুঝ্‌তে পার্‌ছিলেন বেশ, কিন্তু এর প্রতীকার কোথায় এবং কী ভাবে তা' তাঁর সরল এবং অবৈষয়িক বুদ্ধিতে কিছুতেই আস্‌ছিল না।

বল্‌লেন, তাই ত', এখন কী করা যায়, তপতী মা?

তপতী আশ্বাস দিয়ে বল্‌লে, আপনি ভাব্‌বেন না, জ্যেঠামশায়। মীরা এখনও খুবই ছেলেমানুষ কি না, তাই

সব জিনিষকে দেখে কল্পনা দিয়ে। আর তা' ছাড়া আপনি যা'* বল্‌লেন তার থেকে মনে হচ্ছে ছোট থেকেই ও খুব ভাবুক প্রকৃতির মেয়ে, না ?

—হ্যাঁ।

—এখন কথা হচ্ছে এই অসিতবাবু মীরাকে কী চোখে দেখেন। আপনি কিছু জানেন কি জ্যাঠামশায় ?

ভবানীবাবু অস্বীকারসূচক ঘাড় নাড়্‌লেন। এসব মনস্তত্ত্বের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ কর্‌বার মত ক্ষমতা বা সাহস তাঁর ছিল না। অসিতকে তাঁর খুব ভালো লেগেছিল, তার সরল উচ্ছ্বাস, তার কল্পপ্রবণতা, তার আদর্শ-নিষ্ঠা এসবের জন্য তাকে তিনি মনে মনে প্রশংসা কর্‌ছিলেন অনেকখানি, কিন্তু মীরার প্রতি তার মন বা ব্যবহার বিচার কর্‌বার চিন্তা তাঁর মনে আদৌ হয়নি'।

বল্‌লেন, অসিত মীরাকে যে খুবই স্নেহ করে এ ত সত্যিকথা। কিন্তু তার স্নেহের মধ্যে এরকম কোন ভাব আছে বলে ত' আমার কখনও মনে হয়নি'।

তপতী বল্‌লে, আমার মনে হয়, জ্যেঠামশায়, আপনি যা বল্‌ছেন তা'ই বোধ হয় সত্যি। তবু এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার নিয়ে জোর করে কোন কিছু বলা যায় না।... অসিতবাবুও যে ভাবুকপ্রকৃতির মানুষ তা' আমি একদিনের আলাপেই বুঝ্‌তে পেরেছি। এমনও ত হ'তে পারে যে তিনিও মীরাকে দেখ্‌ছেন ঠিক বোন্‌ হিসাবে নয়, অন্য কোনরকম

একটা কল্পনা নিয়ে! যদি তা'ই হয় তবে তাঁর সামনে মীরার মনের এই নতুন স্পন্দনটুকু ধরা উচিত নয় কি?

জিজ্ঞাসুনেত্রে তপতী ভবানীবাবুর দিকে তাকালে। ভবানীবাবু তপতীর যুক্তির সারবত্তা বুঝ্‌তে পার্‌ছিলেন, কিন্তু অসিতের ভাবুকতা মীরাকে প্রিয়ার পরিকল্পনায় ঘিরে থাক্‌তে পারে এটা বিশ্বাস কর্‌তে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না তাঁর।

বল্‌লেন, তুমি যদি উচিত মনে ক'রো অসিতের সাথে এ সম্বন্ধে আলাপ কর্‌তে পারো। কিন্তু দেখো এর ফল যেন খারাপ না হয়। অসিত ওর নিজের একটা নেশায় এমন মশ্‌গুল হয়ে আছে যে ওর কাজে একটুখানিও বাধার সৃষ্টি কর্‌তে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। তা'ছাড়া ওর মনে তুমি যেরকম বল্‌ছ সেরকম কোন ভাব যদি না থেকে থাকে তাহ'লে পরে মীরা আর অসিতের সম্বন্ধটা খাপ্‌ছাড়া এবং আড়ষ্ট হয়ে যাবে তা' ভুলে যেয়ো না!

ভবানীবাবুর দূরদর্শিতা তপতীকে চিন্তার সমুদ্রে ফেলে দিল। সে অনেকক্ষণ ধরে ভাব্‌ল। তারপর বল্‌লে, আপনি যা' বল্‌ছেন তা' হয়ত খুবই সত্যি জ্যেঠামশায়, কিন্তু এখন এপথ ছাড়া আর সহজ উপায়ই বা কী আছে?

ভবানীবাবুর কাছ থেকে অসিতের ঠিকানা নিয়ে সেই সন্ধ্যায়ই তপতী অসিতকে একখানা চিঠি লিখে ফেল্‌ল। লিখ্‌লে—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার কাছে চিঠি লিখ্‌বার ঔদ্ধত্যটুকু মাপ কর্‌বেন। আগেই আমার পরিচয় দিই, আমি হচ্ছি মীরার বন্ধু এবং দিদি, মীরার বাবা আমার জ্যেঠামশায়। ওদের সাথে রক্তের সম্বন্ধ আমার নেই, কিন্তু কিছুদিন থেকেই রক্তের চেয়েও গভীর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মীরাকে আমি খুবই স্নেহ করি এবং ওর কল্যাণ-অকল্যাণের চিন্তাটাও আমার মনের মধ্যে সব সময় ঘোরে। আপনিও মীরাকে খুবই স্নেহ করেন জানি।···আমাদের উভয়ের এই বিষয়ে একত্বের দাবীতেই আজ আপনার কাছে চিঠি লিখ্‌তে সাহস পেলুম।

আপনার সাথে কয়েকমিনিটের জন্য মাত্র আমার আলাপ হয়েছিল—জ্যেঠামশায়দের ওখানে, মীরার সম্মুখে। আপনার কর্ম্মবহুল জীবনে সেই কয়টা মিনিটের কথা স্মৃতিপট থেকে একেবারে মুছে গেছে, কিন্তু আমি তখন আপনার উদ্দীপনা, উৎসাহ ও আদর্শপ্রিয়তার যা' পরিচয় পেয়েছিলুম তার ছবি আমার চোখের সাম্‌নে এখনও ভাস্‌ছে। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

কিন্তু আপনার এবং আমার কথা বল্‌বার জন্যেই আজকার এই অনধিকার প্রবেশটুকু নয়। আমার এই অসমসাহসিকতাটুকু শুধু আমার বোন্‌টির জন্যে। তাই যদি কিছু অন্যায় বা অপ্রিয় বলে ফেলি তাহ'লে মীরার দাদা হয়ে আপনি রাগ কর্‌বেন না এই আমার মিনতি।

মীরাকে আপনি খুবই ভালোবাসেন এবং মীরাও আপনাকে খুবই ভালোবাসে এটা আমাদের কারোরই অজানা নেই। 'কিন্তু কী-জানি-কেন আমার মন সময় সময় শঙ্কায় কেঁপে ওঠে। মীরার এই ভালোবাসার পরিণতি হবে কোথায়? কী ভাবে?…ওর মন এখনও কোমল, সংসারের নিষ্ঠুর আঘাত এখনও সে পায়নি', আর তা'ছাড়া ভয়ানক অভিমানী ও অনুভূতিপ্রবণ সে। ও যেন একটা পুতুল খেলা খেল্‌ছে, নিজেকে নিয়ে…ওর চারদিকে নিজের গড়া একটা পৃথিবীকে নিয়ে। কিন্তু এ খেলা যখন একদিন ভেঙে যাবে তখন কী হবে তাই ভেবে আমি সময় সময় শঙ্কাকুল হয়ে উঠি।

আপনি মীরাকে স্নেহ করেন, ভালোবাসেন; আপনার চিন্তাশক্তি গভীর, আপনার কল্পনা প্রখর। আপনি এর কোন একটা সমাধান ক'রে দিতে পারেন কি?

বিনীতা—

তপতী।"

পূরিয়া



খামের উপর অপরিচিত হাতে লেখা নিজের নামঠিকানা দেখে অসিত প্রথমে চম্‌কে উঠেছিল। তার মনে হয়েছিল চিঠিখানা বুঝিবা অনিলার কাছ থেকে এসেছে।···অনিলার সে খোঁজ নিতে পারেনি' অনেকদিন—সেই যে তাকে এক আশ্রমে ঢুকিয়ে দিয়েছিল তারপর থেকে তার সাথে তার দেখাই হয় নি'। কল্‌কাতায় এক বন্ধুর কাছ থেকে মাঝে মাঝে সে অনিলার সংবাদ পেত, কিন্তু কিছুদিন ধরে এই বন্ধুও তার কাছে চিঠি লেখা দিয়েছিল বন্ধ করে, তাই অনিলা ধীরে ধীরে তার স্মৃতির পরিমণ্ডল থেকে দূরে সরে পড়েছিল।

আজ অপরিচিত হাতের লেখা দেখে প্রথমেই অসিতের মনে হ'লো এর মধ্যে আছে অনিলার চিঠি এবং তার মৃদু অথচ তীব্র অভিযোগ তাকে এমনভাবে অবহেলা করার জন্যে।··· অনিলা মেয়েটির কথা যখনই অসিত ভাব্‌ত তখনই তার মন সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠ্‌ত। যে কয়দিন অনিলাদের সাথে তার আলাপ হয়েছিল তাতে সে এটুকু বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিল যে সে আত্মসমর্পণ করেছিল তুচ্ছ একটা খেয়ালের কাছে নয়, তার সমস্ত অন্তর মথিত ক'রে ওঠা পুণ্য এবং

মাধুর্য্যভরা এক অনুভূতির কাছে। পৃথিবীর নির্ম্মম বিধানে তার এই আত্মনিবেদনের ফলে উঠেছিল হলাহল এবং তাই তার মনে জেগেছিল বিপুল একটা বিদ্রোহের ভাব।... অসিত তার চরিত্রের এই ঔদ্ধত্যটুকু মনে মনে প্রশংসা না ক'রে পারেনি'।

খুবই শঙ্কাকুলচিত্তে সে চিঠিখানা খুল্‌লে। নীচে নাম দেখে সে অবাক্ হয়ে গেল।..."বিনীতা—তপতী।"...এ আবার কে?

তাড়াতাড়ি সে চিঠিখানার উপর চোখ বুলিয়ে গেল। তপতীর ছবিটি সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল—চোখ মুদে চিন্তা ক'রে নিলে একবার। মনে পড়্‌ল অবশেষে।

চিঠিখানার অর্থ বুঝ্‌তে তার প্রথমে দেরী হয়েছিল, মীরার নামটি দেখেই সে একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। বার দুই তিন পড়ে যখন তপতীর প্রশ্নের তাৎপর্য্য সে বুঝ্‌তে পার্‌ল তখন তার মন নিজের প্রতি সন্দেহে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল।

মীরা এখন একটা পুতুলখেলা খেল্‌ছে...চারদিকে স্বপ্নময় একটা পৃথিবী গড়ে তুল্‌ছে...যে সন্দেহ এতদিন তার মনের কোণে উঁকি মার্‌ছিল তাই যে সত্য হয়ে এলো! মীরার সেই যে চিঠি পেয়েছিল, যাতে তার মনের উদীয়মান কুহেলিকা দূর হয়ে গিয়েছিল, তার অর্থ তাহ'লে কী?

মনস্তত্ত্বের গোলকধাঁধায় পড়ে অসিত ভালো ক'রে চিন্তা কর্‌তেও পার্‌ছিল না। তপতীর চিঠি, তার সমস্যা উপস্থাপন তাকে বিভ্রান্ত করে তুল্‌ছিল।

নিজের মনের দিকে সে আবার তাকালে, অন্তরের সব কটি অনুভূতি-অনুবেদনা সে তলিয়ে দেখ্‌লে।…না, মীরার পুতুলখেলা, তার স্বপ্নকে সফল কর্‌তে পারে এমন কোনই রহস্যময় প্রেরণা সেখানে নেই।…মীরা যে তার বোন্‌…সে ত মীরাকে অন্য কোন চোখে দেখে না…তবে মীরা এরকম সমস্যার সৃষ্টি কর্‌ল কেন?

তপতীর চিঠির লাইনগুলো মনে পড়্‌ল।…মীরার মন যে এখনও কোমল, সংসারের নিষ্ঠুর আঘাত যে সে এখনও পায়নি'…আর তা' ছাড়া ভয়ানক অভিমানী ও অনুভূতিপ্রবণ সে।…মীরা হয়ত ভুল কর্‌ছে, সৌধ গড়ে তুল্‌ছে অলীক একটা স্বপ্নের ভিত্তিতে, যেমন অনিলা করেছিল।…কিন্তু অন্তরে ত সেই একই পুণ্য এবং মাধুর্য্যভরা একটা অনুবেদনার অঙ্কুর। মীরার অপরাধ কি?…ভালোবাসা ত' অপরাধ নয়—সে যে সমস্ত অন্তর নিংড়ানো অভিমান, বেদনা ও মাধুর্য্যের সমন্বয়!

অসিত ভাব্‌তে লাগ্‌লে কী ক'রে মীরার মনের এই নতুন গতিকে স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ একটা পথে নিয়ে যাওয়া যায়। তাদের মধ্যে ভাইবোনের সম্পর্কটাকে যে অব্যাহত রাখ্‌তেই হ'বে, এর মধ্যে অন্য কোন উপলব্ধি আসতে দেওয়াই হ'বেনা।…মীরাকে বুঝিয়ে বল্‌লে সে কি বুঝ্‌বেনা?…নিশ্চয়ই বুঝ্‌বে। মীরা যখন তাকে ভালোবাসে তখন সে তার অন্তর দিয়ে সমস্ত জিনিষটা বিচার কর্‌তে নিশ্চয়ই পার্‌বে।

তাড়াতাড়ি সে তপতীর চিঠির জবাব লিখ্‌তে বস্‌ল—

"করকমলেষু,

আপনার চিঠি আমাকে মস্ত বড় একটা সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়েছে, আমার সদাপ্রফুল্ল মনে চিন্তার ছায়া এসে পড়েছে। মীরাকে আমি ভালোবাসি বলেই চিন্তা হয়েছে অপরিসীম, সর্ব্বব্যাপী।···আমি দু'একদিনের মধ্যেই মীরাদের ওখানে আস্‌ছি, তখন আপনাদের সাথে আলাপ হবে।

আপনাদের

অসিত।"

চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে অসিত সাময়িক একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌ল।···মীরাকে বুঝিয়ে বল্‌লে সে বুঝ্‌বে এই যে কল্পনাটি তার মাথায় ঢুকেছিল তার উচ্ছ্বাসে সে ভুলেই গিয়েছিল যে মানুষের মন লজিকের নীতিতে বাঁধা নয়, তার মধ্যে সৃষ্টিছাড়া খেয়ালের প্রভাবই বেশী।

তপতী উৎকণ্ঠিতভাবে অসিতের আসার দিন গুণ্‌ছিল। মীরার সাথে সাথে দুটো দিন সে ঘুর্‌ছিল, তার মনটিকে বিশেষ ক'রে পর্য্যবেক্ষণ কর্‌বার জন্যে। মীরার সেই সদাপ্রফুল্ল চঞ্চলতা কোথায় গিয়েছিল চলে, তার স্থান অধিকার করেছিল অদ্ভুত এক শান্ত গাম্ভীর্য্য। চঞ্চলতার ঢেউ মাঝে মাঝে দেখা যেত, কিন্তু পরক্ষণেই মিলিয়ে যেত তার নবাগত এই স্তব্ধতার বিশালতায়।···যেন বর্ষার শেষ

আর শরতের আরম্ভে .পদ্মা…এতদিনের উচ্ছলতা ভুল্‌তে পার্‌ছেনা, অথচ আগমনীর সুর এসে বাজ্‌ছে কানে, আর নিজের শিথিল চঞ্চল আঁচলখানি কুড়িয়ে নিয়ে গভীর একটা শান্তি আন্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।…তপতী কেবলই ভাব্‌ছিল, অসিত এলে এর একটা সমাধান হবেই।

অসিত ঠিক দু'দিন পরে রওনা হ'লো কল্‌কাতার পথে। …ট্রেণে সে মনে মনে অনেককিছুই ভাব্‌ছিল—কেমন ক'রে সে মীরার সাথে আলাপ কর্‌বে, তার মনের নতুন কল্পনারেখাটুকু কেমন ক'রে সে মুছে দিতে চেষ্টা কর্‌বে। মোটামুটি একটা প্ল্যান্‌ও সে খাড়া ক'রে তুলেছিল মনের মধ্যে।

কিন্তু সবই গুলিয়ে গেল তখন যখন সে দেখ্‌লে ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফর্‌ম্‌এ দাঁড়িয়ে তপতী আর মীরা। অসিত সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছুরই জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, কিন্তু মীরা ষ্টেশনে তাকে প্রত্যুদ্‌গমন কর্‌তে আস্‌বে এটা তার চিন্তার মধ্যেই ঢোকেনি'। সে অবাক্‌ বিস্ময়ে থম্‌কে দাঁড়াল।

প্রথমে কথা বল্‌ল মীরা।

—স্কুল থেকে তপতীদি'কে নিয়ে পালিয়ে এসেছি অসিদা'। বাবা কী একটা কাজে চন্দননগর চলে গেছেন, আপনি বাসায় গিয়ে কাউকে না দেখে কী ভাবেন, হয়ত বা চলেই যাবেন, তাই আমরা ঠিক্‌ কর্‌লুম ষ্টেশন থেকেই

আপনাকে পাকড়াও ক'রে নিয়ে যাই।..আপনি খুব অবাক্ হয়ে গেছেন, না?

অসিত কী বল্‌বে ভেবে পাচ্ছিলনা। শুধু বল্‌লে, তোমার বাবা শুন্‌লে রাগ কর্‌বেন কিন্তু, মীরা...

একটু তাচ্ছিল্যের সুরে মীরা বল্‌লে, হুঁ...তপতীদি'র সাথে এসেছি, বাবা রাগ কর্‌লেই হ'লো!

তপতী এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। সে বল্‌লে, ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফর্‌ম্‌এ দাঁড়িয়ে ঝগড়া করে ত' লাভ নেই, অসিতবাবু, তার চেয়ে বাড়ীতে আসুন, তখন মনের সুখে ঝগড়া কর্‌বেন।

ট্যাক্সিতে সারাটা পথ অসিত একটু বিহ্বলের মতো বসে ছিল। তার পাশে ছিল মীরা, আর সব শেষে তপতী। কল্‌কাতার কোলাহলমুখর রাস্তার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে অসিত যেন নিজকে হারিয়ে ফেলেছিল। এদিকে মীরা অনর্গল প্রশ্ন ক'রে চলেছিল। অসিদা' এবার কী কী মজার কাণ্ড কর্‌লেন? আর কোন বন্ধুর সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপক্রম হ'লো কি? আর কোন অনিলা অসিদা'র কর্ম্মপথে বিঘ্নস্বরূপ এসে উপস্থিত হয়েছে কি?...প্রশ্নের পর প্রশ্ন সে ক'রে যাচ্ছিল, কিন্তু দু'একটা 'হ্যাঁ' 'না'র বেশী কিছু অসিত বল্‌তে পারেনি'।

তার মন ছিল তখন অতুল বিস্ময়ে মগ্ন। সে আশা করেছিল মীরাকে দেখ্‌বে গম্ভীর, উদাস, লজ্জাবনত। এখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে চাঞ্চল্য, সপ্রতিভতা এবং উচ্ছলতার প্রতিমূর্ত্তি। তপতীর চিঠির প্রশ্নের সাথে মীরার এই ছবিটির সামঞ্জস্য সে ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না। সে বিস্ময়সূচকনেত্রে একবার তপতীর দিকে তাকাল।

তপতীও একটু অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। মীরার প্রফুল্লতা এবং উচ্ছ্বাসের কারণ সে খানিকটা বুঝ্‌তে পার্‌ছিল, কিন্তু এতখানি সজীবতা দেখ্‌বার আশা সে করেনি'। ক্ষণেকের জন্যে তারও মনে হ'লো, মীরা কি তবে তার নিজের পথ খুঁজে পেয়েছে? সে কি তার কল্পনার স্বপ্নটুকু ভুলে যেতে পেরেছে?

অসিত ধরে নিল যে তপতী মীরাকে ঠিক বুঝ্‌তে পারেনি'। হয়ত তার স্নেহাশঙ্কী মন কল্পনায় অনেক কিছু সৃষ্টি করেছিল এবং বিচলিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়েই সে অসিতকে সেই চিঠিখানা লিখেছিল।...অসিত স্থির কর্‌ল যে তপতীর সেই চিঠির অণুমাত্রও মীরাকে জান্‌তে দেওয়া হবেনা।...মীরার মনে যদি সেরকম কোন ভাবই না থেকে থাকে তাহ'লে সে যে ভয়ানক সঙ্কুচিত এবং লজ্জিত বোধ কর্‌বে!

তা' ছাড়া যেখানে এরকম সহজ, সাবলীল, প্রফুল্ল ব্যবহার সেখানে সে মীরার সাথে সেসব কথা আলোচনা করেই বা কী ক'রে? মীরা কী ভাব্‌বে তাহ'লে? অসিদা' নিজের মনের

স্থাটি ছাড়া কল্পনায় যা' তা' ভাব্‌ছেন এই হয়ত তার স্থির সিদ্ধান্ত হবে তখন !

ট্যাক্সি যতক্ষণে মীরাদের বাসার দোরগোড়ায় এসে পৌঁছল ততক্ষণে অসিত নিজের স্বাভাবিক ধৈর্য্য এবং শান্তভাব ফিরে পেয়েছে। বেশ খুসী মনে সে মীরার বেণীটা ধরে একটা টান দিয়ে বল্‌লে, ভারী বাচাল হয়ে গেছ তুমি, মীরা, এ কয়দিনে ! এরকম কর্‌লে অসিদা' তার দাদাত্ব পূর্ণমাত্রায় জাহির কর্‌বে তা' বলে রাখ্‌ছি কিন্তু।...তোমার বেণী তাহ'লে আর আস্ত থাক্‌বে না !

দুষ্টুমিভরা এক হাসি হেসে মীরা ট্যাক্সি থেকে নাম্‌তে নাম্‌তে জবাব দিলে, আমার বেণীর জোর আছে অসিদা', আপনার দু'একটানে ওর কিছুই আস্‌বে যাবে না !

ভবানীবাবু তখনও ফেরেন্‌নি'। অসিত তপতীর সাথে নিভৃতে একটু কথা বল্‌বার অবসর খুঁজ্‌ছিল। অবসর অবশেষে মিল্‌ল। মীরা অসিদা'দের জন্যে গেল চা' তৈরী কর্‌তে, আর তপতী বসে রইল অসিতের কাছে—অসিত একলা থাক্‌বে বলে মীরাই প্রস্তাব কর্‌লে যে সে একাই চা' তৈরী করে নিয়ে আস্‌তে পার্‌বে।

অসিত কোন ভূমিকা না ক'রে বল্‌লে, আপনার চিঠি পেয়ে আমি যতটা না বিস্মিত হয়েছিলুম আজ ট্যাক্সিতে মীরার

ব্যবহার দেখে আমি তার চেয়ে আরও দশগুণ বিস্মিত হয়েছি, তপতীদেবী…

তপতী বললে, বিস্ময় আমারও অসিতবাবু। অদ্ভুত মেয়ে যাহোক্…এখন আমার নিজেরই মনে হচ্ছে বুঝি বা আমিই একটা স্বপ্ন থেকে উঠেছি!

অসিত বল্‌লে, বুঝ্‌তে ভুল সবারই হয়—আপনারও হয়ত বা হয়েছিল!

তপতী একটুখানি অস্বীকার সূচক ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, সেটা আমি ঠিক মান্‌তে রাজী নই, অসিতবাবু। যে দু'একটা দৃশ্য দেখ্‌বার এবং অংশ নেবার সুযোগ আমার হয়েছে তা' থেকে যে কোন লোক আমার সিদ্ধান্তে আস্‌তে বাধ্য।…আপনার কাছে ত সবটকু লিখ্‌বার সুযোগ পাইনি', মুখে বল্‌বার অপেক্ষায় ছিলুম।

ব'লে সে সংক্ষেপে সেই বুদ্ধমূর্ত্তি পাবার পরক্ষণের কাহিনী বল্‌লে।

শুনে অসিত গম্ভীর ও চিন্তাকুল হয়ে উঠ্‌ল।

বল্‌লে, আমি ত এতটা কল্পনাই কর্‌তে পারিনি', তপতী দেবী!

—কিন্তু এখন যে আমিই গোলকধাঁধার মধ্যে পড়্‌লুম, অসিতবাবু। মীরার ব্যবহার যে সত্যি সত্যি হেঁয়ালিভরা মনে হচ্ছে এখন!

অসিত চিন্তিত স্বরে বললে, না, তপতী দেবী, এই হেঁয়ালির

মধ্যেও একটা জিনিষ সুস্পষ্ট আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। সেটা হচ্ছে এই—মীরার মনের মধ্যে ভারী গভীর একটা আলোড়ন চল্‌ছে এবং সে নিজেই তার থই খুঁজে পাচ্ছে না। তাই তার ব্যবহারে এসব অসঙ্গতি। আসলে আপনার সন্দেহই আমার সত্য বলে মনে হচ্ছে।

তপতী বল্‌লে, তাহ'লে ?

—সেই ত মুস্কিল, তপতী দেবী। বাহ্যতঃ ও যে রকম সহজভাবে কথা বল্‌ছে আর ব্যবহার কর্‌ছে তাতে আমি কিছু বল্‌বার সুযোগও পাচ্ছি না। হঠাৎ এসব সাথে আলোচনা ওর করাটাও কেমন বিশ্রী লাগে, নয় কি ?...অথচ কিছু যে বলা দরকার তা'ও বুঝ্‌ছি !

—কী বল্‌তে চান্‌ আপনি আমায় বল্‌তে পারেন কি ?... অবশ্যি যদি আপত্তি না থাকে !

—কী যে বল্‌ব তা'ত নিজেই জানি না। তবে এটুকু ওকে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌তে চাই যে আমি ওকে সত্যিই ভালোবাসি, গভীরভাবে, কিন্তু বোনের মত, প্রিয়ার মত নয়। সে যেন ভুল না বোঝে।

—কিন্তু বোন্‌ কি প্রিয়াতে পরিণতি লাভ কর্‌তে পারে না ?

অসিত উত্তরে অদ্ভুত এক হাসি হাস্‌লে। বল্‌লে, পারে—দুনিয়ায় তার দৃষ্টান্তও দেখাতে পারেন। কিন্তু আমি যে মীরাকে সেভাবে কল্পনাই করিনি' !

একটুখানি জোর দিয়ে তপতী বল্‌লে কল্পনা কর্‌তে চেষ্টা করুন্‌ না, অসিতবাবু। এ ত' কঠিন একটা কিছু নয়!

—কঠিন হয়ত নয়, তপতী দেবী, কিন্তু সোজাও নয়। যাকে প্রথম থেকে দেখে অসেছি বোনের মতো, যার কাছ থেকে দাদার প্রতি স্নেহ এবং শ্রদ্ধাই শুধু দাবী ক'রে এসেছি, তাকে কী ক'রে প্রিয়ার আসনে বসাই?

—আপনি মীরাকে একটুও স্নেহ করেন না, ভালোবাসেন না, অসিতবাবু…

ব্যথায় অসিতের মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেল। বল্‌লে, আর যা' হয় বলুন, তপতী দেবী, কিন্তু এ অভিযোগ দেবেন না।

নির্ম্মমস্বরে তপতী বল্‌লে, কেন দেব না বলুন? যদি আপনি সত্যি সত্যি ওকে ভালোবাসতেন তাহ'লে আপনার কল্পনাকে একটুখানি বদ্‌লাতে নিশ্চয়ই পার্‌তেন, ওর মঙ্গলের দিকে চেয়ে অন্ততঃ।

অসিত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।…তারপর খুব ধীরে ধীরে বল্‌লে, আমি জানি, তপতীদেবী, আমাকে বরণ ক'রে ওর কল্যাণ কখনই হবে না। আমি হচ্ছি লক্ষ্মীছাড়া, ভবঘুরে… আমি কি ওকে ওর উপযুক্ত স্নেহ, ভালোবাসা দিতে পার্‌ব?… আমার জীবন হচ্চে বহুধাবিভক্ত…মীরাকে পাবার মতো যোগ্যতা আমার নেই, তাই সে চিন্তা আমি কল্পনার মধ্যেও আনি না। ওর জীবন মধুময় হয়ে উঠ্‌বে অন্য কারো সাহচর্য্যে, আমার খণ্ডস্নেহ ত' ওকে তৃপ্তি দিতে পার্‌বে না! আপনি

প্রতিবাদ কর্‌বেন, জানি, বল্‌বেন, আমার এসব অলীক ধারণা। হয়ত অলীক, তপতী দেবী, কিন্তু আমার অনুরোধ আমায় আর প্রশ্ন কর্‌বেন না কেন আমি ওর যোগ্য নই···সেটুকু রহস্যেই ঢাকা থাক্।

—মীরাকে আপনি আপনার যোগ্য মনে করেন না, সেই হচ্ছে আসল কথা, অসিতবাবু।

মর্ম্মাহত হয়ে অসিত জবাব দিলে, বারবার আমায় ব্যথা দিয়ে যদি আপনার আনন্দ হয় আমি একটুও বাধা দিব না, তপতী দেবী, তবে এটুকু আমি আমার মনের অন্তঃস্থল হ'তে বল্‌তে পারি যে মীরাকে আমি অনেক উঁচুতে স্থান দেই আমার চেয়ে। মীরাকে যেটুকু ভালোবেসেছি তা' তার নিজের গৌরবে, আমার মহত্ত্বে নয়।

তপতী তবু বল্‌লে, কিন্তু আপনি জানেন কি যে যদি আপনি মীরাকে আপনার কাছে টেনে নিতে পার্‌তেন তাহ'লেই ওর জীবন মধুময় হয়ে উঠ্‌ত, আপনি ওকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌লে যা' মোটেই হবে না?

—আপাতঃ দৃষ্টিতে তা'ই আপনার মনে হচ্ছে, তপতী দেবী, কিন্তু আমি জানি আমাকে খানিকটা দূরে রাখ্‌লেই ওর জীবন শান্তি এবং সুখে ভরপূর হয়ে উঠ্‌বে।···আমি ত আপনাকে বলেছিই, আমি হচ্ছি লক্ষ্মীছাড়া···ধূমকেতুর মতো আমি অশান্তিই বহন ক'রে নিয়ে আসি তাদের কাছে যারা আমায় গভীরভাবে আপন ক'রে নিতে যায়। মীরা একটু ব্যথা

পাবে এখন, কিন্তু আমি যদি ওকে একটুও স্নেহ ক'রে থাকি তাহ'লে সেই স্নেহ এবং আশীর্ব্বাদ নিয়ে বল্‌ছি, এই ব্যথার দাগ ওর শীঘ্রই মুছে যাবে·· ও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ফিরে পাবে।

তপতী এর উত্তরে কী যেন বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই মীরা চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরে ঢোকায় সে চুপ ক'রে রইল। মীরা হাসিমুখে বল্‌লে, তোমরা খুব গল্প করছিলে বুঝি এতক্ষণ? অসিদা'র যত সব অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কথা, না?



সারাটা বিকাল ভবানীবাবু ফিরলেন না। মীরা বললে, বাবা বোধ হয় রাত দশটার গাড়ীতে ফিরবেন।

তপতী একটু চিন্তিতভাবে বললে, আমি ত আর বেশীক্ষণ থাকতে পারছি না, মীরা। দিদিমা আমার দেরী দেখে নিশ্চয়ই ভাবছেন আমি ট্রামের চাকার তলায় পিষে মরেছি···বুড়ীকে উতলা ক'রে লাভ নেই, আমি চল্লুম।

অসিত দোরগোড়া পর্য্যন্ত এগিয়ে এল। যাবার সময় তপতী বললে, আমাদের সেই আলোচনাটা আরেকদিন শেষ করা যাবে, অসিতবাবু।···আপনি খবর না দিয়েই পালিয়ে যাবেন না যেন!

তপতী চলে যাওয়ার পর মীরার সাথে একা বসে অসিত আজ কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। কী যে বলবে তা' সে বুঝতে পারছিল না।

মীরা কিন্তু তার সেই স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রফুল্লতা নিয়ে প্রশ্ন ক'রে বসলে, আপনি এবার ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেছেন, অসিদা! আপনাকে গম্ভীর দেখতে আমার একটুও ভালো লাগে না!

অসিত মুখে হাসি এনে বল্‌লে, না, না, গম্ভীর হ'ব কেন, মীরা ?···মাথায় নানারকম কাজের বোঝা, তাই মাঝে মাঝে ভাব্‌তে হয়···

উচ্চহাসি হেসে মীরা বল্‌লে, আচ্ছা, অসিদা', আপনার কাজের তাড়া কি জীবনেও শেষ হবে না ?···সেই পলাশপুরের কথা মনে আছে ? তখনও আপনি কী ভীষণ কাজের তাড়ায় চলে গেলেন !···আমার যা' রাগ হয়েছিল তখন !

অসিত অবাক্ হয়ে মীরার দিকে তাকালে। তপতী ঠিকই বলেছে, সত্যিই অদ্ভুত মেয়ে !

বল্‌লে, কাজই আমার একমাত্র বৃত্তি হয়ে উঠেছে এখন, মীরা। আমি ভয়ানকভাবে বুড়িয়ে গেছি কি না !

একটু তর্জ্জন ক'রে মীরা বল্‌লে, খবরদার অমন কথা বল্‌বেন না, অসিদা'। আপনি যদি বুড়ো হয়ে যান্ এখ্‌খুনিই তাহ'লে বাবাদের কী গতি হবে ?

অসিত চুপ ক'রে রইল। তার পর হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বস্‌লে, বুদ্ধমূর্ত্তিটি তোমার পছন্দ হয়েছিল মীরা ?

বুদ্ধমূর্ত্তির নাম উল্লেখ হ'তেই মীরা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। যেন লুকানো একটা ক্ষত অসতর্ক আঘাতে নগ্ন হয়ে পড়্‌ল।

আস্তে আস্তে বল্‌লে, ভারী সুন্দর আপনার পছন্দ কিন্তু, অসিদা'···ওরকম একটা জিনিষ পাবার জন্যে আমি যে কতোদিন কামনা করেছি কী বল্‌ব !···মিউজিয়মে যখনই

গিয়েছি তখনই মনে হয়েছে কেউ যদি আমায় এরকম একটা উপহার দিত।

—আমি খুবই আশ্চর্য্যরকমে জিনিষটা পেয়েছিলুম কিন্তু! ...এক গ্রামে গিয়ে শুনি সেখানে নতুন এক দেবতার আবির্ভাব হয়েছে এবং গ্রামশুদ্ধ লোক নাকি তাঁর পূজো দিতে যাচ্ছে। আমিও গেলুম গাঁয়ের লোকদের সাথে সাথে। দেখ্‌লুম, আমাদের এই বুদ্ধকে তারা ইটপাথরের স্তূপ থেকে বার করে মহা সমারোহে পূজো কর্‌ছে। সিন্দুর আর তেলে যা' চেহারা হয়েছিল ঠাকুরটির! ...দেখেই আমার ভয়ানক লোভ হ'লো, মনে মনে বল্‌লুম, হে ঠাকুর, তোমায় আমি খুবই ভালো এক জায়গায় পাঠাচ্ছি, সেখানে তুমি নির্ঝঞ্ঝাটে এবং সুখে থাক্‌বে, তোমায় আমি চুরী কর্‌ব তোমারই স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে—অপরাধ নিয়ো না।...তারপর ভোরবেলা সূর্য্য উঠ্‌বার আগেই ঠাকুরকে ব্যাগে পূরে গ্রাম থেকে মহাপ্রস্থান!

মীরা মুগ্ধভাবে অসিতের বর্ণনা শুন্‌ছিল। বল্‌লে, গ্রামের লোকেরা আপনাকে ধর্‌লে না, অসিদা'?

—সুযোগ পেলে ত!...আমি একটি দণ্ডও আর সেখানে অপেক্ষা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিনি'।

—ঠাকুর অন্তর্ধান হবার পর ওরা না-জানি কী চেঁচামেচিই করেছে!

—হয়ত বা ওরা ভেবেছে ঠাকুর তাঁর নিজের আস্তানায়

চলে গেছেন, গ্রামের লোকদের উপর রাগ ক'রে।···ওরা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করেছিল বিংশোপচারে!

অসিতের কথার ভঙ্গীতে মীরা হেসে উঠ্‌ল।

ঠাকুরের অন্তর্ধানের কাহিনী শেষ হ'তেই আবার একটা স্তব্ধতা এসে পড়্‌ল। অসিত বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছিল মীরা হয়ত কিছু বল্‌তে চায়, অথচ বল্‌তে পার্‌ছে না।

নিজেই প্রশ্ন কর্‌লে, আমার সেই ছোট্ট লেখাটুকু পড়ে তোমার কী মনে হয়েছিল?

মীরার মুখচোখ পলকে রাঙা হয়ে উঠ্‌ল—হয়ত বা অকারণে।···তারপর সে বল্‌লে, মনে হয়েছিল আপনাকে বোঝা কঠিন, অসিদা'।

অসিত এরকম জবাব আশা করেনি'। সে কী বলা উচিত বুঝ্‌তে না পেরে চুপ ক'রে রইল। খানিকক্ষণ পরে সে মীরার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্‌লে, বুঝ্‌তে কোনই কষ্ট হবে না, মীরা, যদি তুমি এটা কখনও ভুলে না যাও যে অসিদা' সব সময়ই তোমার কল্যাণ-কামনা কর্‌ছে এবং কর্‌বে।

মীরা কোন জবাব দিলে না। তার সমস্ত হৃদয় মথিত ক'রে উঠ্‌ল চাপা একটি দীর্ঘশ্বাস, যার স্পন্দন অসিতেরও অগোচর রইল না।

অসিতের একবার ইচ্ছা হ'লো সোজাসুজি মীরাকে প্রশ্ন করে, মীরা, সত্যি ক'রে বলো দেখি তোমার মনটিতে কী আছে? তোমার অন্তর কী বল্‌ছে?···কিন্তু কী-জানি-কেন মীরাকে এরকম প্রশ্ন করতে তার ভয়ানক সঙ্কোচ হচ্ছিল। যে মীরাকে সে চিরকাল ডেকে এসেছে "আমার আদরের বোন্‌টি" তাকে কী ক'রে সে এরকম প্রশ্ন করে?

অথচ দু'জনের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য একটা স্তব্ধতা যে এসে পড়্‌ছিল তা'ও কোন প্রকারে ভাঙ্‌বার উপায় সে খুঁজে পাচ্ছিল না। অসংলগ্ন দু'একটা কথা বল্‌বার সে চেষ্টা করলে, কিন্তু তাতে উভয়ের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর ভাঙ্‌ল না, বরং সেসব কথার অস্বাভাবিকত্বে অসিত নিজেই লজ্জাবোধ করল।

ঘরের মধ্যে থম্‌থমে অন্ধকার এসে স্তব্ধতার বিসদৃশতাটুকু প্রকট ক'রে দিচ্ছিল আরও বেশী। অসিত বল্‌লে, আলো জ্বাল্‌বে না, মীরা?

—এখন থাক্।···সংক্ষেপে মীরা বল্‌লে।

—তোমার বাবার আস্‌তে বড্ড দেরী হচ্ছে আজ।

—হুঁ···বোধ হয় দশটার গাড়ীতে আস্‌বেন।

—তপতীদেবী আজ আর বোধ হয় আস্‌বেন না?

—না।

এই প্রকার ছোটখাট প্রশ্ন ও উত্তরে অসিত ভয়ানক বিব্রত বোধ করছিল। অথচ প্রতীকারের কোন উপায়ও সে

দেখ্‌তে পাচ্ছিল না।…ঘরের দেয়ালে ঘড়িটা টিক্‌টিক্‌ ক'রে বাজ্‌ছিল।

অসিত প্রশ্ন কর্‌লে, আস্‌ছে বছর তুমি ত পরীক্ষা দিচ্ছ, না?

—হ্যাঁ।

—তারপর কী কর্‌বে ঠিক করেছ কি?

—না।

অসিত মনে মনে পরাজয় স্বীকার কর্‌লে। নাঃ—অসহ্য এই মৌন!

মীরা এতক্ষণ চেয়ারে বসে বসে কথা বল্‌ছিল। হঠাৎ সে তার মাথাটি টেবিলের উপর রেখে একটুখানি কাত হয়ে বস্‌ল।

অসিত উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন কর্‌লে, তোমার খারাপ লাগ্‌ছে কি, মীরা?

—না, অম্‌নি মাথাটি রাখ্‌ছি। ভয়ানক ক্লান্ত বোধ কর্‌ছি আজ।

অসিত বুঝ্‌তে পার্‌ছিল মীরার মনের দ্বন্দ্ব। অনেক কথাই তার মুখের গোড়ায় আস্‌ছিল, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে সব সে চেপে রাখ্‌ল।…মীরার মনের এই ব্যাকুলতাকে সে কী ক'রে শান্ত কর্‌বে বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না। অবশেষে একটুখানি ইতস্ততঃ ক'রে সে মীরার মাথায় হাতটি রেখে বল্‌লে, তুমি কী যেন ভাব্‌ছ, মীরা…

—কিছু না, অসিদা'।

অসিত ভাব্‌লে একবার বলে, আমি তোমার মনের দ্বন্দ্ব বুঝ্‌তে পারছি, মীরা, কিন্তু লক্ষ্মী বোন্‌টি, তুমি অসিদা'র মত লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরেকে এতটা ভালোবেসো না।...কিন্তু লজ্জা এসে তার মুখ বন্ধ ক'রে রাখ্‌লে। সে শুধু বল্‌লে, শরীর যদি ক্লান্ত বোধ কর তাহ'লে ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো না, মীরা...

—তেমন কিছু নয় অসিদা'। আপনি ভাব্‌বেন না, এখ্‌খুনি সেরে যাবে।

অসিত আর কিছু না বলে চুপ ক'রে রইল।

খানিক পরে মীরা নিজেই বলে উঠ্‌লে, পরীক্ষার পর কী পড়্‌তে আপনি উপদেশ দেন, অসিদা'?

অসিত একটু হেসে বল্‌লে, উপদেশ আমি দেবার যোগ্য নই, মীরা, তবে আমার ইচ্ছা তুমি একবার ইউরোপটা ঘুরে এসো।...আমার ভাগ্যে ত আর সেটা ঘট্‌ল না, যা' ছন্নছাড়া মতি হ'লো তাতে সে সব পথই হয়ে গেল বন্ধ।...তা' তুমি ঘুরে এলে তোমার কাছ থেকে অনেক গল্প শুন্‌তে পাব!

—আপনি বুঝি শুধু গল্প শুন্‌বার লোভে আমায় সাতসমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারে পাঠাতে চাচ্ছেন, অসিদা'? ভয়ানক স্বার্থপর ত' আপনি!

—শুধু গল্প শুন্‌তে কেন, মীরা, তোমায় একটি সুন্দর বর যোগাড় কর্‌বার সুযোগ দিতেও! সেখানে গেলে হয়ত দেখ্‌বে

তোমার হাতের মালা পাবার জন্যে চারদিকে এমন সব উন্মুখ বর জুটেছে যে তাদের স্রোতে বাবা, দাদা, দিদি সব কোথায় ভেসে গেছে !

অনেকদিন পরে অসিত মীরার সাথে একটা পরিহাস কর্‌ল।

মীরা জবাব দিলে, আমায় বুঝি বিদায় কর্‌তে পারলেই আপনারা সবাই খুসী হন্‌, না অসিদা' ?···আমি হয়েছি আপনাদের বোঝা, নয় কি ?

শশব্যস্তে অসিত বল্‌লে, ছিঃ মীরা। আমি বুঝি সেই ভেবে বল্‌ছি ? একটুখানি ঠাট্টা কর্‌লুম তোমার সাথে !

—ওঃ !···মীরা শুধু বল্‌লে।

রাত্রির অন্ধকার তাদের মধ্যকার স্তব্ধতাকে বাড়িয়েই তুল্‌ছিল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট দু'একটি যা' প্রশ্ন বা উত্তর হচ্ছিল তা' তাদের মধ্যকার উত্থিতমান ব্যবধানকে কোন প্রকারেই দাবিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ছিল না। অসিত মনে মনে গভীর ব্যথা অনুভব কর্‌ছিল, তার এবং মীরার সহজ সরল সম্বন্ধটি এরকম ক'রে বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল ব'লে।

মীরা একইভাবে শুয়ে ছিল অনেকক্ষণ। অসিতের এক একবার ইচ্ছা হচ্ছিল মীরাকে গভীর স্নেহে কাছে টেনে নেয়, তার কোমল মনটির উপর সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়ে দেয়, কিন্তু

মীরা তার ব্যবহার ঠিক ভাবে নিতে পার্‌বে না এই ভয়ে শেষ পর্য্যন্ত তার সাহস হচ্ছিল না।…অথচ তার এত আদরের মীরাকে এরকম দুঃখ পেতে দেখে তার মন বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল।

তপতী বলেছিল, উপায় মাত্র একটি আছে। অসিতের এক একবার মনে হচ্ছিল বুঝিবা তপতীর সমাধানই সবচেয়ে সুষ্ঠু এবং সুন্দর, বুঝিবা সত্য সত্যই মীরাকে নিজের প্রিয়ারূপে সে অনায়াসে বরণ ক'রে নিতে পার্‌বে, বুঝিবা নিজের মনকে সে নিজেই ভালো ক'রে চিন্‌তে পার্‌ছে না। কিন্তু পরক্ষণেই সে তার দোদুল্যমান মনকে স্থির ক'রে নিচ্ছিল।

সাময়িক একটা সমাধান হ'লো তখন যখন ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে ন'টা বাজ্‌ল। মীরা তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে মাথাটা উঠিয়ে বল্‌লে, বাবার আস্‌বার সময় হ'লো। আমি আস্‌ছি অসিদা', অপনি একটু একলা বসুন এখন।



পরদিন তপতী আবার এসে হাজির। অসিত সকাল বেলাই বেরিয়ে গিয়েছিল কী এক কাজে। তপতী প্রথমেই ঢুক্‌ল ভবানীবাবুর ঘরে।

—জ্যেঠামশায়···বলে ডাক্‌তেই ভবানীবাবু হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা কর্‌লেন।

তপতী লক্ষ্য কর্‌ল ভবানীবাবুর সদাশিব মুখেও চিন্তার রেখা দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন কর্‌ল, অসিতবাবু কোথায়, জ্যেঠামশায়?

—বেরিয়ে গেছে, কী একটা কাজ আছে বল্‌লে। একটু পরেই ফির্‌বে।

কাছে এসে চুপি চুপি তপতী প্রশ্ন কর্‌ল, আপনার সাথে মীরার বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা হয়েছিল?

—হয়েছিল, খুবই সাধারণ ভাবে। ওর পরীক্ষার পর মীরা কী পড়্‌বে ইত্যাদি। তা'ছাড়া আর কিছুই হয়নি'। তবে এটা আমি খুবই লক্ষ্য করেছি যে অসিত আর মীরা দুজনেই কেমন একটু আন্‌মনা হয়ে পড়েছে···আর দু'জনেরই মনের মধ্যে একটা গভীর আলোড়ন চল্‌ছে। আমি কিন্তু অসিতের আন্‌মনা ভাবের অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

—কাল আমার সাথে অসিতবাবুর আলাপ হয়েছিল, জ্যেঠামশায়। আমরা ছুটি অদ্ভুত ছেলে মেয়েকে নিয়ে পড়েছি। অসিতবাবু যে মীরাকে খুবই গভীরভাবে ভালোবাসেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তার পরিচয় পাই তাঁর কথার আন্তরিকতায়—মীরার মনের দ্বন্দ্বের জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করে উনি যে মর্ম্মপীড়া পাচ্ছেন তাতে।···অথচ তাঁর ভালোবাসা হচ্ছে একটু অদ্ভুত গোছের—সাধারণতঃ লোকে ভালোবাসার যেরকম পরিণতি কামনা করে উনি যেন তা চান্ না।

ভবানীবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, আমি ত তোমায় বলেছিলুমই তপতী মা, অসিত মীরাকে বোনের মত স্নেহ করে, অন্য কোন ভাবে নয়।···আমার চিন্তা হচ্ছে মীরার জন্যে—ও এরকম ভুল বুঝ্‌ল কেন ?

তপতী আশ্বাস দিয়ে বল্‌লে, আপনি ভাববেন না, জ্যেঠামশায়। অসিতবাবু এসে এক হিসাবে ভালোই হয়েছে—আমাদের সংশয় মিটেছে। এখন মীরাকে বুঝাতে আমি পারব।

—তোমরা জানো, তপতী। আমার বুড়ো মাথায় এসব ঢোকে না···শুধু উদ্‌ভ্রান্তই হই।

মীরা স্কুলের পড়া তৈরী কর্‌ছিল। তপতী পেছন থেকে লক্ষ্য কর্‌ল মীরার চোখ বইএ নিবদ্ধ নয়, তার দৃষ্টি সাম্‌নের বুদ্ধমূর্ত্তিটার দিকে।

মীরাকে সচকিত ক'রে বল্‌লে, এইভাবে বুঝি পরীক্ষার পড়া তৈরী করছ, মীরা?

মীরা সন্ত্রস্তভাবে পেছনে তাকাল। তপতীকে দেখে তার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল। বল্‌লে, সুজাতার কথা ভাব্‌ছিলুম, দিদি···

তার কণ্ঠস্বর শ্রাবণমেঘের চাপা অশ্রুতে ভরা। তপতী তাড়াতাড়ি তাকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লে, কাল সন্ধ্যার পর অসিত-বাবুর সাথে ঝগড়া করেছিস্ নাকি?

—ঝগড়া কর্‌ব কার সাথে তপতীদি'? যাঁর নাগাল পাওয়া যায় না তাঁর সাথে ভালোবাসাও চলে না, অভিমানও চলে না।···অসিদা' সত্যিই অদ্ভুত, দিদি।

—তুই বা অদ্ভুত কম কি? কাল ট্যাক্সিতে তোর যা পরিচয় পেলুম তাতে আমি পর্য্যন্ত অবাক্ হয়ে গিয়েছিলুম। ধন্যি মেয়ে তুই যা'হোক!

—তুমি ত বুঝ্‌তেই পার্‌ছ, তপতীদি,' কেন আমার সমস্ত শরীর ব্যেপে সেই আনন্দ, সেই উচ্ছ্বাস এসেছিল।···আমি যে শেষ পর্য্যন্ত সেটুকু বজায় রাখ্‌তে পার্‌লুম না সেই জন্যেই দুঃখ হচ্ছে সবচেয়ে বেশী।

তপতী বল্‌লে, আচ্ছা, মীরা, আমার কিন্তু ভয়ানক সন্দেহ হয় অসিতবাবু হয়ত আর কাউকে ভালোবাসেন।

মীরা ঘাড় নেড়ে বললে, আমার তা' মনে হয় না, তপতীদি'। অসিদা' নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন শুধু তাঁর

কাজের কাছে, কোন মানুষের কাছে নয়। তিনি কোন দিন কাউকে সত্যি সত্যি ভালোবাস্‌তে পারবেন কিনা সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে, কারণ বিলিয়ে দিতে হ'লে যে উদারতাটকু থাকা দরকার তা তাঁর নেই!

মীরার কথার মধ্যে এতখানি তীব্রতা লক্ষ্য ক'রে তপতী বিস্ময়ে আকুল হয়ে উঠ্‌ল। আর যা'ই হোক্ মীরার কাছ থেকে এরকম মন্তব্য সে আশা করেনি'। বল্‌লে, তুই বল্‌ছিস্ কী?

—যা' সত্য বলে মনে হচ্ছে তা'ই বল্‌ছি, তপতীদি'। অসিদা' আমাকে ভালোবাসেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁর ভালোবাসা যেন ওজন-করা, যে সীমারেখা তিনি একবার টেনে দিয়েছেন তার উল্লঙ্ঘন কিছুতেই হ'বার যো নেই! ...এ শুধু আমার সম্বন্ধে বল্‌ছি না, আমার মনে হয় সবার সম্বন্ধেই তাঁর এই নিয়মানুবর্ত্তী স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা।

তপতী দেখ্‌ল মীরার সাথে তর্ক করা বৃথা। সে শুধু বল্‌লে, আমার মনে হয় তুই অসিতবাবুকে ভুল বুঝ্‌লি মীরা।

অসিত ফির্‌ল বেলা দশটার একটু আগে। ভবানীবাবু তার চেহারা দেখে ত অবাক্! চুলগুলো বিপর্য্যস্ত—কাপড়চোপড় জলে গেছে ভিজে—হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা। প্রশ্ন

কর্‌লেন, কোথায় গিয়েছিল অসিত? এসব এলো কোথেকে?

সংক্ষেপে অসিত বল্‌লে, আমার একটুখানি পাগ্‌লামির চিহ্ন এ।...ভাব্‌বেন না—এখ্‌খুনি ধুয়ে ফেল্‌ছি।

ব'লে সে সোজা বাড়ীর ভিতর চলে গেল। তপতী বিস্ময়াকুল নেত্রে ভবানীবাবুর দিকে তাকালে। ভবানীবাবু শুধু বল্‌লেন, এদের মতিগতির কূলকিনারা পাওয়া ভার।

মীরা তখন স্কুলে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। অসিত বাড়ীর ভিতর যেতে যেতে তার ঘরের সাম্‌নে থম্‌কে দাঁড়াল। তারপর ডাক্‌লে, মীরা...

মীরা ঘর থেকেই সাড়া দিলে, কী বল্‌ছেন অসিদা'?

—তুমি কি এখন স্কুলে চলে যাচ্ছ, মীরা?

—হ্যাঁ...তপতীদি'র সাথেই যাবো...

—তাহ'লে ত' তোমার সাথে এবার আর দেখা হবে না —আমি তিনটের গাড়ীতেই চলে যাবো ভাব্‌ছি।...তোমার সাথে এবার বিশেষ গল্প কর্‌তে পার্‌লুম না, রাগ ক'রো না, মীরা।

অসিতের কণ্ঠস্বরে কেমন একটা আকুলতা, যেন সে একটুখানি স্নেহ, একটুখানি সান্ত্বনা পাবার জন্যে উন্মুখ। মীরা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল—ঘরের ভিতর থেকে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল।

অসিত বল্‌লে, অনেক কিছু বল্‌ব ভেবে এসেছিলুম, মীরা, স্নেহের বোন্‌টি আমার, কিন্তু আমার চেয়েও শক্তিমান্‌ হচ্ছে বাইরের সব কাণ্ডকারখানা, যার নাম অনেকে দেন ভবিতব্য, তাই এবার বল্‌তে পার্‌লুম না।···আবার যদি আসি তোমার সাথে অনেক গল্প কর্‌ব—তুমি এবার রাগ করোনি' জান্‌লে ভারী খুসী হ'ব।

মীরা চুপ ক'রে রইল। তারও মনের মায়াপুরীতে চল্‌ছিল নিষ্ঠুর একটা নির্য্যাতন। আস্তে আস্তে সে বল্‌লে, রাগ ক'রে কী লাভ, অসিদা'? আপনার উপর রাগ কর্‌লেও আপনি বিচলিত হ'বেন না একটুও!

অসিতের একবার ইচ্ছা হ'লো চেঁচিয়ে বলে, তুমি আমার উপর ভয়ানক অবিচার কর্‌ছ, মীরা···তোমার অসিদা'কে তুমি যতটা নির্ম্মম নির্ব্যক্তিক ভাব্‌ছ সে তা' নয়, তার মধ্যেও উপহৃতি আছে, সেও ভালোবাস্‌তে, ব্যথা পেতে জানে!

কিন্তু প্রচণ্ড এক শক্তিতে নিজকে রোধ ক'রে নিয়ে সে আর কোন জবাব না দিয়ে হাতপা' ধোবার জন্যে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

মীরা দোরগোড়ায়ই দাঁড়িয়ে ছিল, বুঝিবা অসিতের ফিরে আস্‌বার প্রতীক্ষায়। অসিত তার সুমুখ দিয়েই সাম্‌নের ঘরে চলে যাচ্ছিল, মীরার ডাকে দাঁড়াল।

মীরা খুব ধীরস্বরে বল্‌লে, কাজের তাড়ায় একটা কথা ভুলে গিয়েছিলুম অসিদা'। আপনি সেই বুদ্ধমূর্ত্তিটা পাঠাবার পর ত আপনাকে চিঠি লিখ্‌বারই অবসর হয়নি', আর অন্যসব গল্পগুজব নিয়ে এতখানি মত্ত ছিলুম যে আপনার পাওনাটুকু আপনাকে দিবার কথা মনেই হয়নি'।...মূর্ত্তিটি আমার জন্যে অনেক কষ্ট ক'রে আপনি জোগাড় করেছেন অসিদা', তার জন্যে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ব'লে আর কোন জবাবের প্রতীক্ষা না ক'রে সে সোজা ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়্‌ল।

অসিত কিছুক্ষণ বাক্‌শক্তিরহিত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। মীরার শেষ কথাটি তাকে বজ্রাহতবৎ অসাড় ক'রে দিয়েছিল...নিবিড় বেদনায় তার প্রতিবাদ কর্‌বার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

একটুখানি হেসে আস্তে আস্তে সে ভবানীবাবুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

তপতী বল্‌লে, আমি এখন চল্‌লুম, অসিতবাবু, স্কুলের দেরী হয়ে যাচ্ছে। আপনার গাড়ী ত সেই তিনটেয়? আমি একটার মধ্যেই ফিরে আস্‌ব—আপনার সাথে আর খানিকটা আলাপ কর্‌ব।

অসিত বল্‌লে, বেশ, আপনার জন্তে এখানে অপেক্ষা কর্‌ব তাহ'লে।

স্কুলের গাড়ী আস্‌তেই তপতী আর মীরা চলে গেল। তপতী বল্‌লে, আমার সাথে ত আবার আপনার দেখা হ'বেই, কাজেই এখন বিদায়-নমস্কারটা কর্‌লুম না।

মীরা গাড়ীতে উঠ্‌বার আগে অসিতের দিকে একবার তাকিয়ে বল্‌লে, এবার গিয়ে কিন্তু পৌঁছ সংবাদ দিতে ভুল্‌বেন না, অসিদা'। বাবা আপনার খবর পাবার জন্তে সবসময়ই ব্যস্ত থাকেন তা' মনে রাখ্‌বেন।

অসিত একটু হাস্‌ল।

খাওয়াদাওয়ার পর অসিত ভবানীবাবুর সাথে গল্প কর্‌ছিল। গল্প কর্‌তে যে তাব খুব ভালো লাগ্‌ছিল তা' নয়, অনেকটা সৌজন্তের খাতিরেই সে কথা বল্‌ছিল। ভবানীবাবু গভীর উৎসাহে তার সাথে বৌদ্ধযুগের স্থাপত্যের কথা আলোচনা কর্‌ছিলেন, আলোচনার সুরু হয়েছিল সেই মূর্তিটি থেকে।

ভবানীবাবু বল্‌ছিলেন, যা'ই বলো, অসিত, আমার মনে হয় আমরা যদি বৌদ্ধ শিল্প প্রতিভার আরও কিছু গ্রহণ কর্‌তে পার্‌তুম তাহ'লে আমাদের আর্ট আরো বিশাল এবং সুন্দর হয়ে উঠ্‌ত। কেন যে আমরা আমাদের নিজস্ব

এই ধর্মটাকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌লুম, এবং তার সাথে সাথে এই ধর্মের আনুষঙ্গিক সব সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকেও, তা' আমি ভেবেই পাই না।

অসিত সংক্ষেপে অথচ ভবানীবাবু যেন দুঃখিত না হন্‌ এরকম কায়দা ক'রে কথা বল্‌ছিল। তার চোখ ছিল ঘড়ির দিকে—কখন তপতী আস্‌বে সেই প্রতীক্ষায়।

তপতীর সাথে মীরাও আস্‌তে পারে এই সম্ভাবনাটা তার মনকে মাঝে মাঝে বেশ একটু চঞ্চল ক'রে তুল্‌ছিল।

দুটো বাজ্‌ল, তবু তপতী বা মীরা কেউ এলো না। অসিত ভবানীবাবুকে বল্‌লে, ওরা ত কেউ এলো না, আমি তাহ'লে ষ্টেশনের দিকে হাঁটা সুরু করি।···তপতী দেবীকে বল্‌বেন আমি ওঁর জন্যে অপেক্ষা করেছিলুম।

ভবানীবাবু চিন্তিতস্বরে বল্‌লেন, হ্যাঁ, তা বল্‌ব বই কি! ···বোধ হয় ছুটি পায়নি', তাই আস্‌তে পার্‌ল না···হাজার হোক্‌ পরের চাকর ত!

ভবানীবাবুর পায়ের ধূলো নেবার সময় অসিতের একবার ইচ্ছা হয়েছিল মীরাকে বল্‌বার জন্যেও কিছু বলে যায়, কিন্তু কী ভেবে সে শেষবারটিতেও নিজকে রোধ করে নিলে।

ষ্টেশনে পৌঁছে দেখে প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌এর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তপতী।

—স্কুল থেকে ছুটি পেতে দেরী হ'য়ে গেল, অসিতবাবু, তাই সোজা ষ্টেশনে এলুম আপনাকে ধর্‌তে।

—মীরাও এসেছে কি?

—না, তার ত ক্লাশ এখনও।

—ওঃ···অসিত শুধু বল্‌লে।

তপতী বল্‌লে, মীরাকে আজ খুবই গম্ভীর দেখ্‌লুম অসিতবাবু। আমার সব কটা প্রশ্নই সে এড়িয়ে গেল।···আজ সকালবেলা কিছু হয়েছে নাকি?

—না, উল্লেখযোগ্য কিছু হয়েছে বলে ত মনে হচ্ছে না।

—আচ্ছা, অসিতবাবু, আপনাকে একটা প্রশ্ন কর্‌ছি, বারবার একই কথা বল্‌ছি বলে রাগ কর্‌বেন না, আমার মনটা কিছুতেই বুঝ্‌তে চাচ্ছে না বলেই প্রশ্ন কর্‌ছি...আপনি কি মীরার ভালোবাসার গভীরতায় সন্দেহ করেন?

একটুখানি গভীর স্বরে অসিত জবাব দিলে, মীরাকে যদি আমি একটুখানিও চিন্‌তে পেরে থাকি, তপতী দেবী, তবে এটুকু বল্‌তে পারি যে ওর যা' মন তাতে ও যদি কাউকে ভালোবাসে তাকে খুবই নিবিড় ক'রে ভালোবাস্‌বে···ওর ভালোবাসার গভীরতার সাম্‌নে সংসারের সব অশুভ অকল্যাণই হয়ত হয়ে যাবে ব্যর্থ!···ওর ভালোবাসার তীব্রতা হচ্ছে অপরিসীম—তাকে কি আমি সন্দেহ কর্‌তে পারি?

—তবু আপনি ওকে গ্রহণ কর্‌তে পারেন না?

—আমায় ওভাবে প্রশ্ন করবেন না, তপতী দেবী !···খুবই ব্যথাভরা কণ্ঠে অসিত বললে।

—কিন্তু জানেন, আপনি ওকে নিষ্ঠুর একটা আঘাত দিয়ে গেলেন ?

—জানি।···যা দিয়েছি তার প্রতিদানও পেয়েছি। আমার ক্ষোভ নেই সে জন্যে, আমি তার চেয়ে বেশী কিছু যে আশা করতেও পারি না !

তপতী বিস্ময়াপন্ন হয়ে প্রশ্ন করলে, প্রতিদান পেলেন আবার কখন, অসিতবাবু ?

—এরই মধ্যে।···কিন্তু দুঃখ সেজন্যে নয়, দুঃখ হচ্ছে এই জন্যে যে মীরা আমায় ভুল বুঝ্‌ল। অপরাধ আমারই হয়ত— নিজকে প্রকাশ করতে পারিনি' যথার্থভাবে, তার ফল ভোগ করতেই হ'বে।···হ্যাঁ, তপতীদেবী, মীরার খবর আপনার কাছ থেকে পাব আশা করি। আপনি আমায় লিখ্‌বেন ত ?

—আপনি মীরার কাছে আর লিখ্‌বেন না ?

—না···উচিত হবে না।

তপতীর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে আস্‌ছিল। সে বললে, আপনি মীরাকে এত ভালোবাসেন, তবু আপনি তা' লুকিয়ে রাখ্‌তে চান ?

—ভালোবাসি বই কি, তপতী দেবী, খুবই ভালোবাসি— বোনের মত, সাথীর মত। এর বেশী ত দাবী আমি করিনি', করতে চাইতুমও না।···কিন্তু ভগবান দেখ্‌লেন আমার এই

ভালোবাসার মধ্যে আছে প্রচণ্ড একটা স্বার্থপরতা, তাই আমাকে তা' থেকে বঞ্চিত কর্‌লেন।

—কিন্তু আপনি ত ইচ্ছা কর্‌লেই আপনার সম্পূর্ণ দাবী ফিরে পেতে পারেন⋯সম্পূর্ণ কেন, তার চেয়ে অনেক বেশী ও।

হেঁয়ালীভরা এক হাসি হেসে গাড়ীর কামরায় উঠ্‌তে উঠ্‌তে অসিত বল্‌লে, ঐখানেই আমায় বিদায় নিতে হয়, তপতীদেবী। আমি হচ্ছি চল্‌তি পথের পথিক, পথের বাঁশীই আমায় মানায় ভালো, ঘরের ঝঙ্কারের চেয়ে।⋯বল্‌বেন, এ হচ্ছে সৃষ্টিছাড়া খেয়াল আমার!—আমি প্রতিবাদ কর্‌ব না। শুধু বল্‌ব, সবাইকে যে সৃষ্টির মধ্যে থাকৃতে হবে এমন কী বাধ্যতা আছে জগতে⋯?

ট্রেণ তখন প্ল্যাট্‌ফর্‌ম্‌ থেকে নড়্‌তে আরম্ভ করেছে। তপতী হাত তুলে নমস্কার কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে, আপনার অদ্ভুত মনের তত্ত্ব একেবারেই জান্‌তে পার্‌লুম না, অসিতবাবু।

অসিত হাতটি একবার নাড়্‌লে—তার মুখে একটি মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল।

— শেষ —